স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

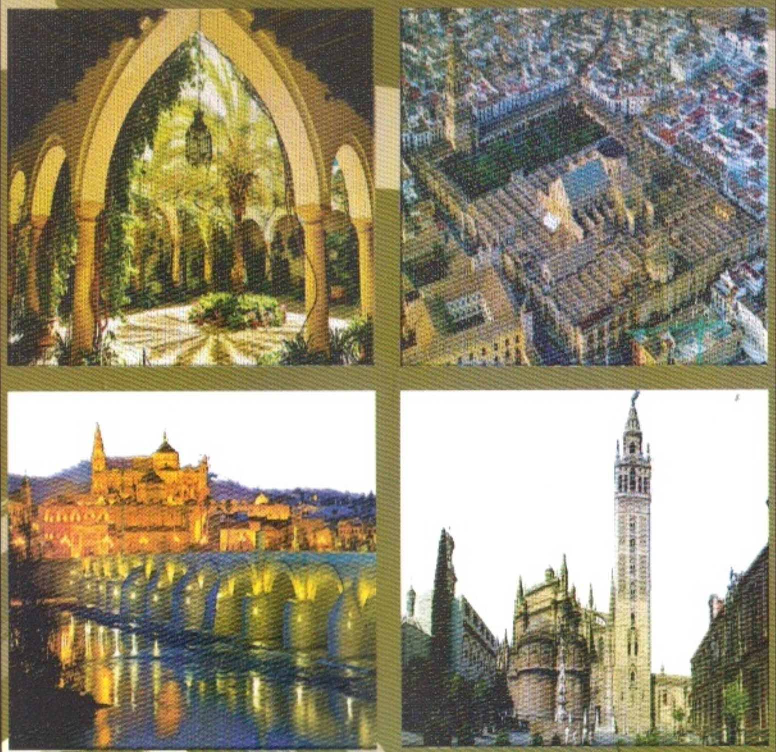

www.nagorikpathagar.org

স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন

অধ্যাপক ফজলুর রহমান
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ও
সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, সিলেট

www.nagorikpathagar.org

স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মিসেস খায়রুন নেছা খাতুন
দার-আল খায়ের
মানিকপীর রোড, সিলেট
ফোন : ০৮২১-৭১৫৬৫৩

গ্রন্থ সত্ত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

প্রচ্ছদ
বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

আলোকচিত্র
গ্রানাডার আল-হামরা রাজপ্রাসাদ
সেভিলের একটি মসজিদের মিনার ও মানমন্দির 'জিরাল্ডা'
কর্ডোভার মসজিদ
স্পেনের তৎকালীন একটি বাগান

অক্ষরবিন্যাস
মোঃ আব্দুল মুমিন

মুদ্রণ
পাণ্ডুলিপি প্রকাশন
১১২ আল-ফালাহ্ টাওয়ার, ধোপাদিঘির পূর্বপার, সিলেট
মোবাইল : ০১৭১২-৮৬৮৩২৯
E-mail : foysol–sylhet@yahoo.com

শুভেচ্ছা মূল্য
৮০ টাকা

Spainay Musolmander Uttan O Pothon, by Professor Fazlur Rahman
Published by : Mrs. Khairun Nessa Khatun, Printed by : Pandulipi Prokashon,
112 Al Falah Tower, East Dopadigirpar, Sylhet. 1st Edition October 2016.
Price : Tk. 80

ISBN : 978-984-8922-76-7

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	প্রাথমিক কথা	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	মুসলমানদের স্পেন বিজয়	২৪
তৃতীয় অধ্যায়	অধীনস্থ আমিরাত	৩০
চতুর্থ অধ্যায়	স্বাধীন আমিরাত	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ	৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	স্পেন ও ইউরোপের সভ্যতা বিকাশে মুসলমানদের অবদান	৫২
সপ্তম অধ্যায়	স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান, মুসলিম নির্যাতন, নিধন ও বিতাড়ন	৬৫
অষ্টম অধ্যায়	স্পেনে মুসলমানদের পতনের কারণ	৭৭
পরিশিষ্ট		১০৫

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থটি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্কলার
ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতিব
মুহতারাম আবদুল কাইয়ুম সাহেব-এর

অভিমত

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ফজলুর রহমান সাহেবের লিখা 'স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন' বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করার সুযোগ হলো। স্বনামধন্য লেখক অত্যন্ত দক্ষ হস্তে স্পেনের মুসলিম ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। পুরো ইতিহাস গ্রন্থের বিশাল ভলিউমগুলো পড়ার ধৈর্য্য ও আগ্রহ অনেকেরই থাকে না।

আশা করা যায়, এ ছোট্ট সংকলনটি পড়তে অনেকেই আগ্রহী হবেন। শুধু ইতিহাসের কিছু বিশেষ অংশই তিনি উপস্থাপন করেননি, সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের শেষে যে মূল্যায়ন করেছেন 'স্পেনে মুসলমানদের পতনের কারণ' তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম শাসকদের ক্ষমতার লোভ, সম্পদের অপব্যবহার করে প্রাসাদের পর প্রাসাদ নির্মাণ, ভোগ, বিলাসিতা, নারী, গান-বাজনা ও অনৈতিকতার প্রসার, তাওহীদের সংস্কৃতির পরিবর্তে মূর্তি ও ভাস্কর্য্য সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি; পাশাপাশি ক্ষমতার মসনদে আরোহন করতে বা ক্ষমতাকে ধরে রাখতে মুসলমানদের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে কিভাবে নিধন করা হলো এ সমস্ত বিষয়গুলোকে তিনি সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপসংহার এবং পরিশিষ্ট অংশে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আমি অন্তর থেকে দোয়া করি লেখকের এই শ্রমকে আল্লাহ কবুল করুন। পুস্তকটি যেন বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়। আমীন।

আব্দুল কাইয়ুম

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

লন্ডনের Charity ব্যক্তিত্ব, সিলেটের কৃতি সন্তান আশি-উর্ধ্ব জনাব আবদুস সালাম আমাকে ইংলিশ লেখক Ahmad Thomson লিখিত Islam in Andalus বইটি উপহার দেন। Andalus বর্তমানে স্পেন। স্পেনে মুসলমানদের উত্থান-পতন সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল। আগে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ কোন বই পড়িনি। উপহার হিসাবে প্রাপ্ত পুস্তকটি হস্তগত হবার পর কৌতুহল জাগল—বইটি পড়লাম, অনেক কিছু জানলাম। বই পড়ে আমি যা বুঝলাম তার কিয়দংশ বাংলাভাষী পাঠকদের জ্ঞাত করার আগ্রহ থেকে এই বই লিখা। কিন্তু স্পেনের ইতিহাস লিখা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেননা পাঠ্যপুস্তক সহ এ বিষয়ে অনেক বই বাজারে Available. আমার কৌতুহল—মুসলমানরা কবে স্পেন গেল—গিয়ে কি করল। তারা ইউরোপ ও বিশ্বসভ্যতায় কতটুকু অবদান রাখল? তাদের অবদান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তারপরও কেন তারা স্পেন থেকে সমূলে উৎখাত হল? কত লোক নিধন হল—কত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারা হল ইতিহাস তার সাক্ষী। এজন্য খ্রিস্ট জগত কি এককভাবে দায়ী–না মুসলমানদের ও ত্রুটিবিচ্যুতি আছে? এর জবাব খুঁজতে গিয়ে বইটির অবতারণা।

আমি ইতিহাসের ছাত্র নই—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। তাই ইতিহাস নয়–রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি–পাঠক সমাজের বিবেচ্য। আমার উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা নয়—ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ দিক (Glimpses) পাঠকের মনের দৃষ্টি সীমানায় নিয়ে আসা—যা দেখে ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং সামনে পথচলার

www.nagorikpathagar.org

সঠিক দিকনির্দেশনা চোখের সামনে ভেসে উঠে। 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।' এ বিষয়টি যেমনি সত্য তেমনি আরো একটি নির্মম ঐতিহাসিক সত্য এই যে, এর পরিণতি দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলকর নয়—মানবজাতির জন্য তা সুখকর হয় না।'

আজকাল পাঠকসমাজ বড় পুস্তক পড়তে রাজি হন না—তাই সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়গুলো পেশ করার চেষ্টা করেছি। অধ্যয়নকালে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক পড়েছি। এছাড়া বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকদের ইতিহাস গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশটুকু পড়ার চেষ্টা করেছি। আমি সব লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি গ্রন্থটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশের আশা রাখি। পাঠকসমাজ যদি ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেন, মন্তব্য, সমালোচনা ও পরামর্শ পাঠিয়ে সাহায্য করেন, আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

পাণ্ডুলিপি প্রকাশনের জনাব বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল অতীতে আমার 'সেকুলারিজম' বইটি প্রকাশ করেছেন। এবারও তিনি ও তাঁর প্রতিষ্ঠান 'স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন' বইটি আলোর ভূবনে নিয়ে এসে পাঠক সমাজের দৃষ্টিগোচর করতে পেরেছেন—এর জন্য আমি মনে করি তাঁকে শুধু ধন্যবাদ প্রদানই যথেষ্ট নয়।

সিলেট সরকারী অগ্রগামী স্কুল ও কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, আমার জীবনসঙ্গিনী খায়রুন নেছা খাতুন বইটির প্রুফ দেখাসহ সার্বিক ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে গ্রন্থটি ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসতে সহায়তা দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

মানবতার কল্যাণ কামনায়
লেখক

ফজলুর রহমান
দার আল-খায়ের
মানিকপীর রোড, সিলেট।
টেলিফোন : ০৮২১-৭১৫৬৫৩
তারিখ : ২০ অক্টোবর ২০১৬

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক কথা

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহা বিশ্ব ও অন্যান্য মাখলুকের সৃষ্টি কাজ সমাপ্ত করে সিদ্ধান্ত নিলেন, পৃথিবী নামক গ্রহে তিনি তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করবেন। তাকে দেওয়া হবে 'জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা।' তাকে ভাল- মন্দ পার্থক্য করার এবং ইচ্ছা শক্তি ও নিজ ক্ষমতা ব্যবহার করার এক ধরনের স্বাধীনতা (Autonomy) প্রদান করা হবে। তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) তাঁর হয়ে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি নিজ হাতে মাটি দিয়ে মানুষের সুরত তৈরি করে, তাতে রুহ (প্রাণবায়ু) ফুঁকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মানুষ 'আদম' সৃষ্টি হয়ে গেলেন। আদম ও আদম-সন্তান মানবজাতি যেহেতু পৃথিবীতে আল্লাহর নিযুক্ত খলিফা (প্রতিনিধি), তাই মানবজাতির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যা যা সৃষ্টি করা দরকার তিনি সব সৃষ্টি করলেন। 'তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা-বাকারা : আয়াত ২৯)

সৃষ্টির পর আল্লাহতা'য়ালা আদমকে সর্বপ্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি নূরের তৈরি ফিরিশতা ও আগুনের তৈরি ইবলিসের সামনে আদমকে পেশ করে তাকে সম্মানসূচক সিজদা প্রদানের আদেশ করলেন। ফিরিশতারা আদমকে সিজদা করলেন, কিন্তু ইবলিস আদম থেকে নিজেকে বড় মনে করে অহংকারবশত তাঁকে সিজদা করল না। এভাবে সে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করল এবং আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হল।

আল্লাহ্ তায়ালা আপাতত (For the time being) আদমকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দিলেন। তাঁকে সংগ দিবার জন্য তাঁর বামপাঁজর থেকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। 'তিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়াও সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা-আয যুমার-আয়াত : ৫)। আল্লাহ্ আরো একটি কাজ করলেন–আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিতব্য সকল নর-নারীর রূহ সৃষ্টি করে, তাদেরকে চেতনা ও

www.nagorikpathagar.org

কথা বলার শক্তি দান করে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমি কি তোমাদের রব নই? সকল রূহ জবাব দিল–নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক; আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (সূরা-আরাফ, আয়াত : ১৭২)

আদম (আ.) থেকে নির্গত সকল রূহকে প্রথমে আলমে আরওয়াহ তারপর ক্রমান্বয়ে আলমে দুনিয়া, আলমে বারযাখ অতঃপর আলমে আখেরাতে পদার্পণ করতেই হবে। আর শেষ পরিণতি হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী অবস্থান।

আল্লাহ্ সকল রূহকে আলমে আরওয়াহ (রূহের জগতে) অবস্থান নিতে বললেন। সকল রূহ, রূহের জগতে অবস্থান নিল। আল্লাহ্র পরিকল্পনা অনুসারে মানবজাতির প্রতিটি সদস্য পৃথিবী নামক গ্রহে তার মায়ের ঠিকানায় জন্ম নিতে আরম্ভ করেছে। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এ সিলসিলা চলতে থাকবে।

আগেই বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা সাময়িক সময়ের জন্য আদম-হাওয়াকে জান্নাতে রাখার ব্যবস্থা করলেন। জান্নাতের সবকিছু তাদের ভোগ করার সুযোগ দিলেন। কিন্তু একটা গাছের নিকট যেতে নিষেধ করলেন। এদিকে ইবলিস যাকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সে আদম হাওয়ার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করাল। চটকদার কথায় লোভ ও মোহের বশবর্তী হয়ে আদম ও হাওয়া আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করলেন। ফলে শুরু হল প্রতিক্রিয়া। আদম হাওয়া তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এই বলে– 'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।' (সূরা- আরাফ, আয়াত : ২৩)

রাহমানুর রাহিম আল্লাহ তায়ালা তাঁদের তওবা কবুল করলেন এবং ইবলিস ও তার বংশধর যে মানবজাতির চির দুশমন তা স্মরণ করে দিয়ে, আদম হাওয়া ও ইবলিসকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে পাঠানোর জন্য তাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে অজ্ঞতা, মূর্খতা, অন্ধকার ও পথ নির্দেশনা বিহীন অবস্থার মধ্যে ফেলে দেননি। বরং প্রথম মানুষ আদম (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রয়োজনীয় সবকিছু শিখিয়ে দিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করান। 'আমি

www.nagorikpathagar.org

বললাম–তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট থেকে যে জীবন-বিধান (দ্বীন/ ধর্ম) তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য ভয় ও চিন্তা ভাবনার কোন কারণ থাকবে না। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধ প্রত্যাখ্যান করবে, তারা হবে নিশ্চিন্ত জাহান্নামী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।' (সূরা-বাকারাহ, আয়াত : ৩৮–৩৯)

এ পটভূমিকায় আদম (আ.) এর উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দ্বীন ইসলাম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম নাযিল হয়। আদম (আ.) প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী। তখন থেকে মানব সমাজে এ দ্বীনে হক অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন হয়। আদম (আ.) দ্বীনে হক অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক– মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন, অথচ বহুলোক অজ্ঞতাবশত মুহাম্মদ (সা.)-কে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সা.) হলেন ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসুল।

আদম হাওয়া থেকেই মানববংশ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আদম (আ.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর বংশধর লোভ, মোহ ও শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়। তাদের কোন কোন অংশ আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত একেবারে হারিয়ে ফেলে। আবার কিছু অংশ আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং দ্বীনে হকের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে দ্বীনের আসল চেহারা বিকৃত করে দেয়।

আল্লাহতা'য়ালা দয়াপরবেশ হয়ে, পথহারা মানুষের সংশোধনের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির নিকট থেকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টিকে দ্বীনে হক দিয়ে নবী রাসুল বানিয়ে পাঠাতে থাকেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ) মানুষকে এ পৃথিবীতে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও পথনির্দেশনাবিহীন অবস্থায় অন্ধকারে হাতড়িয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য সৃষ্টি করেননি। তাঁর সুন্নত (তরীকা) হল তিনি তাঁর সৃষ্ট বান্দা ও খলিফাকে জীবনের সার্বিক ব্যাপারে পথনির্দেশনা দেবার জন্য এবং Model হবার জন্য নবী রাসুল পাঠাবেন। এ সুন্নত পালনের জন্য তিনি যুগে যুগে, সকল জাতির মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র নবী রাসুল পাঠিয়েছেন। 'আল্লাহর সুন্নতে (নীতিতে) কোন পরিবর্তন পাবে না।' (সূরা-বনি ইসরাইল- আয়াত : ৭৭)

www.nagorikpathagar.org

‘হে মুহাম্মদ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির মধ্যে নবী রাসুল পাঠিয়েছি।’ (সূরা-হিজর, আয়াত : ১০)

‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছি এ নির্দেশ দিয়ে যে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, এবং তাগুত* থেকে বিরত থাক।’ (সূরা-আন নহল, আয়াত : ৩৬)

‘আমি নবী-রাসুল পাঠিয়েছি শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে এভাবে রাসুল আগমনের পর কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে। আল্লাহ অবশ্যই শক্তিমান ও অতিশয় জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী।’ (সূরা- আন নিসা : ১৬৫)

নবী রাসূলদের সংখ্যা কমপক্ষে এক লাখ চব্বিশ হাজার। নবী রাসুলগণ কেবল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেন নি–তারা মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সবদিক–যেমন আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ নবী রাসূলগণ কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নেতা ছিলেন না, তারা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সর্ব-ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নবী রাসূলগণ তাদের যুগে তাদের কউমের নিকট তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেন।

সর্বশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য নবী ও রাসুল হিসাবে প্রেরিত হন–আখেরী নবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানবতার বন্ধু বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)। আগের নবীদের উম্মত সহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষের হেদায়াত, সংশোধন ও সংস্কার সাধনের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়।

---

* **তাগুত :** তাগুত মানে আল্লাহ-দ্রোহী শক্তি। তাগুত কাফির থেকে মারাত্মক। কেননা কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু তাগুত জনগণকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পরিবর্তে তার আনুগত্য করতে শক্তি প্রয়োগ করে বাধ্য করে। তাগুত আল্লাহ্‌র কালাম আল-কুরআনকে সর্বোচ্চ সনদ হিসেবে মানতে অস্বীকার করে এবং মানব-রচিত আইনের মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে।

‘হে নবী, আপনি কি ঐ সব লোকদের দেখেননি, যারা দাবী করে তারা ঈমান এনেছে আপনার নিকট নাযিল করা কিতাবের উপর এবং ঐ সব কিতাবের উপর, যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তাগুদের কাছে যেতে চায়। আর তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।’ (সুরা-আন-নিসা, আয়াত-৬০)

www.nagorikpathagar.org

আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পবিত্র মক্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর ৮ই রবিউল আউয়াল ১লা হিজরী সোমবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর আগমনে—

মদীনার কোবা পল্লীর শিশুরা আনন্দে গেয়ে উঠল :

'দক্ষিণে সেই পাহাড় থেকে উদয় হল পূর্ণিমার চাঁদ;
মোদের কর্তব্য হল–আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা।'

মদীনার প্রধান দুই গোত্র আউস ও খাজরাজের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় মক্কায় এবং অন্যান্য স্থানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রায় সবাই তাদের সহায় সম্পত্তি ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে রাসুল (সা.) এর পরামর্শে প্রথম দফা ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা এবং ২য় দফায় ৬৪ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা আফ্রিকার হাবশায় (ইরিত্রিয়ায়) হিজরত করেছিলেন। তাঁরাও মদীনায় চলে আসেন।

মদীনায় ৩টি ইহুদী গোত্র বসবাস করত। তারা হল (ক) বনু নযীর, (খ) বনু কাইনুকা ও (গ) বনু কুরাইযা। ইহুদী গোত্রগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে রাসূল (সা.) চুক্তি করলেন। রচিত হল ৪৭ ধারা বিশিষ্ট 'মদীনা সনদ'। মদীনা সনদই মানবজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান–Written Constitution. চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাসূল (সা.) রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে মদীনাকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র Welfare State হিসাবে গড়ে তোলেন। ফলে ইসলাম শুধু তাত্ত্বিক পর্যায়েই নয় এবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মুহাম্মদ (সা.) রাষ্ট্রপ্রধান হলেন–না রাজমুকুট তাঁর মাথায় উঠল, না তাঁর জন্য সিংহাসন বানানো হল; না তিনি ঝাঁকঝমকপূর্ণ রাজ পোশাক পরলেন; না তাঁর জন্য রাজপ্রাসাদ তৈরি হল। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানবতার বন্ধু সফল রাষ্ট্রনায়ক (Statesman) কল্যাণকামী নেতা, কাইদুল খায়ের*, ইমামুল খায়ের মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীকে

* বি:দ্রঃ বিশ্বনবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন, মানবতার বন্ধু, সফল রাষ্ট্রনায়ক (Statesman) হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন কাইদুল খায়ের, ইমামুল খায়ের, কল্যাণের মূর্ত প্রতিক, কল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রটি ছিল কল্যাণ রাষ্ট্র–Welfare State.

www.nagorikpathagar.org

কাঁদিয়ে তাঁর প্রভু, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু রফিকে আ'লার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। 'ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন'।

আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ কোরাইশ-সন্তান আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত লাভের পূর্বে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর মক্কায় বসবাস করেন। তিনি সর্বমহলে সর্বজন মান্য এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেন। জনগণ তাকে স্বতঃস্ফূর্ত 'আল-আমিন' ও 'আস-সাদিক' উপাধিতে ভূষিত করে। সেই একই মুহাম্মদ (সা.) যখন আল্লাহর নিকট থেকে জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে ওহী প্রাপ্ত হলেন, নবুয়ত লাভ করলেন, মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথনির্দেশনা দান করলেন এবং কল্যাণের দিকে দাওয়াত দিয়ে বললেন : 'কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহুন'। বল- আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নাই- তাহলেই তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' অমনি তাঁর অনেক নিকটাত্মীয় সহ আরবের বেশির ভাগ লোক তাঁর শত্রু হয়ে গেল। তিনিও তাঁর দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানগণ নিষ্ঠুরতম জুলুমের শিকার হলেন। যিনি আগে ছিলেন 'আল-আমিন' ও 'আস-সাদিক' এবার তিনি হয়ে গেলেন–তাদের ভাষায়–'কবি, জাদুকর, গণক, পাগল, জিনগ্রস্থ' ইত্যাদি।

তাঁর উপর আঘাত এল, কিন্তু তিনি প্রত্যাঘাত করলেন না; কিংবা তাঁর অনুসারীদেরকে প্রতিশোধ নেবার হুকুম দিলেন না। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে সবর করলেন, আর কিছু মজলুম নর-নারীকে অত্যাচার নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য আফ্রিকার হাবশায় পাঠিয়ে দিলেন।

হিজরতের পর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় রাষ্ট্র কায়েম করলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটিকে শক্তির মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য কোরাইশ নেতৃবৃন্দসহ আরবের সকল ইসলাম বিরোধী গোত্র এক জোট হয়ে যুদ্ধের পথে অগ্রসর হল। এবার মদিনার রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মদ (সা.) রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য (To protect the state) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। যখনি আঘাত এল, প্রত্যাঘাত করলেন। তাঁর শাসনামলে ২৭টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি নিজে ৯টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁর জীবনকালে মক্কা, খায়বার, হুনাইন, তায়েফ, তাবুক সহ আরব উপদ্বীপের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মদীনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের পর আরবের উল্লেখযোগ্য সকল গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ মুহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

(সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন, তাঁর হাতে বাইয়াত নেন অর্থাৎ দ্বীন কবুল করেন, তাঁর অনুগত ও অনুসারী হয়ে যান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হন এবং নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তেকালের পর শুরু হয় খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। এ যুগের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)। রাসুল (সা.) এর লাশ দাফনের আগেই খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কেননা নবপ্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রটি অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। প্রশ্ন উঠে কে হবেন রাষ্ট্রের অভিভাবক অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান?

বি:দ্র: ১. আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.) মদীনা নামক State এর রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র রক্ষা করার জন্য (To save & protect) Defensive & Offensive রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার যুদ্ধ করেছেন। যেমন খন্দক ছিল রক্ষণাত্মক আর মক্কাবিজয় ছিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ।

বি:দ্র: ২. রাসুল (সা.) এর ইন্তেকাল হয় সোমবার আর দাফন হয় বুধবার।

www.nagorikpathagar.org

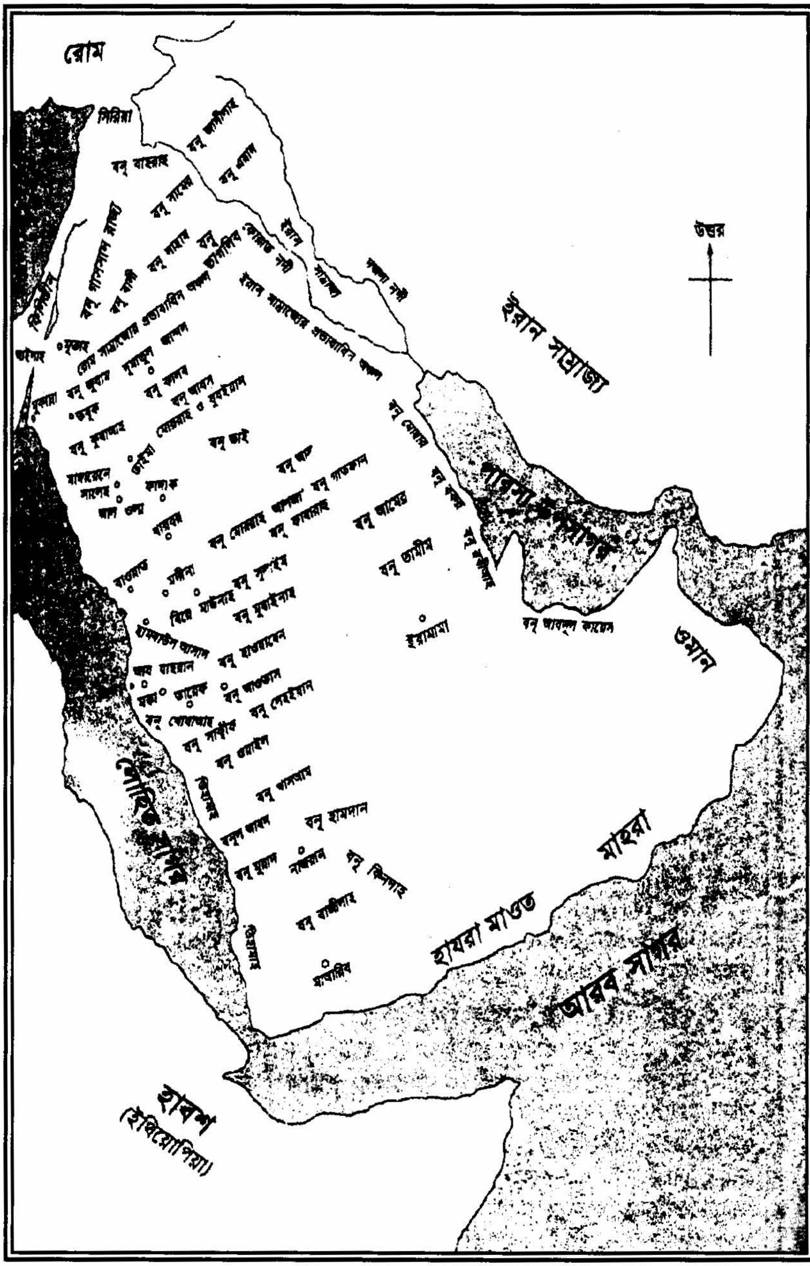

যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসে আর দলে দলে লোকজন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়, তখনকার আরবের চিত্র। (৬৩২ খ্রীস্টাব্দে বিদায় হজ্বের সময়)

www.nagorikpathagar.org

➤ ১ম খলিফা আবুবকর (রা.), খিলাফতকাল ৬৩২–৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ

রাসুল (সা.) রাষ্ট্রের কোন অভিভাবক নিযুক্ত করে যাননি। তিনি সাহাবায়ে কেরামের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দেন। ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে মদীনায় উপস্থিত সবাইকে জমায়েত হতে আহ্বান করেন। প্রাথমিক আলোচনার পর তিনি খিলাফতের প্রধান অর্থাৎ খলিফা হবার জন্য আবু বকর (রা.) এর নাম প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সবাই তাঁর প্রস্তাবে ঐক্যমত পোষণ করেন। এভাবেই আবু বকর (রা.) মদীনা রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্ধারণের পর একে একে সবাই আবু বকর (রা.) এর হাতে বাইয়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ করেন। একটি প্রশ্ন জাগতে পারে–আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানুষকে খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন–তাহলে আবু বকরকে আলাদা করে খলিফা বানানো এবং তাঁকে মদিনা রাষ্ট্রের খলিফা বলার তাৎপর্য কি? একথা সত্য যে অন্যান্য বনি আদমের মত আবু বকর (রা.) ও আল্লাহ্‌র খলিফা–কিন্তু এখানে তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি। মুহাম্মদ (সা.) জীবদ্দশায় তিনি নিজে মুসলিম উম্মাহ পরিচালনা করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পক্ষে যিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র অভিভাবক হিসাবে মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, তিনি হবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি আর তাঁর পরিচালিত খিলাফত— 'খিলাফত আ'লা মিনহাজিন নবুয়ত' অর্থাৎ নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত।

আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে ভণ্ডনবীদের উৎপাত শুরু হয়। অন্য একদল জাকাত দিতে অস্বীকার করে। তিনি উভয় দলকে কঠোর হস্তে দমন করেন। আরবের উত্তর সীমান্তে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। এ সাম্রাজ্যের অধীন মুতার (দক্ষিণ সিরিয়া) শাসনকর্তা ছিল একজন আরব খ্রিস্টান। সে রাসুল (সা.)-এর প্রেরিত দূতকে হত্যা করেছিল। আবু বকর (রা.) তার বিরুদ্ধে উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠান। উসামা (রা.) মাত্র দেড় মাসের মধ্যে মুতার শাসনকর্তাকে পরাস্ত করে বিজয়ীবেশে মদীনায় ফিরে আসেন। এছাড়া তখনকার দুনিয়ায় আরো এক Bigpower পারস্য (ইরান) সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর সাথে আরো কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে হীরা, আনবার, আইনুত তানুর, দুমা ইত্যাদি অঞ্চল দখল হয়। ১ম খলিফার

www.nagorikpathagar.org

আমলে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর সাথে খালিদ বিন ওলিদ (রা.) -এর নেতৃত্বে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে।

প্রশাসনিক সুবিধার্থে প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রটিকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ১০টি প্রদেশে রাষ্ট্রটি বিভক্ত হয়। প্রদেশগুলো নিম্নরূপ :

প্রদেশ		গভর্নর
১। মক্কা	–	ইতাব বিন উসাইদ
২। তায়েফ	–	উসমান বিন আবুল আস
৩। ছানায়া	–	মুহাজির বিন আবু উমাইয়া
৪। হাযরা মাউত	–	যিয়াদ বিন লুবাইদ
৫। খাওলান	–	ইয়ালা ইবনে উমাইয়া
৬। জুবাইদ	–	আবু মুসা আশয়ারী
৭। জুন্দ	–	মাআজ ইবনে জাবাল
৮। জারশ	–	আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাওর
৯। বাহরাইন	–	আ'লা ইবনে হাজারামী
১০। নাজরান	–	জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল দুই বৎসর একমাস বাইশ দিন।

➢ ২য় খলিফা ওমর ফারুক (রা.), খিলাফতকাল ৬৩৪–৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ

আবু বকর (রা.) এর ইন্তেকালের পর খলিফা হন ওমর (রা.)। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খলিফা আবু বকর (রা.) ইন্তেকালের আগে উপলব্ধি করেন, তাঁর পর খলিফা নির্বাচন নিয়ে উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই তিনি উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মসজিদে নববীতে একত্রিত করেন। তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য এ সমাবেশ। প্রাথমিক কথাবার্তার

www.nagorikpathagar.org

পর তিনি প্রস্তাব করেন– "আল্লাহ্‌র শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্র ক্রুটি করিনি। আমার কোন আত্মীয়কে নয়– আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করতে চাই। আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাই তোমরা কি তাঁর উপর সন্তুষ্ট? তোমরা কি তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে? উপস্থিত সবাই এক বাক্যে জবাব দেয়– 'আমরা তাঁর কথা শুনব এবং তাঁর আনুগত্য করব।' (সূত্র : আত তাবারী– তারীখে উমাম ওয়াল মুলক)। ওমর (রা.) এর খলিফা নির্বাচনের এটাই ছিল পটভূমি।

ওমর ফারুক (রা.) এর জামানায় পরিচিত পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক এলাকা জুড়ে খিলাফত বিস্তার লাভ করে। তখনকার সময়ের এক Bigpower পারস্য সাম্রাজ্য (ইরান) তাঁর দখলে চলে আসে। এছাড়া অন্য Bigpower রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল তাঁর অধীনস্থ হয়। অতঃপর আফ্রিকা মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী মিশর এবং পরবর্তীতে বার্কা ও ত্রিপলী ওমর (রা.) এর খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে কূফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শুবার (রা.) এক ইরানী গোলাম আবু লুলু ফিরোজের তরবারীর আঘাতে মসজিদে নববীতে নামাযরত অবস্থায় ওমর ফারুক (রা.) আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের পূর্বে ওমর (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের সদস্য ছিলেন :

১। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)

২। আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)

৩। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

৪। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)

৫। যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)

৬। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.)।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ছিলেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান। নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন পন্থায় জনমত যাচাই করেন। মদীনায় এবং মদীনার বাইরে মক্কায়, বিশেষ করে হজ্বব্রত পালন করে যে সব কাফিলা বিভিন্ন গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাদের মতামত ও যাচাই করা হয়। অতঃপর নির্বাচন কমিশনের

www.nagorikpathagar.org

মুখপাত্র হিসাবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) পরবর্তী খলিফা হিসাবে উসমান (রা.) এর নাম ঘোষণা করেন। এভাবেই উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। সাধারণ সমাবেশে তাঁর বাইয়াত হয়। (সূত্র : ইবনে কাসীর– আল বেদায়া ও নেহায়া, ৭ম খণ্ড)।

➢ **৩য় খলিফা উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) খিলাফতকাল ৬৪৪–৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ**

২য় খলিফা ওমর (রা.) এর আমলে পারস্য দখল হয়। কিন্তু পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াজদ্‌জর্দ পালিয়ে যান। তিনি হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পন্থায় আক্রমণ করেন। উসমান (রা.) এ ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে পাল্টা আক্রমণ করেন এবং নিশাপুর, মার্ভ, বলখ, তাবারিস্তান দখল করেন। তাঁর প্রেরিত সেনাবাহিনী আরো অগ্রসর হয়ে কিরমান, মাকরান, সিজিস্তান, হিরাত, কাবুল, গজনী, খারিজম প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে। অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চলে রোমান সম্রাট আলেকজান্দ্রিয়া ও ত্রিপলী দখল করতে উদ্যত হলে খলিফা তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করেন। একই সময় রোমান নৌবাহিনী সিরিয়া উপকূলে বার বার হানা দিলে উসমান (রা.) প্রথমবারের মত নৌবাহিনী গঠন করেন। নৌবাহিনী রোমান আক্রমণ প্রতিহত করে এবং সামনে অগ্রসর হয়ে সাইপ্রাস, সিসিলি ও রোড্‌স্ দ্বীপ দখল করে। তাঁর আমলে আরমেনিয়া, তাজিকীস্তান ও তিফলিশ দখল হয় এবং খিলাফতের সীমানা কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীর ও উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

খিলাফতের সীমানা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করায় খলিফা উসমান (রা.) সমগ্র রাষ্ট্রটিকে ১৮টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলো নিম্নরূপ : ১. মক্কা, ২. তায়েফ, ৩. কূফা, ৪. বসরা, ৫. মিশর, ৬. দামেশ্‌ক, ৭. হিম্‌স, ৮. সানাআর, ৯. উর্দন, ১০. আজারবাইজান, ১১. মাহ, ১২. রায়, ১৩. কিনাস্‌রাইন, ১৪. ফিলিস্তিন, ১৫. কারকায়সা, ১৬. হালওয়ান, ১৭. হামদান ও ১৮. ইস্পাহান।

উসমান (রা.) ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ৩৫ হিজরীর ১৮ই জিলহজ্ব ইফতারের প্রাক্কালে রোজাদার ও কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

➢ ৪র্থ খলিফা আলী (রা.), খিলাফতকাল ৬৫৬–৬৬১ খ্রিস্টাব্দ

উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর কিছু লোক আলী (রা.)-কে খলিফা বানাতে উদ্যত হলে তিনি বলেন–'এমন করার এখতিয়ার তোমাদের নেই। এটাত শূরার সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তাঁরা যাকে খলিফা বানাতে চান, তিনিই খলিফা হবেন। আমরা মিলিত হব এবং এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করব।' (সূত্র : ইবনে কোতায়বা– আল ইমামা ওয়াস্‌সিয়াসা ১মখণ্ড)

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর শূরার সদস্য ও বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত পরামর্শে আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। জনগণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে।

আলী (রা.)-এর খিলাফতের জামানায় সীমানা বিস্তারের সুযোগ লাভ হয়নি। কারণ তিনি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহে জর্জরিত ছিলেন। তাঁর সময় জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান মারা যান। সিফ্ফিন যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে কিছু লোক তাদের নিহত আত্মীয় স্বজনের বদলা নিতে প্রতিশোধপরায়ন হয়ে উঠে। নিহত পরিবারের কিছু লোকজনও তাদের ঘনিষ্ঠদের সমন্বয়ে 'খারেজী' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তিন খারেজী আবদুর রহমান বিন মুলজিম হিময়ারী, বারাক বিন আবদুল্লাহ তামীমি ও আমর বিন বকর তামীমি গোপন ষড়যন্ত্র করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা আলী (রা.), মুয়াবিয়া (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.) কে হত্যা করবে। এ ষড়যন্ত্রের প্রথম টার্গেট হন আলী (রা.)। তিনি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ৪০ হিজরী সনের ১৭ রমজান ফজরের নামাজে ইমামের আসনে নামাজরত অবস্থায় গুপ্ত ঘাতকের তরবারীর আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। এ সময় আলী (রা.) কূফায় অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য যে ইতোপূর্বে আলী (রা.) তার রাজধানী মদীনা থেকে ইরাকের কূফায় স্থানান্তর করেন। কূফায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আঘাতপ্রাপ্ত হবার পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে আরজ করে–'আমিরুল মুমিনিন, আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনীত করছেন না কেন?' জবাবে তিনি বলেন–'আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)।' (সূত্র : ইবনে কাসীর, আল বেদায়া ও নেহায়া, ৮ম খণ্ড)

আলী (রা.) এর শাহাদাতের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুগে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, "খিলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশিদীন এবং রাসূল (সা.) এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খিলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক কিংবা বল-প্রয়োগের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খিলাফত নয় বরং তা বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।" (সূত্র : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র)

খিলাফত ও রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কেরাম পোষণ করতেন, আবু মূসা আশয়ারী (রা.) তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায়–"ইমারত (অর্থাৎ খিলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।" (সূত্র : তাবাকাতে ইবনে সাআদ- ৪র্থখণ্ড)

উমাইয়া রাজবংশ (Dynasty)

খোলাফায়ে রাশেদার যুগের অবসান হলে উমাইয়া Dynasty অর্থাৎ উমাইয়া রাজবংশের যুগ শুরু হয়। এ যুগের প্রথম শাসক :

১. মুয়াবিয়া (রা.)। তার শাসনামল ছিল ৬৬১ থেকে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর নিজের মনোনীত ব্যক্তি তার ছেলে :

২. ইয়াযিদ পরবর্তী শাসক হন। তার শাসনামল ছিল ৬৮০ থেকে ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন তার ছেলে :

৩. ২য় মুয়াবিয়া। তার শাসনকাল ছিল ৬৮৩ থেকে ৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ২য় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর উমাইয়া বংশের হাকামের সন্তান :

৪. মারওয়ান শাসক হন। তার শাসনকাল ছিল মাত্র এক বৎসর। তার মৃত্যুর পর শাসক হন তারই ছেলে :

৫. আবদুল মালিক বিন মারওয়ান। তিনি ৬৮৫ থেকে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন তার ছেলে :

৬. ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক। তার শাসনকাল ছিল ৭০৫ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ওয়ালিদের মৃত্যুর পর শাসক হন তার ভাই :

৭. সোলায়মান বিন আবদুল মালিক। তার শাসনামল ছিল মাত্র দুই বৎসর। তার মৃত্যুর পর শাসক হন তাঁর মনোনীত ব্যক্তি তার চাচাত ভাই :

www.nagorikpathagar.org

৮. ওমর বিন আবদুল আজিজ। তিনি গুণে মানে ও আমল আখলাকে এত উন্নত ছিলেন যে তাঁকে ২য় ওমর এবং পঞ্চম খলিফা বলা হয়। তাঁর শাসনকাল ছিল ৭১৭ থেকে ৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর ইন্তেকালের পর সিংহাসনে আরোহন করেন :

৯. ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ও সোলায়মান বিন আবদুল মালিক এর ভাই ২য় ইয়াজিদ। তার শাসনামল ছিল ৭২০ থেকে ৭২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন তার ভাই আবদুল মালিকের ৪র্থ পুত্র:

১০. হিশাম ইবনে আবদুল মালিক। তিনি ৭২৪ থেকে ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনভার পরিচালনা করেন। তার মৃত্যুর পর শাসক নিযুক্ত হন তার ভাই ২য় ইয়াজিদের ছেলে :

১১. ২য় ওয়ালিদ। তিনি মাত্র এক বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি আভ্যন্তরীন কোন্দলে নিহত হন। তারপর ক্ষমতায় আসেন তার চাচাত ভাই :

১২. ৩য় ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ। তিনি মাত্র ৬ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন তার ভাই :

১৩. ইবরাহীম বিন ওয়ালিদ। তার সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করে পালিয়ে যান। তিনি মাত্র কয়েক মাস ক্ষমতায় ছিলেন। তার পলায়নের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আরমেনিয়ার গভর্নর তাদের (উমাইয়া) বংশের :

১৪. ২য় মারওয়ান। তার রাজত্বকাল ৭৪৪ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার সময়ে রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। চতুর্দিকে গণঅসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশেষে আব্বাসীয় Dynasty (রাজবংশ) এর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস সাফ্‌ফাহর পরিচালিত আন্দোলনের সেনানায়ক আবু মুসলিমের হাতে জাবের যুদ্ধে ২য় মারওয়ান পরাজিত এবং ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখে নিহত হন। এভাবেই উমাইয়া Dynasty'র অবসান ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

উমাইয়া বংশের ৬ষ্ঠ শাসক ছিলেন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক। উত্তর আফ্রিকায় তার গভর্নর ছিলেন মুসা বিন নুসাইর। গভর্নর মূসা খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের কাছে ইউরোপ মহাদেশের স্পেনে (Iberian peninsula) অভিযান পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি লাভ করে মুসা স্পেন অভিযানে সেনানায়ক তারিকের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠান। এ বাহিনী ৭১১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে ইউরোপ মহাদেশের স্পেনে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন।

শেষ নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইন্তেকাল করেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর ইন্তেকালের ৩ মাস আগে আরাফাত ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি বলেছিলেন–"যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে আমার বক্তব্য পৌঁছিয়ে দিও।" বিদায় হজ্বের ভাষণের ৮০ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই ইসলামের আওয়াজ ইউরোপে পৌঁছে যায়। স্পেনে ইসলাম বিজয়ীবেশে হাজির হয়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের স্পেন বিজয়

স্পেনের ভৌগোলিক পরিচিতি (Kingdom of Spain (Espana)

আয়তন-৫,০৪,৭৫০ বর্গ কি.মি. (১,৯৪,৯৬০ বর্গমাইল)

লোকসংখ্যা- ৪,৬০,৭০,০০০ জন। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ০.২ শতাংশ। অধিবাসীরা স্প্যানিশ নামে পরিচিত। এক অভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, শতকরা ৯৯ জন রোমান ক্যাথলিক। তবে সকলেই স্প্যানিশ ভাষী নয়, কাতালান ১৭ শতাংশ, গ্যালিসিয়ান ৭ শতাংশ ও বাস্ক ২ শতাংশ। সাক্ষর ৯৭ শতাংশ। প্রত্যাশিত আয়ু-পুরুষ ৭৪ ও নারী ৮১ বছর। রাষ্ট্রভাষা কাস্তিলিয়ান স্প্যানিশ।

রাজধানী—মাদ্রিদ স্পেন ও মাদ্রিদ প্রদেশ উভয়ের রাজধানী মাদ্রিদ। ২,১৮৩ ফুট উঁচু উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত, ইউরোপের উচ্চতম রাজধানী। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ। অন্যান্য শহর-জারাগোজা, সেভিল, মুর্সিয়া, কর্ডোভা, বন্দর শহর বার্সিলোনা, ভ্যালেনসিয়া, কার্টাজেনা, মালাগা, কাদিজ, ভিগো, সানতানদার, বিলবাও ইত্যাদি।

প্রচলিত মুদ্রা– পেসেতা/ইউরো।

ভোগৌলিক পরিচয়– ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে স্পেন ও পর্তুগাল নিয়ে আইবেবিয় উপদ্বীপ। পশ্চিমে পর্তুগাল, উত্তর-পূর্ব দিকে ফ্রান্স। আর সবদিকে সাগর। মধ্যাঞ্চল পাহাড় ঘেরা উপত্যকা, দক্ষিণে নিম্নভূমি। এবরো, দউরো, তেগাস, গুয়াদিয়ানা, গুয়াদালকিভির নদী স্পেনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। কয়লা, লোহা, সীসা, দস্তা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ, জলবিদ্যুতের বিপুল সম্ভাবনা। দেশের ৩১ শতাংশ কর্ষণযোগ্য, ৩১ শতাংশ বনভূমি।

অর্থনীতি–স্পেন সমৃদ্ধ দেশ। তার শ্রমশক্তির ১৪ শতাংশ কৃষিজীবী, জাতীয় উৎপাদনের ৫ শতাংশ কৃষির দান। শস্য, সবজি, আঙ্গুর, অলিভ, বিট প্রভৃতির

www.nagorikpathagar.org

চাষ হয়। পশুপালনে উন্নত, মাছ ধরায় বিশ্বের প্রথম বিশটি দেশের অন্যতম। শিল্পকর্মে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ২৪ শতাংশ। মোটরগাড়ি, ট্রাক, কাপড়, জুতো, মদ, রাসায়নিক, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতির কলকারখানা আছে। দেশের মোট ক্রয় ক্ষমতা (জি ডি পি) ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার, মাথাপিছু আয় ২৬,৭০০ ডলার।

প্রশাসন ও সংবিধান– নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, প্রকৃত বিচারে বহুদলীয় গণতন্ত্র। রাজা, প্রেসিডেন্ট অফ দি গভর্নমেন্ট (প্রধানমন্ত্রী), ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার, মন্ত্রিসভা ও কাউন্সিল অফ স্টেট নিয়ে প্রশাসন। দ্বি-কক্ষ জাতীয় সংসদ-দি জেনারেল কোর্টস বা ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি। উচ্চকক্ষ সিনেট (Senado). নিম্নকক্ষ কংগ্রেস অফ ডেপুটিজ। সিনেটের সদস্য ২০৮, সকলেই নির্বাচিত। কংগ্রেস অফ ডেপুটিজ-এর সদস্য সংখ্যা ৩৫০, সকলেই নির্বাচিত। প্রধান রাজনৈতিক দল–পপুলার ডেমোক্রেটিক পার্টি, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সেন্টার, স্প্যানিশ সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, স্প্যানিশ কমিউনিস্ট পার্টি। এছাড়া কয়েকটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল আছে যেমন, বাস্ক ন্যাশনালিস্ট পার্টি, বাস্ক পপুলার ইউনিটি, আন্দালুসিয়ান পার্টি, ইণ্ডিপেণ্ডেট ক্যানারি গ্রুপ, আরাগন রিজিওনাল পার্টি, ভ্যালেন্সিয়ান ইউনিয়ন। ভোটাধিকার ১৮ বছর বয়সে।

বিঃদ্র. ১. তথ্যগুলো সাম্প্রতিক কালের।

২. স্পেন ও পর্তুগাল নিয়ে গঠিত উপদ্বীপকে গ্রীকগণ নাম দিয়েছিল আইবেরীয়া, রোমানরা নাম দিয়েছিল হিসপানিয়া আর আরবরা নাম দিয়েছিল আল-আন্দালুস।

www.nagorikpathagar.org

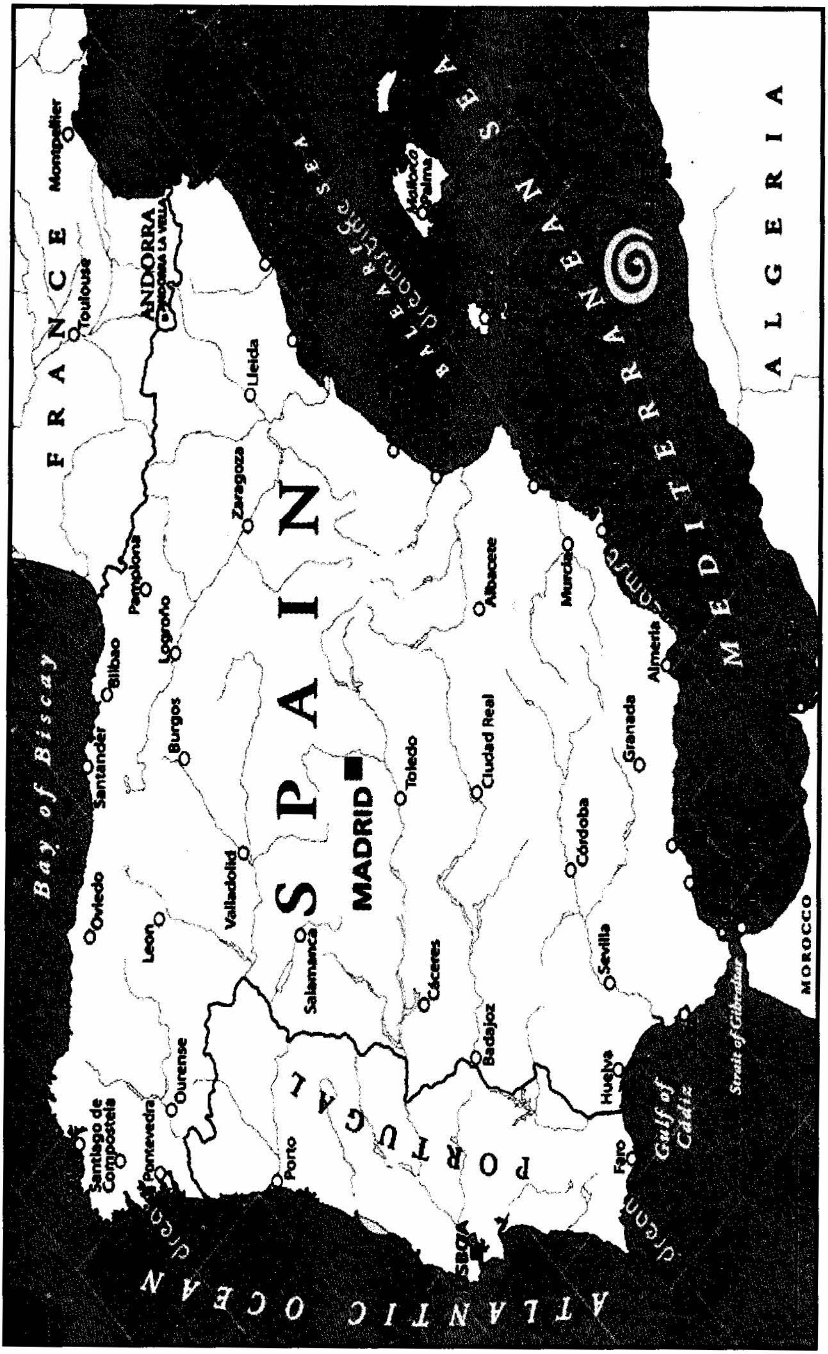

www.nagorikpathagar.org

স্পেনে রাজতন্ত্র ছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা ছিলেন উইটিয়া। স্পেনের এক প্রভাবশালী জমিদার 'ডিউক রডারিক' রাজা উইটিয়াকে হত্যা করে স্পেনের সিংহাসন দখল করে নিজেকে রাজা হিসাবে ঘোষণা দেন। তিনি উইটিয়ার পুত্র যুবরাজ আচিলাকে রাজধানী টলেডো থেকে গ্যালিসিয়ায় বিতাড়ন করেন। ঐ সময় সিউটা দুর্গ এবং তদসংলগ্ন অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান। তখনকার সময়ের প্রথা অনুযায়ী রাজ্যের গভর্নরবর্গ, সামন্ত রাজা (ডিউক) ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের শিক্ষানবিস ছেলেমেয়েদেরকে রাজদরবারে পাঠিয়ে দিতেন। রাজা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্টাচার শিখার ব্যবস্থা করতেন। প্রভাবশালীদের সন্তানসন্ততি তার জিম্মায় থাকার কারণে তিনি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতেন। প্রথা অনুযায়ী গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান তার পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে রাজা রডারিকের রাজদরবারে পাঠান। রাজা রডারিক যুবতী ফ্লোরিন্ডার রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তার শ্লীলতাহানি করেন। খবর পেয়ে কাউন্ট জুলিয়ান মেয়েকে রাজদরবার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আসার সময় তিনি অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হন। ফলে গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের উত্তর আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের আবেদন করেন। মূসা অবগত ছিলেন যে, স্পেনের প্রজা-নিপীড়ক রাজা রডারিক ক্ষমতায় এসেছিলেন আগের রাজা উইটিয়াকে হত্যা করে। এ সময় স্পেনের জনগণ রাজা রডারিকের শাসনে নিস্পেসিত ছিল। বিশেষ করে অভিশপ্ত কৃতদাস শ্রেণী, ভূমিদাস শ্রেণী ও নিম্নবিত্ত এ যালিম শাসকের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করত। গভর্নর মূসা কাউন্ট জুলিয়ানের আবেদনে সাড়া দিতে মনস্থির করলেন। তিনি খলিফা ওয়ালিদের অনুমতি নিয়ে তার সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদকে ১২ হাজার সৈন্যসহ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে জলযান যুগে স্পেনে প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন জিব্রালটার প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। সেনাপতি তারিক জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের দক্ষিণাংশের একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করেন। পরে ঐ পাহাড়ের নাম রাখা হয় 'জাবাল-আত-তারিক' যা বর্তমানে জিব্রালটার পাহাড় নামে পরিচিত। সেনাপতি তারিক এ সময় একটি অদ্ভুদ কাজ করলেন। তিনি সকল জলযান জ্বালিয়ে দিয়ে, আগত সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বলেন—'প্রিয় বন্ধুগণ—এখন তোমাদের সামনে স্পেন, রডারিকের সেনাবাহিনী, আর পিছনে

www.nagorikpathagar.org

ভূমধ্যসাগরের উত্থাল জলরাশি আর ঢেউয়ের গর্জন। তোমাদের সামনে দুটি পথ—হয় লড়তে লড়তে বিজয়ী হওয়া অথবা শাহাদাতের পেয়ালা পান করা। অন্যথায় সাগরের উত্থাল তরঙ্গের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাপুরুষের মৃত্যু আলিঙ্গন করা। এ জীবন-মরণ সংগ্রামে কে কে আমার সাথী হতে চাও?' সবাই 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহ মহান' বলে তাঁর সাথী হবার সম্মতি দান করল। তারিক সবাইকে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। ঐ এলাকায় স্পেনের রাজার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। ফলে সেনাপতি তারিক খুব সহজে 'কারতেয়া' ও 'ল্যাগ-দা-জান্দা' অঞ্চল দখল করেন। অতঃপর তিনি উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে 'কর্টেজ' দখল করেন। খবর পেয়ে রাজা রডারিক একলাখ সেনাবাহিনীর একটি বিরাট বহর নিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। ৭১১ সালের ১৯ জুলাই উভয় বাহিনী 'ওয়াদীলাক্কোর' নিকটবর্তী 'সারিস বা জেরেশ' প্রান্তরে মুখামুখী হন। প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। যুদ্ধে সাবেক রাজা উইটিয়ার আত্মীয় স্বজনেরা অসহযোগিতা করেন। ফলে রাজা রডারিক পরাজিত হন এবং পলায়নরত অবস্থায় 'গুয়াদিল বেকা' নদীতে ডুবে মারা যান।

যুদ্ধ জয়ের সংবাদ সেনাপতি তারিক গভর্নর মুসার কাছে প্রেরণ করেন। মুসা সেনাপতি তারিককে স্পেনে তার (মুসার) আসার আগ পর্যন্ত নতুন কোন অভিযানে বের হতে নিষেধ করেন। এদিকে তারিক উপলব্ধি করেন যদি তিনি এ মুহূর্তে আরো অগ্রসর হয়ে বিজয় সংহত ও সুদূরপ্রসারী না করেন তবে অর্জিত বিজয় নস্যাৎ হয়ে যেতে পার। তাই সেনাপতি তারিক তার বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে সামনে অগ্রসর হন। তার বাহিনী 'আর্চিডোনা, এলভিরা, এসিযা, কর্ডোভা, মালাগা ও রিজুয়ানা' প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে রাজধানী 'টলেডো'তে পৌঁছে যান। রাজধানী মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে আসে। অতঃপর 'ভ্যালেনসিয়া ও আল মেরিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ শহর সহ স্পেনের দক্ষিণ ও মধ্যবর্তী অঞ্চল সেনাপতি তারিকের শাসনাধীন হয়ে যায়।

৭১২ সালের জুন মাসে ১৮ হাজার সৈন্যসহ মুসা ইবনে নুসাইর স্পেনে পদার্পণ করেন। তিনি পথিমধ্যে 'মেদিনা, কার্মোনা, সেভিল ও মেরিদা' দখল করে রাজধানী টলেডোতে পৌঁছে সেনাপতি তারিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে উভয় মিলিতভাবে 'গ্যালিসিয়া, সারাগোসা, আরাগোনা দখল করেন। অতঃপর মূসা আরো অগ্রসর হয়ে স্পেনের উত্তর-পূর্বদিকের ১১,১৬৮ ফুট উচু পর্বত

www.nagorikpathagar.org

অলঙ্ঘনীয় 'পীরেনীজ' অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে 'ফ্রান্সের পূর্বদিকে অগ্রসর হন। মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের পূর্বদিকের শহর 'নারবোন, অ্যাভিগনন, লিওর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন।

ইত্যবসরে উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদ ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক অভিযান পরিত্যাগ করে রাজধানী দামেস্কে চলে আসার জন্য মূসা ও তারিকের কাছে বার্তা পাঠান। মূসার পরিকল্পনা ছিল 'গল (Gaul), ইতালী, ফ্রান্স ও লোম্বার্ড রাজ্য জয় করে ভ্যাটিকান ও রোম-বেদীতে' তাওহীদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিবেন। ক্রমান্বয়ে জার্মানী ও কনস্টানটিনেপল্ জয় করে এশিয়া ও আফ্রিকার সাথে ইউরোপ মহাদেশকে ইসলামী সাম্রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসবেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হল না। খলিফার নির্দেশ পেয়ে তাদেরকে দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করতে হল। যাত্রার প্রাক্কালে মূসা তার ছেলে আবদুল আজিজকে স্পেনের শাসক নিযুক্ত করে যান।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

অধীনস্থ আমিরাত

(৭১৪-৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

মূসা ও তারিকের স্পেন ত্যাগের পর ৭১৪ সাল থেকে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত ৪২ বৎসরে ২৪ জন আমীর স্পেনের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। স্পেনে ইসলাম বিজয়ী বেশে আগমন করল কিন্তু নতুন মহাদেশের নতুন দেশটি পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘোরতর অব্যবস্থার সম্মুখীন হল।

দেশটির প্রথম আমীর হন আবদুল আজিজ (৭১৪-৭১৬ খ্রি.)। তিনি মূসার পুত্র। মূসা তার হাতে শাসনভার অর্পন করে স্পেন ত্যাগ করেন। তিনি মোটামোটি শাসনকার্য ভালই চালিয়ে ছিলেন। তিনি রাজা রডারিকের বিধবা স্ত্রী 'এগিলোনাকে' বিয়ে করেন। এদিকে দামেস্কের উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যু হলে নতুন খলিফা হন সুলায়মান। তিনি মূসা ও তারিকের প্রতি রাগান্বিত ছিলেন। তিনি মূসার পুত্র আবদুল আজিজের খ্রীস্টান প্রীতিতে রুষ্ট হন এবং তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেন। খলিফার ষড়যন্ত্রে ৭১৬ খ্রিস্টাব্দে আবদুল আজিজ নিহত হন।

অতঃপর স্পেনে অবস্থিত মুসলিম সেনাবাহিনী নিজেরা পরামর্শ করে আইয়ুব বিন হাবিবকে আমীর নিযুক্ত করেন।

কিন্তু উমাইয়া খলিফা সুলায়মানের আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল স্পেনের শাসক আইয়ুব বিন হাবিবকে বরখাস্ত করে তদস্থলে আল নুর ইবনে আব্দুর রহমানকে আমীর নিযুক্ত করেন। এই দুজনের শাসনের মেয়াদ ছিল ২ বৎসরেরও কম সময়।

উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ অযোগ্যতার কারণে আল নুর ইবনে আবদুর রহমানকে পদচ্যুত করে সামাহ বিন মালিককে (৭১৮-৭২১ খ্রি.) স্পেনের আমীর নিযুক্ত করেন। আমীর সামাহ্‌র শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হল 'সেপটিমানিয়া' অঞ্চল দখল। তিনি দুর্গম পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সের

www.nagorikpathagar.org

সাত শহর বিশিষ্ট 'সেপটিমানিয়া' দখল করেন। শহরগুলো হল–নারবোন আযাদে, বেযির, লোডেভে (LODEVE), কারকাসোনে, নিমেস ও মাগুউলোন। অতঃপর তিনি অ্যাকুইটেনের রাজধানী 'তোলস' দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। সেখানে তুমুল যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধে সামাহ্ বিন মালিক পরাজিত ও নিহত হন।

এ পর্যায়ে আমীর নিযুক্ত হন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ। তিনি মাত্র ৬ মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

অতঃপর আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল কর্তৃক আনবাসা বিন সামী আল কালবী (৭২১-৭২৫ খ্রি.) আমীর নিযুক্ত হন। তিনি খ্রীস্ট বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত কারকাসোনা ও নিমেস পুনঃদখল করেন। তারপর উত্তর-পূর্বদিকে আরো অগ্রসর হয়ে রোন নদীর তীরবর্তী আটুন শহর অবরোধ করেন। শহরের শাসকের সাথে সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে তিনি প্রচুর সম্পদ হস্তগত করে রাজধানী ফিরার পথে বাস্কবিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হন। এখানেই তিনি নিহত হন। তার নিহত হবার পর ৭২৫ থেকে ৭৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৫ ব্যক্তি স্পেন শাসন করেন। এ সময় রাজ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, গোত্রীয় কোন্দল ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়।

অতঃপর আমীর নিযুক্ত হন আবদুর রহমান আল গাফেকী (৭৩০-৭৩২ খ্রি.)। তিনি আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও গোত্রীয় বিদ্রোহ দমন করে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। অতঃপর তিনি ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হয়ে 'ওসমান বিন আবু নিসা' যিনি অ্যাকুইটেনের ডিউক ইউসিসের সাথে যোগসাজস করে বিদ্রোহ করেছিলেন তাকে শায়েস্তা করেন।

আমীর আল গাফেকী পীরেনীজ পর্বতের মূসা বিন নুসাইর এর ব্যবহৃত গিরিপথের পরিবর্তে ঐ পর্বতমালার পশ্চিম দিকে পাম্পপ্লোনা গিরিপথ দিয়ে ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হন। তিনি রোন নদীর তীরবর্তী আরলেস, বর্ডোর এবং বারগণ্ডী অঞ্চলের বেসানকোন ও সেনস্ দখল করেন। সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি খ্রীস্টানদের কাছে বিবেচিত অতি পবিত্র নগরী গথজাতির ধর্মীয় রাজধানী হিসাবে পরিচিত টুরস (Tours) আক্রমন করেন। এ অঞ্চলের খ্রীস্টান ডিউক ফ্রাঙ্ক রাজা চার্লস মার্টেলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন হওয়ার উপক্রম দেখে রাজা চার্লস মার্টেল নিজে দক্ষিণ দিক দিয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

এগিয়ে আসেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যায়। খ্রীস্ট বাহিনী ধর্ম ও আধ্যাত্মিক রাজধানী রক্ষার্থে যুদ্ধ করে। আর মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করে ধনসম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। আবদুর রহমান আল গাফেকী নিহত হন। যুদ্ধের সকল নিয়মকানুন ভঙ্গ করে খ্রিস্টবাহিনী আহত মুসলিম বাহিনীর সকল সৈন্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং তাদের সকল যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। টুরসের যুদ্ধ সম্পর্কে ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক P.K. Hitti মন্তব্য করেন : "খ্রিস্টানদের নিকট তাদের চির শত্রুদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে এটি একটি যুগান্তকারী সাফল্য। যদি আরবগণ যুদ্ধে জয়লাভ করত তাহলে গীবন (E. Gibbon) এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে, প্যারিস ও লন্ডনে যেখানে গীর্জা রয়েছে, সেখানে মসজিদ থাকতো এবং অক্সফোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনে বাইবেলের স্থলে কুরআন পাঠ হত।"

আবদুর রহমান আল গাফেকীর নিহত হবার পর স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন আবদুল মালিক। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও কলহের কারণে দুই বছরেরও কম সময় ক্ষমতা পরিচালনার পর তিনি পদচ্যুত হন।

তারপর ৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন উকবা বিন হাজ্জাজ।

অতঃপর শাসক হন বালজ ইবনে বিশর। বছর খানেক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি নিহত হন।

পরবর্তী শাসক থালবী ইবনে সালাম। তিনি ৭৪২-৭৪৩ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র বছর খানেক ক্ষমতার থাকার পর বহিষ্কৃত হন।

এবার স্পেনের জনগণ অগ্রসর হয়ে হুসাম ইবনে দারার আল কালবীকে তাদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করেন। এ সময়ে স্পেনে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সীরিয় সুন্নী ও ইয়েমেনী শিয়াদের ধর্মীয় কোন্দল ও সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। সংঘর্ষে সীরিয় সুন্নী প্রভাবশালী গোষ্ঠি মোদারিয়গণ তাদের নেতা থালাবাকে শাসক নির্বাচিত করেন।

থালাবা ১৬ মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে দামেস্কের উমাইয়া খলিফার উত্তর আফ্রিকার গভর্নর :
ইউসুফ আবদুর রহমান আল ফিহরীকে স্পেনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি ৭৪৭ থেকে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনভার পরিচালনা করেন। তার

www.nagorikpathagar.org

শাসনামলে স্পেনের জনগণের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ চরম আকার ধারণ করে। অন্যদিকে ফাঙ্ক রাজা চার্লস মার্টেলের পুত্র পেপিন ৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। পেপিন মুসলমানদের হাত থেকে আগদে, বেফিয়ার, লোডেভে, নারবোন প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে। দখলকৃত এলাকার স্কুল, মাদ্‌রাসা, মসজিদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। অঞ্চলের বাসিন্দা মুসলিম নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ শিশু সবাইকে হত্যা করা হয়। পেপিনের হাত থেকে কেউ রক্ষা পায়নি।

সমসাময়িক সময়ে দামেস্কে উমাইয়া Dynastyর পতন হয়। আব্বাসীয় Dynastyর প্রতিষ্ঠাতা ও তার সাথিগণ উমাইয়াদের বংশের সকল পুরুষ সদস্য হত্যা করতে উদ্যোগী হয়। এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান এক যুবক উমাইয়া বংশের খলিফা হিশামের নাতি আবদুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া। তিনি দামেস্ক থেকে পালিয়ে উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে অবশেষে স্পেনে আগমন করেন। তিনি স্পেনে অবস্থানকারী সীরিয় আরবদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেন। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি তাদের সহযোগিতায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা এবং গোত্রীয় বিদ্বেষে স্পেনের বিপর্যস্ত শাসক আবদুর রহমান আল ফিহরীকে চ্যালেঞ্জ করে তার সেনাবাহিনীর সাথে প্রতিপক্ষ হিসাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ মে গুয়াডেলকুইভার নদীর তীরে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইউসুফ আবদুর রহমান আল ফিহরী পরাজিত হন এবং রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। অন্যদিকে উমাইয়া বংশীয় আবদুর রহমান স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে দামেস্ক কিংবা বাগদাদের অধীনতামুক্ত স্বাধীন 'আমিরাত' কায়েম করেন।

এক নজরে উমাইয়া খিলাফলতের অধীনে আমীরদের একটি তালিকা

১. তারিক ইবন যিয়াদ, জুলাই ৭১১-মার্চ ৭১২ খ্রিস্টাব্দ।

২. মুসা ইবন নুসাইর, মার্চ ৭১২-জুন ৭১৪ খ্রিস্টাব্দ।

৩. আব্দুল আযিয ইবন মুসা ৭১৪-৭১৬ খ্রিস্টাব্দ।

৪. আইয়ুব ইবন হাবীব আলী-লাখমী, জুলাই-আগস্ট ৭১৬ খ্রিস্টাব্দ।

৫. আল-হুর ইবন আব্দুর রহমান আল-ছাকাফী, ৭১৬-৭১৮ খ্রিস্টাব্দ।

৬. আস-সামাহ ইবন মালিক আল-খাওলানী, ৭১৯-৭২১ খ্রিস্টাব্দ।

www.nagorikpathagar.org

৭. আব্দুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ আল-গাফিকী, আগস্ট, ৭২১ খ্রিস্টাব্দ।
৮. আনবাসা ইবন মহায়ম আল-কালবী, ৭২১-৭২৫ খ্রিস্টাব্দ।
৯. উমর ইবন আব্দুল্লাহ আল-ফিহরী, মার্চ ৭২৫ খ্রিস্টাব্দ।
১০. ইয়াহিয়া ইবন সালমা আল-কালবী, ৭২৫-৭২৬ খ্রিস্টাব্দ।
১১. উসমান ইবন আলী উবায়দা, ৭২৬-৭২৭ খ্রিস্টাব্দ।
১২. উসমান ইবন আবীনাস আল-কাছিমী, ৭২৭-৭২৮ খ্রিস্টাব্দ।
১৩. হাফীফাই ইবন আল-আহওয়াজ ৭২৮-৭২৯ খ্রিস্টাব্দ।
১৪. আল-হায়সাম ইবন উবায়দ আল-কাবলী, ৭২৯-৭৩০ খ্রিস্টাব্দ।
১৫. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আশজি, ৭৩০ খ্রিস্টাব্দ।
১৬. আব্দুল রহমান আল-গাফিকী, ৭৩০-৭৩২ খ্রিস্টাব্দ (দ্বিতীয় বার)।
১৭. আব্দুল মালিক ইবন কাতান আল-যিহরী ৭৩২-৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
১৮. উকবা ইবনুল হাজ্জাজ আল-সাহলী ৭৩৪-৭৪১ খ্রিস্টাব্দ।
১৯. আব্দুল মালিক ইবন কাতান আল-ফিহরী ৭৪১ খ্রিস্টাব্দ (২য় বার)।
২০. বালাজ ইবন বিশার আল-কুশায়রী, ৭৪১-৭৪২ খ্রিস্টাব্দ।
২১. ছালাবা ইবন সালামাহ আল-আমিলী, ৭৪২-৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ।
২২. আব্দুল খাত্তার হুসাম ইবন দারবার আল-কালবী ৭৪৩-৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ।
২৩. ছুওয়াবাহ ইবন সালামাহ আল-হাদ্দানী ৭৪৫-৪৭ খ্রিস্টাব্দ।
২৪. ইউসুফ ইবন আব্দুর রহমান আল-ফিহরী ৭৪৭-৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীন আমিরাত

উমাইয়া শাসকবৃন্দ (৭৫৬–১০৩১ খ্রি.)

➢ প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আব্বাসীয় Dynasty এর প্রথম খলিফা আস্ সাফ্ফাহ নিজ সিংহাসন কাঁটামুক্ত করার জন্য উমাইয়া Dynastyর লোকজনকে পাইকারীভাবে হত্যা করেন। সৌভাগ্যবশত ঐ বংশের সন্তান আবদুর রহমান হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। প্রাণভয়ে তিনি গোপনে পালিয়ে উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করেন। অবশেষে তিনি স্পেনের সিউটায় পৌঁছে যান। স্পেনে তখন চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজক অবস্থা চলছিল। ঐ সময় বহুসংখ্যক মুদারীয় স্পেনে বসবাস করত। সিরিয়া থেকে যে সকল আরব বংশীয় অভিজাত লোকজন স্পেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসে তাদেরকে মুদারীয় বলা হত। মুদারীয়গণ উমাইয়া বংশের প্রথম আবদুর রহমানকে তাদের নেতৃত্বের আসনে বসায়। প্রথম আবদুর রহমান মুদারীয়দেরকে সংগঠিত করে শাসক আবদুর রহমান আল ফিহরীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি ফিহরীকে পরাজিত করে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন। স্পেনে প্রথম আবদুর রহমানের মাধ্যমে উমাইয়া বংশীয় স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিংহাসনে আরোহন করে প্রথম আবদুর রহমান প্রবল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন। আরব থেকে আগত ইয়ামনী সম্প্রদায়ের লোকজন যাদেরকে হিমারিয় বলা হত, তারা তাকে মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। আবার বার্বারগণ (উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত লোকজন) কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন উপজাতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছিল। অন্যদিকে উত্তর স্পেনের খ্রীস্টান অভিজাত সম্প্রদায় স্পেনকে মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত করার আন্দোলন শুরু করে। তারা ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লিম্যানকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। শার্লিম্যান তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে নিজে পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে স্পেনে প্রবেশ করেন। আবদুর রহমান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে

www.nagorikpathagar.org

শার্লিম্যানের মোকাবিলা করেন এবং তাকে প্রতিহত করেন। এর আগে তিনি আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও কোন্দল–কোন ক্ষেত্রে শক্তির মাধ্যমে আবার কোন সময় কূটনীতির মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলেন। এভাবে তিনি স্বাধীন আমিরাত সুসংহত করেন। ঐতিহাসিক Dozy বলেন–'আবদুর রহমানের রাজত্বে অধিকাংশ সময়েই কখনো ইয়ামনী আরবগণ কর্তৃক, কখনো বার্বারগণ কর্তৃক, আবার কখনো খ্রীস্টানগণ কর্তৃক তার প্রভুত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। হারকিউলিস কর্তৃক উপাখ্যানের দৈত্যকে পরাজিত করার মত তারা ও আবদুর রহমানের হাতে প্রতিবার পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সম্প্রদায় আবারো নব উদ্যমে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করত।'

সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আবদুর রহমান ৩৩ বছর রাজত্ব করে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার ছেলে প্রথম হিশামকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

➢ প্রথম হিশাম (৭৮৮-৭৯৬ খ্রি.)

ক্ষমতায় আরোহনের পর প্রথম হিশাম সৎ ভ্রাতৃদ্বয় সোলায়মান ও আবদুল্লাহর বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। হিশাম তাদেরকে পরাস্ত করেন। এদিকে পূর্ব স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পূর্ব স্পেনের শাসনকর্তা সাইদ বিন হোসাইন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আরবীয় দুই সম্প্রদায়ের হিমারীয় ও মোদারীয়দের মধ্যে বহুদিন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল। হিশাম মোদারীয়দের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে বিদ্রোহ দমন করেন। ফ্রান্সের নারবোন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার খ্রীস্টানগণ রাজ্যে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করলে, তিনি তাদেরকে দমন করেন। হিশাম খুবই ধার্মিক ছিলেন। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি মদীনা থেকে মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেমদেরকে রাজধানীতে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪০ বছর বয়সে আমীর হিশাম ইন্তেকাল করেন। তিনি তার পুত্র হাকামকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

➢ প্রথম হাকাম (৭৯৬-৮২২ খ্রি.)

প্রথম হাকাম দক্ষ কিন্তু নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন। তিনি মদ্যপায়ী, বিলাসী, নারী ও নাচগানের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তিনি শরীয়তের আইনকে আমল দিতেন না। অথচ তার পিতা ধার্মিক ছিলেন–যিনি আলেম ফকীহদেরকে সম্মান করতেন এবং

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে তাদের খেদমত নিতেন। হিশামের পুত্র প্রথম হাকামের সাথে আলেম উলামা ও ফকীহদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। তিনি তাদেরকে মর্যাদার আসন থেকে অপসারণ করেন। বহু আলেমকে হত্যা এবং অনেককে দেশান্তরিত করেন।

হাকাম পারিবারিক দ্বন্দ্বেও জড়িয়ে পড়েন। টলেডোতে তার চাচা আবদুল্লাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবদুল্লাহ্‌র ভাই সোলায়মানও ভাইর সাথে যোগ দেন। এদিকে আবদুল্লাহ ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লিম্যানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ৮০১ খ্রিস্টাব্দে হাকাম খারিসার যুদ্ধে তাদের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে সোলায়মান পরাজিত হন এবং পলায়নরত অবস্থায় নিহত হন। আর আবদুল্লাহ্‌ ভ্যালেনসিয়ায় পালিয়ে যান। ইতোমধ্যে শার্লিম্যান পুত্র ও অনুচরবৃন্দ অন্যান্য খ্রীস্টান সামন্ত নেতাদের সহায়তায় উত্তর স্পেনের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় লুটতরাজ চালায় এবং মুসলমানদেরকে অমানবিক পন্থায় হত্যা করতে আরম্ভ করে। হাকাম বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে নিজে তাদের মোকাবিলায় অগ্রসর হন। তিনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেন।

কর্ডোভার আগে স্পেনের রাজধানী ছিল টলেডো। টলেডোবাসী নওমুসলিম (মুয়াল্লাদ), খ্রীস্টান, ইহুদী ও বহিরাগত মুসলমানগণ নিজেদেরকে বঞ্চিত ও গুরুত্বহীন মনে করে সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হাকাম তার গর্ভনারের মাধ্যমে বিদ্রোহ দাবিয়ে রাখেন। কিন্তু বার বার বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে থাকলে টলেডোর গভর্নর আমরুস হাকাম পুত্র আবদুর রহমানের টলেডো আগমন উপলক্ষে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাওয়াত প্রদান করেন। শহরের সুশীল সমাজ (Civil Society) উপস্থিত হলে তাদের সবাইকে হত্যা করে বৃহৎ আকার একটি গর্তে কবর দেওয়া হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে Day of the ditch or Fosse বলা হয়। নিহতদের সংখ্যা ৭০০ থেকে ৫০০০ পর্যন্ত অনুমান করা হয়। ৮১৮ সালে তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন এবং ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপ দখল করেন। সুদীর্ঘ ২৬ বছর দুর্দান্ত প্রতাপে শাসন চালিয়ে হাকাম ৮২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার সন্তান ২য় আবদুর রহমানকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

www.nagorikpathagar.org

➢ ২য় আবদুর রহমান (৮২২-৮৫২ খ্রি.)

হাকামের মৃত্যুর পর ২য় আবদুর রহমান সিংহাসনে বসেন। ইতিহাসে তিনি 'আল-আওসাত' বা মধ্যবর্তী আবদুর রহমান নামে পরিচিত। ক্ষমতায় বসার পর পরই পার্শ্ববর্তী উপজাতীয়গণ 'লিওর' অধিপতি আলফানসোর নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জিলায় আগ্রাসন চালিয়ে লুটতরাজ ও অরাজকতার সৃষ্টি করে। ২য় আবদুর রহমান সফলভাবে তা প্রতিহত করেন। অন্যদিকে তার পিতা হাকামের সময় ভ্যালেনসিয়ার পালিয়ে যাওয়া আবদুল্লাহ্ নিজেকে স্পেনের আমীর ঘোষণা দিয়ে আবার বিদ্রোহ করেন। আবদুর রহমান তাকে পরাস্ত করেন।

স্পেনের সামুদ্রিক উপকূল এলাকায় নতুন উপদ্রব সৃষ্টি হয়। নরম্যান জলদস্যুরা উপকূল এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটতরাজ আরম্ভ করে। আবদুর রহমান নৌবাহিনী পাঠিয়ে তাদের দমন করেন এবং উপকূল এলাকায় মজবুত কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তার শাসনামলে দুটি প্রভাবশালী সম্প্রদায় হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও কলহের সূত্রপাত হয় যা তার রাজ্যকে আভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল করে তোলে। আবদুর রহমান কোন ক্ষেত্রে কূটনীতি আবারো প্রয়োজনে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে এর অবসান ঘটান।

আবদুর রহমান উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি রাজ্যের বাসিন্দা খ্রীস্টানদেরকে বিনা বাধায় ধর্মচর্চার সুযোগ দেন। তাদেরকে চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যে অবাধ সুযোগ প্রদান করেন। এছাড়া সেনাবাহিনীতে তাদেরকে শামিল করেন। শাসকবৃন্দ ও আরব থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় বাসিন্দা খ্রীস্টানদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলাম ধর্ম কবুল না করেই আরবী ভাষা, আরবী ও ইসলামী তাহযীব তমদ্দুন, কৃষ্টি কালচার রপ্ত করতে থাকে। তাদেরকে বলা হত মোজারেব। কিন্তু ধর্মান্ধ খ্রীস্টানগণ স্পেনে মুসলিম আগমনে অসন্তুষ্ট ছিল। তারা লক্ষ্য করে মূল বাসিন্দাদের কিছু অংশ মুসলমান এবং আরো কিছু অংশ মোজারেব হয়ে যাচ্ছে। এতে তারা খুবই হিংসাপরায়ন হয়ে উঠে। তারা ইসলাম ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করে প্রচারণা শুরু করে। এমনকি তারা মসজিদে প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। তারা এ জাতীয় বিদ্রোহাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। ইতিহাসে এ আন্দোলন

www.nagorikpathagar.org

'জীলট ম্যুভমেন্ট' (Zealot Movement) নামে পরিচিত। আবদুর রহমান এ আন্দোলনকে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিমাংসা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সামরিক কায়দায় আন্দোলন দমন করেন। আন্দোলন আপাতত দমন হলেও তার রেশ রয়ে যায়। ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ২য় আবদুর রহমান ইন্তেকাল করেন। তার আগে তিনি তার ছেলে প্রথম মুহাম্মদকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

➢ প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২-৮৮৬ খ্রি.) ➢ মুনজীর (৮৮৬-৮৮৮ খ্রি.) ➢ (আবদুল্লাহ (৮৮৮-৯১২ খ্রি.)

৮৫২ থেকে ৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন প্রথম মুহাম্মদ। তারপর ক্ষমতায় আসেন মুনজীর। তিনি ৮৮৬ থেকে ৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন আবদুল্লাহ। তিনি ৮৮৮ থেকে ৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। গতানুগতিকতার বাইরে ইতিহাস তাদের অবদান সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ করে নাই। আবদুল্লাহ্র মৃত্যুর পর স্পেনে উমাইয়া বংশের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ও গুণবান ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ্র নাতি, মুহাম্মদের পুত্র তৃতীয় আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহন করেন।

➢ তৃতীয় আবদুর রহমান (৯১২–৯৬১ খ্রি.)

তৃতীয় আবদুর রহমান মাত্র ২২ বছর বয়সে ৯১২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি শতধা বিচ্ছিন্ন রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী আমিরাত গড়ে তোলেন। তাকে উমাইয়া স্পেনের ত্রাণকর্তা বলা হয়। তার পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে প্রাদেশিক গভর্নরগণ একের পর এক বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। অন্যদিকে দস্যু তস্করদের উপদ্রবে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। রাজধানীর বাইরে রাজকীয় ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্তির উপক্রম হয়। কৃষি, শিল্প, অর্থ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

এ রকম পরিস্থিতিতে ক্ষমতা গ্রহণ করে ৩য় আবদুর রহমান সর্বপ্রথম একটি বলিষ্ঠ সেনাবাহিনী গড়ার দিকে নযর দেন। পূর্বেকার শাসকদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল সীরিয়া থেকে আগত মুদারীয় এবং ইয়েমেন থেকে আগত হিমারিয়, কিংবা উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত মূর/ বার্বার বংশোদ্ভুত। এদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে প্রায়ই অনৈক্য, মতবিরোধ লেগে থাকত। ৩য় আবদুর রহমান বিষয়টি অনুধাবন করেন। এবার তিনি আরো নতুন নিয়মিত সৈন্য সংগ্রহ করতে মনস্থ করেন। তিনি জার্মান, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি অঞ্চলের মূল বাসিন্দার মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন। তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আরবী ভাষা শিখে আরবী রীতিনীতিতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। এদের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে। এ বাহিনীকে শ্লাভ বাহিনী বলা হত। শ্লাভবাহিনী আবদুর রহমানের প্রধান ও বিশ্বস্ত বাহিনীতে পরিণত হয়। তার সেনাবাহিনীতে নিয়মিত সৈন্য ছিল দেড়লাখ। এর অতিরিক্ত অনিয়মিত সৈন্যও ছিল। তার দেহরক্ষীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার–এর মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্য ছিল আট হাজার। ঐতিহাসিক Dozy তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলেন–'এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য ইউরোপে আর কোথায় ছিল কিনা সন্দেহ। এই বিশাল সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, তৎকালে পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে 'শ্লাভবাহিনী' ছিল সর্বাধিক বিশ্বস্ত। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায়, বিদ্রোহ দমন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা এবং খলিফার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োজিত ছিল।'

এবার আবদুর রহমান বিদ্রোহ দমনে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। প্রথমে তিনি সেভিলের বিদ্রোহী নেতা বনু হাজ্জাজের বাহিনীকে শায়েস্থা করেন। ক্রমান্বয়ে কারমানোর বিদ্রোহী নেতা মুহাম্মদকে পর্যুদস্ত করেন। ওমর ইবনে হাফসুন–যিনি খ্রীস্টান থেকে প্রথমে মুসলমান হন, পরে আবার খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে গিয়ে স্যামুয়েল নামধারণ করেন–কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা ও দস্যুবৃত্তির মাধ্যমে বিগত ৩০ বছর রাজ্যে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, লুটতরাজ ও অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। আবদুর রহমান তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর স্যামুয়েলের মৃত্যু হলে তার পুত্র জাফর, সুলায়মান, আবদুর রহমান ও হাফস পিতার পথ অনুসরণ করে বিদ্রোহ সৃষ্টি করলে, তাদেরকে তিনি সমূলে ধ্বংস করেন। ৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'তদমীরের' বিদ্রোহী নেতা শেখ আসলামীকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। অতঃপর রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে ইদ্রিজা, জেইন, এলভিরা, মেরিদা, টলেডো ইত্যাদি এলাকার বিদ্রোহ নির্মূল করেন। উত্তর আফ্রিকার ফাতেমী শাসকগণ ওমর বিন হাফসুনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্পেন আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তৃতীয় আব্দুর রহমান যথাসময়ে এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিউটা দখল করেন। ৯১৭ সালে তিনি মরক্কোয় প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীদের আল-মেরিয়া নৌ-ঘাটি ধ্বংস করেন।

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর তিনি খ্রীস্টানদের সৃষ্ট অরাজকতা, বিদ্রোহ, লুটতরাজ ও আগ্রাসনের মোকাবিলায় মনযোগী হন। লিঁওর ২য় ওরডোনা মেরিদা প্রদেশে আক্রমণ করলে তাকে শায়েস্তা করেন। ওরডোনা পরাস্ত হয়ে তার মিত্র ন্যাভারের রাজা সাঙ্কোর সহযোগিতা নিয়ে তুদেলা, ভালতিয়ারা প্রভৃতি অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। আবদুর রহমান তাদের মোকাবেলায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ওরডোনাকে পরাজিত করেন। অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে সানইসতেভান, ক্লুনিয়া অধিকার করেন। অতঃপর ন্যাভারের দিকে অগ্রসর হয়ে সাঙ্কোকে পরাজিত করেন এবং তার রাজধানী প্যামপ্লোনা দখল করেন। ২য় ওরডোনার মৃত্যুর পর তার পুত্র ২য় রামীরো, ৩য় ওরডোনা, ৪র্থ ওরডোনা এবং অন্যান্য খ্রীস্টান অধিপতিগণ আগ্রাসন পরিচালনা করলে আবদুর রহমান তাদেরকে শায়েস্তা করে রাজ্য নিরাপদ করেন। তার রাজ্য এব্রো নদী থেকে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পীরেনীজ পর্বতমালার পাদদেশ থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

তৃতীয় আবদুর রহমান ১৮ বছর আমীর উপাধিতে শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে স্বাধীন খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনি এ সময় 'আমিরুল মু'মিনিন' ও 'আন-নসর লি দ্বীনিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক Dozy বলেন–"তিনি আন্দালুসিয়াকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।" ঐতিহাসিক S. Lanepool বলেন–"তিনি এই রাজ্যকে কেবল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই করেননি বরং তাকে সুন্দর ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। এই কারণে তাকে স্পেনের ত্রাণকর্তা (Saviour of Spain) বলা হয়। ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন–'তার পূর্বে কর্ডোভা এত সমৃদ্ধ, আন্দালুসিয়া এত ঐশর্যশালী এবং রাষ্ট্রটি এরূপ গৌরব মণ্ডিত ছিল না।'

তার সময়ে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরে আসে। দেশ সমৃদ্ধ হয়। তিনি বলিষ্ঠ ও বন্ধুসুলভ বৈদেশিক নীতি প্রবর্তন করেন। তার সময়ে কৃষিব্যবস্থায়, শিল্প বাণিজ্যে, স্থাপত্যশিল্পে, সাহিত্যে ও শিল্পকলায়, শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞানচর্চায়–এক কথায় সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তার অন্যতম কীর্তি তার বেগমের নামে 'আযযাহরা রাজপ্রাসাদ' নির্মাণ। এ রাজপ্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে ৪০ বছর সময় লাগে। ১০ হাজার শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ার তৎকালীন দুই লাখ দিরহাম মজুরীতে এ প্রাসাদ নির্মাণে

www.nagorikpathagar.org

নিয়োজিত ছিলেন। তিন স্তর বিশিষ্ট এ প্রাসাদের সর্বোচ্চ অংশে রাজপ্রাসাদ ও হারেম, মধ্যবর্তী অংশে বাগান, খেলার মাঠ, ঝরনা এবং সর্ব-নিম্নঅংশে ১২ হাজার দাসদাসী, রাজকর্মচারী ও দেহরক্ষীর বাসস্থান ছিল। প্রাসাদের নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে বহু মূল্যবান কাঠ, পাথর, মণিমুক্তা বাইজানটাইন, উটিকা, কার্থেজ, টেরাগোনা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা হয়।

এই সুযোগ্য সুদক্ষ শাসক দীর্ঘ ৪৯ বছর সগৌরবে শাসনকার্য পরিচালনা করে ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার পুত্র ২য় হাকামকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন।

➢ দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১–৯৭৬ খ্রি.)

৩য় আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তার পুত্র ২য় হাকাম সিংহাসনে আরোহন করে 'আল মুনতাসির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। ক্ষমতাধর খলিফা আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর কয়েকটি এলাকার খ্রিস্টান অধিপতিগণ পূর্বেকার চুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ২য় হাকাম ক্যাষ্টাইলের কাউন্ট গোনজালেস, ন্যাভারের গারসিয়া ও সাঙ্কোসহ বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দক্ষতার সাথে দমন করেন। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার ফাতেমী খলিফা আল-মুইজ স্পেন আক্রমণের ষড়যন্ত্র করলে হাকাম তার সেনাপতি গালিবের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠিয়ে তা রুখে দেন।

৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর ইদ্রিস বংশের পতন হলে তাদের এলাকা হাকাম তার সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন। ১৫ বছর রাজ্যশাসন করে ২য় হাকাম ইন্তে কাল করেন।

হাকামের মৃত্যুর পর খলিফা হন তার বড় ছেলে আবদুর রহমান। আবদুর রহমানের অকাল মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন তার বার বছরের নাবালক পুত্র ২য় হিশাম। হিশামের পক্ষে শাসন পরিচালনা করেন যৌথভাবে রাজমাতা সুলতানা সুবাহ ও প্রধানমন্ত্রী আল মুশাফী। ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী আল-মুশাফীকে হটিয়ে দিয়ে রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হন আবু আমীর মুহাম্মদ যিনি হাযিব আল-মনসুর নামে সমধিক পরিচিতি। ঐ সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক হিশাম কেবল নামেই খলিফা ছিলেন। হাযিব আল মনসুর 'আল যাহরা রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে মদিনাতুজ জাহিরা' নামে নতুন আরো একটি ব্যয়বহুল রাজপ্রাসাদ

www.nagorikpathagar.org

নির্মাণ করে, সেখান থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১০০২ সালে হাযিব আল মনসূরের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। অন্যদিকে নামেমাত্র খলিফা ২য় হিশাম ১০০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি পদচ্যুত হন। পদচ্যুতির পরপরই ২য় মুহাম্মদ খলিফা হিসাবে ঘোষিত হন। এ সময় ভ্রাতৃ কোন্দল, বংশীয় বিশৃঙ্খলা, হিমারীয়, মুদারীয়, বার্বার, স্লাভ, স্থানীয় মুসলমান এবং খ্রীস্টানদের মধ্যে কোন্দল, বিশ্বাসহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহ, আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি চরম আকার ধারণ করে। ফলে উমাইয়া Dynastyর ক্ষমতা হ্রাস পায়। এদিকে হাযিব আল মনসূরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল মালিক আল মুজাফ্ফর কিছুকাল শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। আবদুল মালিক আল মুজাফ্ফর তার আপন ভাই আবদুর রহমান সানজুলী কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন। অতঃপর সানজুলী নিজেকে খলিফা ঘোষণা করলে তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে ১০০৯ থেকে ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তি নামকাওয়াস্তে খলিফা ছিলেন, তারা অযোগ্য ও ক্রীড়নক ছিলেন। তাদের কয়েকজন বিলাসী মদ্যপ ও নারী আসক্ত ছিলেন। এ সময় সেনাবাহিনী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় চলে আসে। তাদের মধ্যে চরম আভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি হয়। মাঝখানে কিছুদিন খলিফাশূন্য অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অবশেষে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে ৩য় হিশাম সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। তিনি জোড়াতালি দিয়ে ১০৩১ পর্যন্ত ক্ষমতা ধরে রাখেন। তার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার কারণে শেষদিকে সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ ও কর্ডোভার কিছু সুশীল ব্যক্তি তাকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করে রাখে। যে ঘরে তাদেরকে রাখা হয় সেখানে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস ছিল না। তাদেরকে প্রয়োজনমত খাদ্যও সরবরাহ করা হত না। ফলে যা হবার তাই হল। ৩য় হিশাম জেলে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর ঐতিহাসিক S. Lanepool এর ভাষায়–'একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কুড়িটির মত বংশ, অনুরূপ সংখ্যক শহর বা প্রদেশে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে সেভিলে আব্বাদীয় (১০২৩–'৯১ খ্রি.) মালাগাও আলজিসিরাসে বনু হাম্মুদ পরিবার (১০১০–'৫৭ খ্রি.) গ্রানাডায় জিরিগণ (১০১২–'৯০ খ্রি.) সারাগোসায় বনু হুদ (১০৩৯–১১৪১ খ্রি.) টলেডোয় বনু জুন্নুনবংশ (১০৩৫–'৮৫ খ্রি.) ভ্যালেনসিয়া, মুরসিয়া, আলমেরিয়ার শাসকগণ ও কর্ডোভায় বনু জাহওয়ার (১০৩১–৭০ খ্রি.) অন্যতম। ফলে স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের অবসান হয়।'

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ

➢ কর্ডোভায় বনু জাহওয়ার (১০৩১–১০৭০ খ্রি.)

উমাইয়া বংশের শেষ সময়ের শাসনকালে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন আবু-আল-আযম ইবনে জাহওয়ার। ৩য় হিশাম কারুরুদ্ধ হবার পর তিনি খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দিয়ে কর্ডোভার শাসনভার একটি কাউন্সিলের উপর অর্পন করেন। আবু-আল-আযম ইবনে জাহওয়ার কাউন্সিলের প্রধান হিসাবে শাসনভার পরিচালনা করেন। তার মৃত্যুর পর ঐ বংশের আবদুল মালিক শাসক নিযুক্ত হন। ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে টলেডোর শাসক মামুন কর্ডোভা দখল করেন। ফলে বনু জাহওয়ার বংশের পতন হয়।

➢ গ্রানাডার বনু জিরি (১০১২–১০৯০ খ্রি.)

১০১২ খ্রিস্টাব্দে ইবন জিরি নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি গ্রানাডার স্বাধীনতা ঘোষণা করে রাজ্যের শাসক হয়ে যান। ১০৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ বংশের রাজত্ব চলে। বনুজিরি বংশের শাসনকার্য পরিচালনায় সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ইহুদী বংশোদ্ভূত স্যামুয়েল। ১০৯০ সালে মুরাবিতগণ গ্রানাডা দখল করলে তাদের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

➢ সেভিলের বনু আব্বাদ (১০২৩–১০৯১ খ্রি.)

আরবের লাখমিদ ভূখণ্ড থেকে আগত বনু আব্বাদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাশেম মুহাম্মদ সেভিলে উমাইয়া বংশের খলিফাদের পক্ষে শাসন পরিচালনা করতেন। খলিফা ২য় হিশামের রাজত্বকালে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আবুল কাশেম মুহাম্মদ ১০২৩ খ্রিস্টাব্দে সেভিলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০৪২ সাল পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তার মৃত্যু হলে তার পুত্র আমর 'মুতাদিদ' উপাধি ধারণ করে রাজত্ব পরিচালনা করেন। তার মৃত্যু হলে ১০৬৮ সালে তার পুত্র ২য় আবুল কাশেম 'মুতামিদ' উপাধি ধারণ করে শাসনকার্য চালিয়ে যান। তিনি 'ইতিমদ' নামে এক পরমা সুন্দরী

www.nagorikpathagar.org

মহিলাকে বিবাহ করেন, যে মহিলা তার উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বনু আব্বাদ বংশীয় শাসকগণ খ্রীস্টান অধিপতিদের বিদ্রোহ ও আক্রমণের সম্মুখীন হন। খ্রীস্টান অধিপতি ফারনান্ডো ১০৬৩ সালে একবার সেভিল দখল করে। মুতামিদ গ্যালিসি্য়ার নৃপতি গারসিয়া এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার পুত্র ৬ষ্ঠ 'আলফোনসো'কে কর দিতে বাধ্য হন। EL–CID নামে একজন ধর্মান্ধ খ্রীস্টান বীর বিভিন্ন খ্রীস্টান নৃপতি ও Duke দের একত্রিত করে সেভিল আক্রমণ করলে শাসক আল-মুতামিদ ১০৮৬ সালে উত্তর আফ্রিকার মুরাবিতগণের নেতা ইউসুফ ইবনে তাসুফিনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইউসুফ আল মুতামিদের ডাকে সাড়া দিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে খ্রীস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করেন এবং 'আল-জাল্লাকার' প্রান্তে যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। সেভিল ত্যাগের আগে ইউসুফ তিন হাজার সৈন্য রেখে নিজ রাজ্যে ফিরে যান। ১০৯০ সালে পুনর্বার খ্রিস্টান নৃপতিদের দ্বারা সেভিল আক্রান্ত হলে আবার ইউসুফ ইবনে তাসুফিন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগমন করে আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দেন। এবার তিনি সেভিলের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ফলে সেভিলে বনু আব্বাদ বংশের শাসনের অবসান হয়।

➤ মুরাবিতদের রাজত্বকাল (১০৯০-১১৪৬ খ্রি.)

একাদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তর আফ্রিকায় মুরাবিত নামে এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। তারা আফ্রিকার সানহাজাহ গোত্রের লোক ছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও সংগঠক ছিলেন ইউসুফ ইবনে তাসুফিন (১০৬১-১১০৬ খ্রি.) তিনি মরক্কো নগরী প্রতিষ্ঠা করে তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর স্পেনের রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে সেভিলের নৃপতি আল-মুতামিদের আমন্ত্রণে খ্রিস্টানদের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য তথায় গমন করেন। আব্বাদীয় খলিফা তাকে "আমির-উল-মুসলিমিন" উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রায় অর্ধশতাব্দি যাবৎ উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে মুরাবিতদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল। উল্লেখ্য যে, এই সর্বপ্রথম বার্বার জাতি রাজকীয় ক্ষমতা লাভ করে।

ইউসুফের সামরিক কৌশল ও সাহসিকতার ফলে অনেক খ্রিস্টান অঞ্চল মুরাবিতদের দখলে আসে। এমন কি ক্যাস্টাইলও বিজিত হয়। কিন্তু পরাক্রমশালী খ্রিস্টান বীর সাঈদ বা E1-Cid-এর জন্য মুসলমানগণ

www.nagorikpathagar.org

ভ্যালেনসিয়া দখল করতে পারেননি। ১০৯৯ খ্রি. তাঁর মৃত্যুর পর ভ্যালেনসিয়া মুসলমানদের দখলে আসে।

১১০৬ খ্রিস্টাব্দে ইউসুফের পুত্র আলী সিংহাসন লাভ করলেন। মরক্কোর মুরাবিতগণ স্পেনে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেন। আলী সারাগোসা অধিকার করেন। তিনি ১১৪৩ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ খ্রিস্টানদের নিকট হতে অধিকৃত অঞ্চলসমূহ রক্ষা করতে পারেননি। উপরন্তু, ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দে মুরাবিতগণ তাদের অপর এক গোষ্ঠী মুয়াহহিদুনদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন। আলীর পর তাসফিন (১১৪৩-৪৬), ইব্রাহিম (১১৪৬) এবং ইসহাক (১১৪৬-৪৭) কয়েক বছর মুরাবিত শাসন কায়েম রাখেন কিন্তু 'মুয়াহহিদুন' রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মুমীন ইবন আলী ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দে মুরাবিতদের তেলেমশান প্রান্তরে পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। সর্বশেষ মুরাবিত শাসক নাবালক ইসহাককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

➢ আল-মুয়াহহিদুনদের রাজত্বকাল (১১৪৬-১১৬৯ খ্রি.)

মুরাবিতগণের মত উত্তর আফ্রিকায় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্মীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ এক শাসক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তাদের ধর্মীয় প্রধান ছিলেন মুহম্মদ ইবন তুমত যিনি নিজেকে 'মাহদী' হিসেবে প্রচার করেন। তারা এক আল্লাহ (তৌহিদ) বিশ্বাসী। এর জন্য তাদের বলা হয় মুয়াহহিদুন। তাঁর উত্তরসুরী আবদুল মুমীন ইবন আলী ১১৩০ খ্রি. তুমাতের মৃত্যুর পর দলপতি হলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকায় মুয়াহহিদুন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৪৬ খ্রি. তেলেমশানের যুদ্ধে মুরাবিতদের পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করেন। আবদুল মুমীন সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ফেজ, সিউটা, তানজিয়ার প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। এগারো মাস অবরোধ করে তিনি রাজধানী মরক্কো দখল করেন এবং শেষ মুরাবিত শাসক ইসহাককে হত্যা করে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। স্পেনে রাহাজানী, রাজনৈতিক গোলযোগ ও আরবদের বিভেদ-বৈষম্যের সুযোগে তিনি ১১৪৫ খ্রি. একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আট বৎসরে স্পেন ও মরক্কোর অধিপতি হিসাবে ১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মুমীন সমগ্র স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চল (মিশর পর্যন্ত) মুয়াহহিদুনদের কর্তৃত্বাধীনে আনেন। ৩৩ বছর (১১৩০-৬৩ খ্রি.) দক্ষতার সঙ্গে

www.nagorikpathagar.org

শাসন করে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর সুসজ্জিত ও শক্তিশালী নৌবহর ছিল।

১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মুমীনের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মনসুর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ২০,০০০ সৈন্যসহ স্পেনে গমন করে সেভিল আক্রমণ করেন এবং ভ্যালেনসিয়ার শাসক ইবনে সাদকে মিনর্কা যুদ্ধে হত্যা করেন। তিনি স্পেনে অনেক ইমারত নির্মাণ করেন এবং সেতু ও স্নানাগার স্থাপন করেন। তাঁর সময়েই স্পেনের বিখ্যাত জিরাল্ডা মিনার নির্মাণ শুরু হয় যা এখনও স্পেনের মুসলিম স্থাপত্যের ঐতিহ্য বহন করে চলছে। ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইউসুফের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মনসুর (১১৮৪-৯৯ খ্রি.) ক্ষমতা লাভ করেন। নিঃসন্দেহে তাকে মুয়াহহিদুন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলা যায়।

তিনি একাধারে জ্ঞানী-গুণী, সুবিচারক ও মহানুভব ছিলেন। তাঁর শাসনামলে রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, সাহিত্য চর্চা, স্থাপত্য ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। তাঁর পিতা কর্তৃক যে জিরাল্ডা মিনারের কাজ শুরু হয় তা তিনি সমাপ্ত করেন। ৩০০ ফুট উচ্চ এই স্থাপত্য কীর্তিটি ছিল একাধারে মিনার ও মান মন্দির। তাঁর দরবারে জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর ছিল। দার্শনিক ইবন রুশদ, চিকিৎসক ইবনে জুহুরী, ইবনে বাজ্জাহ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সঙ্গে তার দূত বিনিময় হয়। তার আমলে স্থল ও নৌ-বাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি বিদ্রোহ দমন করে মুয়াহহিদুন শাসনকে সুসংহত করেন এবং তৃতীয় ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক স্পেনীশ খ্রিস্টানদের পরাজিত করেন। এর ফলে তাঁর শাসনামলে ক্যাস্টাইল, আরাগন লিওঁ ও ন্যাভারের খ্রিস্টান সামন্ত রাজাগণ স্পেনের মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। অধঃপতনের যুগে স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে আল-মনসুরকে চিহ্নিত করা যায়। ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন মুহম্মদ আল-নাসির বিন ইয়াকুব। তিনি ১২১৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুয়াহহিদুনদের শেষ বংশধরগণ রাজত্ব করেন। ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দে বানু মারিন গোত্রের বার্বার উপজাতি মরক্কো

www.nagorikpathagar.org

দখল করলে মুয়াহহিদুন বংশের ১২৫ বৎসরের শাসনের অবসান হয়। সর্বশেষ সুলতান আবুল উল-আবু দবলুছ বার্বারদের আক্রমণে নিহত হন। মুয়াহহিদুনগণ স্পেনের মুসলিমদের লুপ্ত গৌরব ও সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন কিন্তু তাদের পতনের পর সমগ্র স্পেনে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টান সামন্ত রাজাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

➢ গ্রানাডার বনু নাসির (১২৩২-১৪৯২ খ্রি.)

স্পেনের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে যে সর্বশেষ শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠী মুসলিম সভ্যতা ও শাসনের প্রায় নিষ্প্রভ প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তারা হচ্ছে বনু নাসির। আড়াইশত বৎসরের অধিক এই বংশ গ্রানাডায় অসামান্য শৌর্য, সমৃদ্ধি, বৈভব ও গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করে। নাসিরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন নসর। মদিনার খাজরাজ বংশোদ্ভুত মুহম্মদ সাধারণভাবে ইবন-আল-আহমার নামে পরিচিত ছিলেন। মুয়াহহিদুন বংশের পতনে খ্রিস্টানগণ যখন মুসলিম রাজ্যে আক্রমণ পরিচালিত করতে থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্র কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল তখন কর্ডোভার আরজোনা দুর্গের অধিপতি ইবন আল-আহমার সুলতান উপাধি ধারণ করে ১২৩৭ খ্রি. গ্রানাডা দখল করেন। বিভিন্ন খ্রিস্টান রাজাদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি আল-হামরা দুর্গ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সমর-কুশলী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই খ্রিস্টানগণ মুসলিম রাজ্য দখলের যে ষড়যন্ত্র করে তা তিনি নস্যাৎ করলেও খৃষ্টশক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এর ফলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে বহু মুসলিম শহর হাতছাড়া হয়ে যায়। ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বিতীয় মুহম্মদ। তাঁর রাজত্বকালে তিনি আরাগণ ও ক্যাস্টাইলের খ্রিস্টান রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাদেরকে পরাস্ত করেন। ৩০ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র তৃতীয় মুহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র ৭ বৎসর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য যে, ১২৩২ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাসিরি বংশের মোট ২১ জন সুলতান রাজত্ব করেন।

www.nagorikpathagar.org

➢ স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান

স্পেনে মুসলিম শাসনের সর্বশেষ সুরক্ষিত দূর্গ ছিল গ্রানাডা। বনু নসর সুলতানদের রাজত্বের শেষভাগে মুসলিম রাজত্বের সূর্য অস্তমিত হয়। ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে লিওঁ ও ক্যাস্টাইলের সংযুক্তি মুসলিম কর্তৃত্বের প্রতি প্রচন্ড হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইতিপূর্বেই খ্রিস্টানগণ ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে টলেডো দখল করে। অতঃপর ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভা ও ১২৪৮ খি. সেভিল খ্রিস্টান সামন্ত রাজাদের হস্তগত হয়। বলাই বাহুল্য যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রিস্টান রাজাগণ দুটি বিষয়ে সজাগ ছিলেন। প্রথমটি স্পেনকে পুনরায় খ্রিস্টান ধর্ম ও কৃষ্টির আওতাধীন আনা এবং দ্বিতীয়টি স্পেনের একত্রিকরণ। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ খ্রিস্টান সামন্ত রাজাদের সামরিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয় অথবা কর প্রদানে বাধ্য হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান জগতে নতুন শক্তিজোটের আবির্ভাব ঘটে। আরাগণের রাজা ফার্ডিনান্ড ক্যাস্টাইল রাণী ইসাবেলার সঙ্গে ১৪৬৯ খ্রি. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর ফলে এই দুটি খ্রিস্টান রাজ্য সংঘবদ্ধভাবে স্পেনের মুসলিম আধিপত্য নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করে। হিট্টির ভাষায়, 'এই মিলন ছিল স্পেনে মুসলিম ক্ষমতার অবসানের ঘণ্টাধ্বনী।'

ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা ধর্মান্ধ ছিলেন এবং মুসলমানদের উপর জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য সামরিক বাহিনী পরিচালনা করেন। এ সময় গ্রানাডার সুলতান আলী আবু-আল হাসানের আরব স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর পুত্র মুহম্মদ আবু আবদুল্লাহ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। কতিপয় সৈন্য একত্রিত করে আবদুল্লাহ যিনি স্পেনীয় ভাষায় বোয়াবদিল (Boabdil) নামে পরিচিত ছিলেন, আল-হামরা প্রাসাদ দখল করেন এবং নিজেকে গ্রানাডার অধিপতি হিসেবে জাহির করেন। ইত্যবসরে আবুল হাসান গ্রানাডা পুনরুদ্ধার করেন এবং বুয়াবদিলকে বন্দি করেন। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা বন্দি বোয়াবদিলকে স্পেনে মুসলিম আধিপত্য ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রথমে তাকে ক্যাস্টাইলের সেনাবাহিনীর সহযোগীতা প্রদান করে গ্রানাডা দখল করান। এর ফলে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারী খ্রিস্টানগণ আলোরা, কাসর, বানিলা, রোণ্ডা প্রভৃতি দখল করে।

www.nagorikpathagar.org

বোয়াবদিলের বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারীতার ফলে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান হয়। হিংসাপরায়ণ ফার্ডিনান্ড রাজনৈতিক অরাজকতার সুযোগে ক্যাস্টিলীয় বাহিনী নিয়ে প্রথমে মালাগা অধিকার করেন এবং পরে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দ্বাদশ মুহম্মদকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মরক্কোয় পলায়ন করেন। মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলতে থাকে এবং নির্যাতনের মাত্রা অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা অতঃপর বোয়াবদিলকে (১৪৮৭-৯২) গ্রানাডা শহর হস্তান্তরের দাবি জানান। বোয়াবদিলের ধারণা ছিল যে, তিনি তার পিতা ও চাচার পতনের পর নির্বিঘ্নে শাসন করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর বোধোদয় হয় তখন যখন খ্রিস্টানদের চক্রান্ত তিনি উপলব্ধি করেন। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডা সমর্পণের আদেশ অমান্য করলে বোয়াবদিলের বিরুদ্ধে ফার্ডিনান্ড ৪০,০০০ পদাতিক ও ১০,০০০ অশ্বরোহীসহ ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডা অবরোধ করেন। বহুদিন অবরুদ্ধ করে তিনি গ্রানাডার খাদ্যরসদ বন্ধ করে দেন। বাধ্য হয়ে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি গ্রানাডা খ্রিস্টান নৃপতির নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর ফলে স্পেনে মুসলিম শাসন, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে ইতিহাস ৭৮০ বৎসর পর্যন্ত কায়েম ছিল, নিমিষে তার পরিসমাপ্তি হয়। যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বোয়াবদিল গ্রানাডা ত্যাগ করেন তা 'মূরদের সর্বশেষ দীর্ঘশ্বাস' (E1 Ultimo Suspiro del Moro) নামে পরিচিত। গ্রানাডার পতনে খ্রিস্টানগণ মুসলিম নিধন যজ্ঞে মেতে উঠে।

১৪৯২ থেকে ১৬০৯ খ্রি. পর্যন্ত স্পেনের ইতিহাস কলংকজনক নিপীড়নের কাহিনীতে ভরপুর। নৃশংসতার চরম বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ক্যাথলিক ফার্ডিনান্ডও ইসাবেলা ইসলামকে স্পেন হতে নির্মূলের পরিকল্পনা করেন। ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফার্ডিনান্ড যাযক যিমেনিযের পরিচালনায় মুসলমানদের বলপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়। গ্রানাডার পতনের ফলে ক্ষমতাহীন মূরগণ নির্যাতনের শিকার হন। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে লিঁও ও ক্যাস্টাইলের সকল মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের আদেশ জারী করা হয়। অনুরূপ আদেশ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে আরবগণের, পরবর্তী পর্যায়ে মরিসকোদের এবং দ্বিতীয় ফিলিপস ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে যে ঘৃণ্য ফরমান জারি করেন তাতে বিদ্বেষমূলক আচরণের আভাষ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর রাজ্যের সকল মুসলমানকে তাদের ধর্ম, জীবন-ধারা, সংস্কৃতি পরিত্যাগে বাধ্য করেন। অতঃপর ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় ফিলিপস স্পেনের সকল মুসলমানকে আন্দালুসিয়া ত্যাগ করতে বলেন। তারা আফ্রিকায় প্রত্যাগমন করে অথবা হত্যার শিকার হয়। লেনপুল বলেন, "The Moors were banished, for a while Christian Spain shone like the moon with a borrowed light; then came the eclipse and in darkness Spain has grovelled ever since." মূরগণ বিতাড়িত হলো; কিছু দিনের জন্য খ্রিস্টান স্পেন উদ্ভাসিত ছিল যেমন ধার করা আলোতে চাঁদ কিরণ দেয় তারপর অমাবস্যা শুরু হয় এবং স্পেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়)।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্পেন ও ইউরোপের সভ্যতা বিকাশে মুসলমানদের অবদান

ঐতিহাসিকদের মধ্যে যারা 'বিশ্ববিখ্যাত এবং সর্বমহলে স্বীকৃত' এ মানের কয়েকজন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিষয়টি তোলে ধরা হলো :

১। ঐতিহাসিক R. Dozy তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ Spanish Islam (English Translation) এ লিখেন :

'মুরগণ কর্ডোভায় বিস্ময়কর রাজ্য সংগঠন করে, একে মধ্যযুগের বিস্ময়ে পরিণত করে এবং সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বরোচিত, অজ্ঞতা ও কলহে নিমজ্জিত, তখন কর্ডোভা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল দীপ্তমশাল বহন করে।'

২। Draper J. W. তার The History of the intellectual Development of Europe গ্রন্থে লিখেন :

'ইউরোপীয়রা যখন বর্বর ও বন্য অবস্থা ছাড়িয়ে উঠেনি বলা চলে এবং যখন তাদের দেহ অপরিস্কার, হৃদয় তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, তখন আইবেরীয়ান উপদ্বীপে মুরগণ সভ্যতার আলোকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোকিত করার কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন ছিল।'

'কর্ডোভায় সূর্যাস্তের পর পথিক রাস্তায় বাতির সাহায্যে দশমাইল পায়ে হেঁটে যেতে পারত। অথচ ৭০০ বছর পরেও লন্ডনে রাস্তায় কোন সরকারী বাতির ব্যবস্থা ছিল না।'

'কোন জাতি তাদের (স্পেনের মুসলমানদের) ন্যায় এত সুন্দর ও মনমুগ্ধকর প্রমোদ উদ্যান নির্মাণ করতে সক্ষম হয় নাই।'

৩। ঐতিহাসিক P. K. Hitti–History of the Arabs গ্রন্থে লিখেন :

'মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে মুসলিম স্পেন অন্যতম গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল।'

www.nagorikpathagar.org

'এ সময় উমাইয়াদের রাজধানী কর্ডোভা সংস্কৃতিতে ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত শহর ছিল এবং কন্‌সটানটিনেপল্‌ ও বাগদাদ সহ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি উন্নত শহরের মধ্যে ছিল একটি।'

৪। Mecabe J. তাঁর Splendour of Moorish Spain গ্রন্থে লিখেন :
'তিনি (২য় হাকাম) স্পেনের সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পূর্ণ করেন। যার ফলে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপের বুকে কর্ডোভা নগরী একটি বাতিঘরে পরিণত হয়।'

৫। ঐতিহাসিক Gibbon তার Decline and Fall of Roman Empire গ্রন্থে লিখেন :
'গথ (GOTH) দের স্পেন অভিযান কিংবা ক্যাস্টাইল ও আরাগণের ভূপতিদের হাতে স্পেনের পুনরুদ্ধারের সংগে আরব আক্রমণের তুলনা করলে তাদের (আরবদের) শিষ্টাচার ও সংযম শক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না।'

৬। Hole E. তাঁর Andalus : Spain under the Muslims গ্রন্থে লিখেন :
'গথিক শাসন অপেক্ষা মুসলিম শাসন ছিল মঙ্গলজনক ও করের (Tax) মাত্রা নির্যাতনমূলক ছিল না।'

'খিলাফত পতনের পূর্ব পর্যন্ত নতুন গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং উপাসনার জন্য গীর্জায় ঘণ্টা বাজানোর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না।'

৭। S. P. Scott তাঁর History of the Moorish Empire in Europe গ্রন্থে লিখেন :
'আইবেরিয়ান উপদ্বীপে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বর্তমানের মত ক্রম-ব্যবস্থিত এবং কালক্রমে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। কর্ডোভায় সর্বসাধারণের জন্য ছিল আটশত স্কুল। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের ছাত্ররা সেখানে পড়াশুনা করত।'

'স্পেনীয় মুসলমানদের কৃষি পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা নিখুত, জটিল ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল, যা অপর কোন জাতি এর সমকক্ষ হতে পারেনি।'

৮। Lecky তাঁর History of European Moral গ্রন্থে লিখেন :
'স্বাধীন চিন্তার অগ্রদূত মুসলিমগণই সপ্তম শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করেন এবং তথায় ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষার পথ ও সুগম করেন।'

www.nagorikpathagar.org

৯। ঐতিহাসিক ডঃ আবদুল কাদের তাঁর 'মূর সভ্যতা' বইএ লিখেন :

কর্ডোভা ইউরোপীয় মহাদেশের একটি সুপরিকল্পিত ও সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল। দৈর্ঘ্যে চব্বিশ মাইল এবং প্রস্থে ছয় মাইল এবং পরিধিতে চৌদ্দ মাইল সৌন্দর্যমণ্ডিত কার্ডোভা নগরী ছিল খুবই সুরক্ষিত। এই শহরে দুই লক্ষাধিক অট্টালিকা শোভা পেত। বসফোরাসের পশ্চিমে কনস্টান্টিনোপল ব্যতীত অপর কোন নগরকে কর্ডোভার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। প্রস্তর নির্মিত বাসভবন, মর্মর প্রস্রবণ, প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান, বড় বড় পান্থশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশালাকার প্রাসাদসমূহ, যেমন—আয-যাহরা এবং আয-যাহিরা রাজপ্রসাদ জামে মসজিদসহ অসংখ্য মসজিদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সড়ক ও সেতু কর্ডোভাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এই তিলোত্তমা নগরীতে ৮৪,০০০ বিপনী, ৩৮০০ মসজিদ ও ৯০০ স্নানাগার ছিল। এগুলো জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ধর্মীয় প্রয়োজন মিটাত। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে স্নানকে ইউরোপ যখন কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করে তখন একমাত্র কর্ডোভাতে ৯০০ স্নানাগার নির্মিত হয়। কথিত আছে যে, অশূচি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে একজন খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনী সুদীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত কোন স্নান বা দেহের কোন অংশ ধৌত না করে কেবলমাত্র আঙ্গুলের অগ্রভাগ পানি দিয়ে ধুয়ে বাইবেল পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা রক্ষা করেন। চিকিৎসা ব্যবস্থা এতই উন্নত ছিল যে একমাত্র কর্ডোভায় ৫০টি হাসপাতাল ছিল। এছাড়া গ্রানাডা, সেভিল এবং অন্যান্য শহরেও হাসপাতাল নির্মিত হয়। কার্ডোভায় মূর সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন পর্যটকদের আকর্ষিত করে।

১০। P.K. HITTI তাঁর The History of Arab গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

কর্ডোভার মত টলেডো বনু-জুন্নুন (১০৩২–৮৫) গোষ্ঠীর রাজত্বকালে খুবই সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এই বংশের আমিরদের শাসনামলে টলেডোর জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন তাদের সুরম্য প্রাসাদে তারা আড়ম্বরের সঙ্গে বসবাস করত। তাদের নির্মিত সৌধের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ঘণ্টা প্রাসাদ। অতুলনীয় সৌন্দর্যবোধ ও স্থাপত্যিক চাকচিক্যের দ্বারা এ সমস্ত সুরম্য প্রাসাদসমূহ শুশোভিত করা হত। বেশির ভাগ ইমারতে পাথর ব্যবহৃত হত। ঝরণা সৃষ্টি করে পরিবেশ শীতল রাখা হত। ঝরণার সাথে কখনও কখনও জল-ঘড়ি স্থাপন করা হত। টলেডোয় স্থাপিত জল-ঘড়ি খুবই জনপ্রিয় ছিল। ধারণা করা হয় যে,

www.nagorikpathagar.org

বিখ্যাত প্রকৌশলী ও জ্যোতির্বিদ আল-জারকল এ ধরনের জল ঘড়ির আবিষ্কারক। সৌখিন মূরেরা কার্ডোভা ও অন্যান্য শহরের মত টলেডোতে প্রমোদোদ্যান স্থাপন করেন। এই সমস্ত বিলাসবহুল উদ্যানের মধ্যভাগে থাকত একটি প্রমোদভবন যার ছাদ ও দেওয়াল রঙ্গীন কাঠ ও সোনা, রূপার প্রলেপে অলঙ্কৃত ছিল। প্রচণ্ড গরমে ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে আমিরগণ এই প্রমোদভবনে আসতেন এবং স্নিগ্ধ ও শীতল পরিবেশে অবসর বিনোদন করতেন।

১১। ঐতিহাসিক Stanley Lane Poole তাঁর বিখ্যাত 'Moors in Spainy London বইতে উল্লেখ করেন :
শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান (মুসলিম স্পেনে) যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল এরূপ ইউরোপের অন্য কোথাও তা পরিলক্ষিত হয়নি। শিক্ষার্থীগণ ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে মূরদের শহরগুলোতে ভিড় জমাত বিদ্যাশিক্ষার জন্য। আন্দালুসিয়ার শল্য চিকিৎসক ও চিকিৎসকগণ বিজ্ঞান সাধনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এমনকি মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করা হতো এবং কর্ডোভার অধিবাসীদের মধ্যে মহিলা চিকিৎসকের অভাব ছিল না। একমাত্র স্পেনেই অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও আইনশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দান করা হতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে যা দ্বারা সাম্রাজ্য মহান ও সর্বাঙ্গীন উন্নত হয় এবং যা দ্বারা পরিমার্জিত রুচি ও সভ্যতার পথ সুগম হতো তা সমস্তই মুসলিম স্পেনে পাওয়া যেত। বহু শতাব্দী ধরে স্পেন শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চর্চা ও সাধনার জন্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। ইউরোপের অন্য কোন দেশ মূরদের জ্ঞান পিপাসার চারণভূমির সমতুল্য হতে পারেনি।

১২। 'মূর সভ্যতা'র লেখক ড. এম. এ. কাদের বলেন, 'খ্রিস্টান জগত তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাকবিতণ্ডাপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব ও অসার আধ্যাত্মবিদ্যা ব্যতীত জ্ঞান লোকের হৃদয় থেকে নির্বাসিত; দিনেমার ও নর্মান আক্রমণে ইংল্যান্ড ব্যতিব্যস্ত; সন্ন্যাসীরা রাজসম্মান ও রাজ ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিরস্ত সংগ্রামে রত, শার্লিমেনের নিষ্ঠুর ও ব্যাপক গুম ও নির্বাসনে জার্মানির প্রদেশসমূহ বিধ্বস্ত, রোমের লোকেরা নারী-পোপের কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে আমোদে মত্ত; খ্রিস্টান ধর্মযাজকের চির-কৌমার্যের মহিমা ও মূর্তির পবিত্রতা বর্ণনায় ব্যাপৃত। এই মানসিক বন্ধ্যাত্বের যুগে পাশ্চাত্যের রাজন্যবর্গের মধ্যে একমাত্র স্পেন ও সিসিলীতে মূর ভূপতিরাই

www.nagorikpathagar.org

দর্শন ও শিল্প-বিজ্ঞানে পবিত্র আলো প্রজ্বলিত রাখেন। কৃষি, শিল্প ও মানসিক উন্নতিতে আরবরা তখন সমগ্র জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। মূর শাসনামলে জ্ঞান সাধনা এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যে তা প্রবাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। মানসিক উৎকর্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশ ঘটায় এরূপ মন্তব্য করা হতো যে স্পেনে দুই শ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল—(ক) ধনবান ও (খ) বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিজীবী।'

১৩। হিট্টি গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, এই বিশাল অট্টালিকার সম্মুখে কয়েকটি সিংহ দরজা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব, ব্যবহারিক আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, দর্শন এবং জ্যোতির্বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্যাস্টিলিও ও অন্যান্য বিদেশী শিক্ষার্থীগণ এখানে অধ্যয়ন করত। স্পেনীশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পাশাপাশি অনুশীলনী, আলোচনা সভা, বক্তৃতামালার ব্যবস্থা ছিল, যাতে শিক্ষার্থীগণ যথোপযুক্তভাবে বিদ্যার্জন করতে পারে। গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল। এতে লিখা ছিল 'পৃথিবী চারটি জিনিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—জ্ঞানী গুণীদের জ্ঞান; মহান ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ বিচার; ধর্মপ্রাণদের প্রার্থনা ও যোদ্ধাদের নির্ভিকতা।'

১৪। 'মূর সভ্যতা' গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক ড. এম. এ. কাদের বলেন, 'প্রাচীন কালের (Classical) সমস্ত জ্ঞান—এথেন্সের দর্শন, ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদ্যা, আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞান এবং বর্তমানের যাবতীয় আবিষ্কার কর্ডোভা ও সেভিলের মান-মন্দিরে ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারের দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফল সমস্তই এখানে পাওয়া যেত। ভারতের মৃত ভাষায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে লিখিত রহস্যপূর্ণ গ্রন্থগুলোও গ্রীক ও আরবি অনুবাদের সাহায্যে সুদূর সিন্ধুতীর থেকে গোয়াডেলকুইভার তটে নীত হতো। অনেক প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থের মূল পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। তাদের আরবি অনুবাদ থেকেই তা উদ্ধার করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ এপোলোনিয়াস পার্গাসের conic section-এর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে। ৮ম খণ্ড অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয়নি। মুসলিম মনীষীগণ হিব্রু, চীনা, পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী আরবিতে অনুবাদ করে প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার সংরক্ষিত করেন।'

www.nagorikpathagar.org

১৫। S. P. Scott তাঁর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ করেন : 'বড় ধরনের যন্ত্রের মধ্যে নভোমণ্ডলে গ্রহাদির কক্ষ গতি প্রদর্শনার্থে তাদের নির্মিত কয়েকটি যন্ত্রের (arillary sphere) ব্যাস পঁচিশ ফুট ছিল। উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রগুলো সাধারণত পনেরো ফুট ছিল। মরক্কোর আবুল হাসান বর্ণিত ও কক্ষ বক্রতা নির্ধারণের জন্য দশম শতাব্দীতে ব্যবহৃত পিতলের তৈরি কোণ পরিমাপক যন্ত্রের (sextant) ব্যাস ছিল ৫৮ ফুট। এর বৃত্তাংশ (arc) সেকেণ্ডে বিভক্ত করা হয়। আরবদের যে সমস্ত আস্তালবের ও গ্রহাদির কক্ষ গতি প্রদর্শনার্থে নির্মিত যন্ত্রাবলী ইউরোপের জাদুঘরসমূহে রক্ষিত আছে; এগুলোর নির্মাণ প্রণালী এত উৎকৃষ্ট ও ব্যবস্থাপিতকরণের কৌশল এত সঠিক যে, আধুনিক কৌশলী জ্যোতির্বিদরা প্রাণপন চেষ্টা ও পরিশ্রম করেও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং নির্ভুল যন্ত্র তৈরি করতে পারেননি। যে সমস্ত সূক্ষ্ম কাজের জন্য এ সমুদয় যন্ত্র অভিপ্রেত, শিল্পীদের সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল—এ দ্বারা তাও প্রমাণিত হয়। বর্তমান যুগের যে কোন সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত মান-মন্দিরের আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতির সঙ্গে তুলনা করলে নির্মাণ প্রণালীর মনোহারিত্বে আরবদের যন্ত্রাবলীর অনুকূলেই রায় দিতে হবে।'

১৬। 'বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের দান' নামক অমূল্য গ্রন্থে ঐতিহাসিক : মুজাফফার আলী যথার্থই বলেন, 'স্পেনের মুসলিমগণ অপরাপর শাস্ত্রের ন্যায় গণিত শাস্ত্রের সমধিক উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য তারাই সর্বপ্রথম নির্ভুলরূপে নির্ণয় করেছিলেন। সৌরকলঙ্কের আবিষ্কার, সৌর কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতা, সূর্যের মন্দোচ্চতা, ক্রান্তি বৃত্তের বক্রতার ক্রমিক হ্রাস, ক্রান্তিগমণের পরিমাণ ইত্যাদি সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা তারা গণিতশাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে গেছেন। বর্তমান ত্রিকোণমিতির উদ্ভাবন, কিউবিক ইকোয়েশনের সমাধান, ব্যাস ও সমাহার—গণিতের সৃষ্টি এ সমস্ত আরবগণ দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে গণিতশাস্ত্র ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হতো না। প্রকৃত বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগে বিশেষ করে গণিতশাস্ত্রের উচ্চতম শাখার উন্নতি সাধনে মূরগণ বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। তারা ইউরোপে গণনার চাতুর্য ও কৌশল দ্বারা অসামান্য প্রভাব ফেলে। এর ফলে গণনার প্রক্রিয়া সহজতর হয় এবং এর ফলে নব নব অনুসন্ধানের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। একথা সত্য যে সংখ্যাতত্ত্বে

www.nagorikpathagar.org

আরবগণ ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব বা শূন্য (Cipher.O) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তারাই শূন্যের ব্যবহার ইউরোপে প্রচলিত করে। সংখ্যাতত্ত্বে শূন্য ব্যতিরেকে গণনা একেবারেই অসম্ভব। একথা স্মরণ রেখে আরব গণিতজ্ঞগণ প্রাচীন বিরক্তিকর রোমীয় সংখ্যাতত্ত্বের স্থলে শূন্যের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলে। এই শূন্য 'হিন্দ' নামে পরিচিত ছিল এবং এ থেকেই শূন্যের ভারতীয় উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।'

১৭। জোসেফ হেল বলেন, 'In their writings we find items of chemical knowledge which can not be shown to have existed interior to their times. ('তাদের লেখায় যে রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তার পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না') মূর রসায়নবিদেরা বিশ্লেষণ (analysis) পৃথককরণ (Separation, খনিজমিশ্রিত ধাতু গলিয়ে বের করার প্রক্রিয়া (smelting of ores), গুপ্ত পরীক্ষা থেকে মিশ্র ধাতু নির্মাণ (compositions of alloys), কাঁচ গলন (fusion of glass), দানাবন্ধন (crystalization), পরিস্করণ (sublimation), পরিস্রবণ (distillation). ছাকন (filtration), ক্ষার (alkali) প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

জাবির বিন হায়য়ান এক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন তার উপর ভিত্তি করে মূরেরা রসায়ন শাস্ত্রকে চরম উৎকর্ষতা দান করে। মূর রসায়নবিদেরা জানতেন যে উত্তাপ দিয়ে চূর্ণ করলে ধাতুর ওজন না কমে বেড়ে যায়।'

১৮। Historic Des Arabs এর লেখক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সেডিলট বলেন, The science of medicine and art of surgery, the best index to a nation's genius and a severe test to the intellectual spirit of a faith were developed to the highest degree. Medicine had undoubtedly attained some degree of excellence among the Greeks but Arabs carried it far beyond the stage in which their predecessors in the work of civilization had left it and brought it close to the modern standard. ('একটি জাতির মেধার প্রতীক এবং ধর্মের জ্ঞানার্জনের প্রমাণ হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শৈল্য চিকিৎসার সর্বোচ্চ অগ্রগতি সাধিত হয়। নিঃসন্দেহে গ্রীকদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান উৎকর্ষতা লাভ

www.nagorikpathagar.org

করেছিল কিন্তু আরবগণ তাদের পূর্বসূরীদের সভ্যতার অগ্রগতিকে যতদূর প্রসারিত করেছিল তা থেকে বহু দূরে আরবগণ নিয়ে গিয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে আনতে সক্ষম হয়।)'

১৯। History of European Morals গ্রন্থে Lecky লিখেন : 'মূরগণ চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য একদিকে যেমন চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রবর্তন করে, অন্যদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপক অগ্রগতি সাধনের জন্য বহু স্থানে হাসপাতাল বা বিমারিস্তান নির্মাণ করে। আব্বাসীয়, ফাতেমীয়, মামলুক আমলে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, কায়রো, দামেস্কসহ বিভিন্ন স্থানে যেরূপ হাসপাতাল, চিকিৎসাবিদ্যালয়, ঔষধালয় ও পর্যবেক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্পেনের খিলাফত এবং স্বাধীন রাজ্যের শাসনামলে আরবদের সূচিতা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল নির্মিত হয়, যেমন–উন্মাদের জন্য বতুলালায় (Asylum)। স্পেনেই প্রথম বতুলালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।'

২০। History of Moorish Empire in Europe গ্রন্থে এস. পি. স্কট বলেন, 'The various topical applications used at present by the profession–such as ungenots, plasters, counter irritants, and pomades, originated in Mohammedan Spain. (বর্তমান যুগের চিকিৎসকেরা পোমেড (কেশাদির নিমিত্ত সুগন্ধি স্নেহ পদার্থ), মলম, বস্ত্রলিপ্ত মলম বা পট্টী, উত্তেজনা নাশক ঔষধ প্রভৃতি বিভিণ্ন প্রকারের যে সমস্ত স্থানীয় প্রয়োগের দ্রব্য ব্যবহার করছেন মুসলিম স্পেনেই তার উৎপত্তি।'

২১। 'মূর সভ্যতা' নামীয় ইতিহাস গ্রন্থে ড. এম. এ. কাদের বলেন, 'যন্ত্র শিল্পের যে সকল শাখায় মূরেরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, ধাতব দ্রব্য নির্মাণ তার মধ্যে প্রধান। তারা অসাধারণ কৌশলে গুরুভার ধাতুখণ্ড পর্যন্ত ঢালাই করতে পারতো। পিতল ঢালাই বিশেষত বড় বড় পাত্র প্রস্তুত করতে একালেও সর্বাপেক্ষা অধিক কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মূরেরা এ প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে অবগত ছিল। গলিত ধাতু ঢালাই করার সময় সমভাবে বিতরণ করা অতি কঠিন। ইউরোপের জাদুঘরসমূহে যে সকল নমুনা রক্ষিত আছে, তা দেখে মনে হয়, মূরেরা এ বিঘ্ন সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পেরেছিল।'

www.nagorikpathagar.org

২২। The History of Arabs গ্রন্থে P. K. Hitti উদ্ধৃত করেন : এস. পি. স্কট বলেন, 'They produced work little interior to that of the most skilled diamond cutters of to-day'। এ কৌশল ব্যতীত স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদির অলঙ্করণ একেবারেই অসম্ভব ছিল। কর্ডোভাসহ বিভিন্ন শহরে guild বা কারিগরদের সংঘ ছিল এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা ছিল। বড় বড় শহরে ঢালাই-এর কারখানা ছিল এবং এ সমস্ত কারখানায় লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, পিতল ব্যবহার করে চাবি, পাত্র, তালা, ছুরি, তরবারি সহ বিভিন্ন সামরিক ও পারিবারিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈরি করত। ঢালাই সমাপ্ত হলে উখা বা বাটালির সাহায্যে সেগুলো মসৃণ করা হতো। তরবারী ও লণ্ঠন নির্মাণে মূর কারিগরেরা অসামান্য চাতুর্য দেখিয়েছেন। উন্নতমানের তরবারির মুষ্ঠি স্থূল সোনা দিয়ে তৈরি করা হতো এবং কখনো কখনো তা মিনা করা অথবা মনিমুক্তা খচিত থাকত। তারা অসিকোষ বা খাপ ধুমাল বা উজ্জ্বল লোহিত মখমলে প্রস্তুত করত। মূর শিল্পীগণ ও মিনাকারিরা তরবারির চাকচিক্য বৃদ্ধির জন্য সোনা রূপার সুতা দিয়ে সূক্ষ্ম নক্শা তৈরি করত। গ্রানাডার শেষ সুলতান বু-আবদিলের তরবারি ছিল এরূপ, যা বর্তমান মাদ্রিদে রক্ষিত আছে। টলেডো অস্ত্র নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে এবং মূরদের হাতে এ শিল্প চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। সেভিলেও তরবারি নির্মাণের কারখানা ছিল। তরবারি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তা দিয়ে লোহার দণ্ড ভেদ করা যেত, কিন্তু কোন দাগ পড়ত না। তরবারির মত যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে মূর কারুশিল্পীগণ যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার প্রতিফলন দেখা যাবে মসজিদে ব্যবহৃত অসংখ্য ধাতুর লণ্ঠনে।

২৩। 'মূর সভ্যতা' গ্রন্থে ড. এম. এ. কাদের বলেন, 'তারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল প্রভৃতি ধাতু দিয়ে লণ্ঠন প্রস্তুত করত। প্রত্যেকটিতে দুই বা ততোধিক বাতি জ্বলত। গ্রানাডায় তৃতীয় মুহম্মদের জন্য এ রূপ একটি পিতলের লণ্ঠন তৈরি করা হয়।' এম. এ. কাদের মন্তব্য করেন, 'নক্শা, উপাদানও সম্পাদন প্রণালীর দিক দিয়ে কুম্ভকার্যে (মৃৎশিল্পে) (ceramic art) ইউরোপের অপর কোন দেশই মুসলিম স্পেনের ন্যায় উন্নতি লাভ করতে পারেনি। মেজর্কা দ্বীপের শহরগুলো মৃন্ময় পাত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। তথাকার কুম্ভকারেরা স্বর্ণ বা তাম্রের আভা বিশিষ্ট ইন্দ্রচাপবৎ নানা বর্ণোজ্জ্বল এক প্রকার পাত্র প্রস্তুত করার কৌশল জানত। তা থেকেই ইতালির কুম্ভকার বিদ্যা (মৃৎশিল্প) মেজলিকা নাম প্রাপ্ত হয়।'

www.nagorikpathagar.org

২৪। A. W. Frothingtam যথার্থই বলেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মালাগায় স্পেনীশ মৃৎশিল্পের স্বর্ণযুগের শুরু হয় এবং এ ধরনের সোনালী তৈজসপত্র (golden ware) গ্রানাডায় সমাদৃত হয়। এগুলো সিসিলি, মিশর, এমন কি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হতো।'

'আরবগণই প্রথম ইউরোপে কার্পাস বস্ত্র তৈরির পদ্ধতি প্রবর্তন করে। প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে হাতে চিত্রিত করে যে ছিট কাপড় তৈরি করা হতো আরবগণ কাঠের ব্লকের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নক্‌শার ছাপ দিয়ে ক্যালিকো, ছাপার পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে।'

২৫। ডা. এম, এ, কাদের তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন : মূরদের তৈরি রেশমি বস্ত্র ইউরোপীয় রাজন্যবর্গরা ব্যবহার করত। আল্লাহর নাম বুনা হলেও কুফী লিপিশেলীতে তারা সব বস্ত্র ব্যবহার করতে দ্বিধা করত না। 'এর মনোরম নক্‌শার গোলক—ধাঁধায় আল্লাহর নাম স্বর্ণরঞ্জিত হয়ে শত সহস্রবার দেখা দেয়। রাজন্যবর্গের এসব পোশাক-পরিচ্ছদে সে মূল্যবান পুষ্পময় বুটি ও উজ্জ্বল কোরান-বাণীর সাথে পূর্ণ কৌশলে স্বাভাবিক রঙে মালিকের ছবিও চিত্রিত থাকত। মাদ্রিদের ঐতিহাসিক সমাজের (Historical Society) জাদুঘরে রক্ষিত খলিফা দ্বিতীয় হাকামের তেরাজ বা অঙ্গরাখাই এখন জগতে মূর বয়ন শিল্পের এই বিখ্যাত শাখার একমাত্র নিদর্শন।'

এম. এ. কাদের আরো বলেন, লৌহ ও ইস্পাতের বুটিদার সন্দুক, শঙ্খ ও মণিমুক্তা শোভিত সুগন্ধি কাষ্ঠ খচিত আসবাবপত্র প্রভৃতি আরও অসংখ্য শ্রম-শিল্পে মূরেরা তাদের কৌশল ও প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান শাসকবর্গ ও সাধুগণ মুসলমানদের তৈরি মনিমুক্তা খচিত কাঠের কফিনে তাদের দেহাবশেষ রাখতে কুণ্ঠিত হতো না। গেরোনার গির্জার উঁচু বেদীতে এরূপ একটি কাসকেট রক্ষিত আছে। হিট্টি বলেন যে, দ্বিতীয় হাকামের সময়ের (৯৭৬-১০০৯ খ্রি.) রূপার প্লেটিং করা (repousse) কাঠের কাসকেটটিতে খলিফার নাম উল্লেখ আছে। খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, এই অতুলনীয় কারুশিল্পের নিদর্শনটি তৈরি করেন বদর এবং তারিক। এই কাসকেটটি উত্তরাধিকারী হিশামের জন্য একজন সভাসদ তৈরি করান।

www.nagorikpathagar.org

২৬। ঐতিহাসিক M. Ziauddin বলেন : "অলংকারিক নীতি নক্‌শা ক্ষেত্রে ইউরোপ মুসলমানদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লিপিকলা ভিত্তিক অলংকরণ। আরবি লিপিকলা তাদের কাছে অলংকরণ হিসেবে এরূপ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে যে মার্সিয়ার খ্রিস্টান রাজা ওফ্‌ফা (৭৫৭-৯৬খ্রি.) কুফী রীতি অনুসরণে মুসলমানদের 'কালিমা' তার মুদ্রায় খোদিত করেন। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত একটি ব্রোঞ্জ ও সোনার আইরিশ ক্রস, যার মধ্যভাগে কুফী রীতিতে 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি রয়েছে। এ এইচ. ক্রিসটি বলেন, "এই উভয় ক্ষেত্রেই কারিগরেরা যে অস্বাভাবিক লিপিমালা অনুকরণ অথবা গ্রহণ করছে তার অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি; কারণ মুসলিম ('কালিমা' অথবা 'বিসমিল্লাহ') সম্বলিত লিপিমালা জ্ঞাতসারে একজন খ্রিস্টান রাজার মুদ্রায় অথবা পবিত্র প্রতীকে খোদিত করা একেবারেই অসম্ভব।" পাডুয়ার এরেনা গীর্জায় লাজারাসের পুনরুত্থান নামক একটি ইতালিয় চিত্রকর্মে যীশুখ্রিস্টের ডান কাঁধে একটি ফিতা কুফী লিপির অনুকরণে অলংকৃত। ফ্রা-এঞ্জলিকো এবং ফ্রা লিপ্পি আরবি লিপিমালার প্রতি মোহাবিষ্ট ছিলেন এবং কুমারী মেরীর হাতের আস্তিন এবং পোশাকের বর্ডারে এ ধরনের অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত করেন।

শিল্পকলার অন্যান্য শাখার মতো হস্তলিপিশিল্প স্পেনে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তাদের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্য ও অলংকরণ শিল্পের নিদর্শন হচ্ছে আল-হামরা প্রাসাদ। ধ্বংসাবস্থায়ও পৃথিবীতে এর কোন তুলনা নেই। জে. ষ্টাইগসকী বলেন, "শিল্পকলার ইতিহাসে এর মর্যাদা অপরিসীম। আল-হামরা অদ্বিতীয়।" অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য, জটিল খোদাইকাজ এবং অতি উজ্জ্বল মোজাইকের সঙ্গে মনোরম ও আকর্ষণীয় কুফী ও অন্যান্য লিপি স্টাইলের সংমিশ্রণে অলংকরণ এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে। লিপিমালা জ্যামিতিক নক্সার পেঁচান ব্যাণ্ডের সাথে এমন দক্ষতায় খোদাই করা হয়েছে যে দর্শকদের নজরে রং বেরঙের ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে। অক্ষরগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে এমন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে মনে হবে একটি ফোয়ারা থেকে পানি নির্গত হচ্ছে।"

২৭। ঐতিহাসিক P.K. Hitti এর আরো একটি উদ্ধৃতি : বর্তমানে স্পেনে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে যে সমস্ত নিদর্শন এখনও খ্রিস্টানদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে সেভিলের জিরাল্ডা অন্যতম। যদিও

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে এটি গীর্জার অংশ হিসেবে ঘণ্টা-টাওয়ার (Bell Tower) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তবু সেভিলের আল-মোহেদ রাজবংশের অসাধারণ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। মূলত সেভিলের জামে মসজিদের অংশ হিসেবে জিরাল্ডা বা মিনার কালের সাক্ষী বহন করে চলছে। ইটের তৈরি এ মিনারটি প্রায় ২৪৩$\frac{৩}{৪}$ ফুট উঁচু এবং ৬৮$\frac{৩}{৪}$ বর্গফুট চতুষ্কোণাকার ভিত্তির উপর নির্মিত। আরব ঐতিহাসিকগণ চারটি বড় আকারের স্বর্ণমণ্ডিত ব্রোঞ্জের আপেলের কথা উল্লেখ করেন, যা-শীর্ষদেশে শোভা পেত। বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে গীর্জার টাওয়ার। ১৫৬০ থেকে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ স্থানে মিনারে উপর ঘণ্টাঘর নির্মিত হয়। এখানে কর্ডোভায় স্থাপিত হারনাম রুইয় পঁচিশ ঘণ্টা বিশিষ্ট এ ঘণ্টা ঘর (belfry) নির্মাণ করেন। বর্তমানে ঘণ্টাঘর ৯৮ ফুট উঁচু অর্থাৎ মিনার ও ঘণ্টা ঘরসহ জিরাল্ডার মোট উচ্চতা ৩২৮ ফুট। মিনারের দেওয়াল ৮ ফুট মোটা এবং অত্যন্ত সুকৌশলে নির্মিত এবং অভ্যন্তরে উপরে উঠার জন্য পেছানো সিঁড়ি নির্মিত হয়। এটি এত প্রশস্ত ছিল যে গাধা অথবা খচ্চরে চড়ে উপরে উঠা যেত। অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের জন্য লম্বালম্বী জানালা মিনারে শোভা পাচ্ছে।'

২৮। প্রখ্যাত গবেষক ডাঃ এম, এ, কাদেরের 'মূর সভ্যতা' গ্রন্থের আরো একটি উদ্ধৃতি : 'আরবদের আবিষ্কার ব্যতীত সমুদ্র বাণিজ্য অথবা সমুদ্রাভিযান মোটেই সম্ভব হতো না। সেক্সট্যান্ট এবং আস্তালবের ছাড়া সমুদ্রে দিক নির্ণয় অসম্ভব ছিল এবং এ দুটি মুসলমানদের আবিষ্কার। এছাড়া নাবিক-বিদ্যায় মূরগণ সর্বপ্রথম চুম্বক শলাকার (magnetic needle) ব্যবহার প্রচলন করে। পূর্বে ভুলবশত এটি আমালফির নাবিকদের আবিষ্কার বলে বিবেচিত হত। আরবদের নিকট থেকে ইতালির নাবিকেরা দিক নির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করে যার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তারা সমুদ্রাভিযান করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এ দিক নির্ণয় যন্ত্র ব্যতীত কলম্বাস নতুন জগত (New World) অর্থাৎ আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না এবং অনেকের ধারণা যে কলম্বাসের জাহাজে আরব নাবিক ছিলেন। মূরদের আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে দাড়ি পাল্লা যার অবর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে যেত। এস. পি. স্কট বলেন, 'The balance whose value to the merchant would not be fully apparent unless he were deprived of it, is also an invention of the Arabs.' ('যে দাঁড়ি

www.nagorikpathagar.org

পাল্লা না থাকলে ব্যবসায়ীদের এক মুহূর্তও চলে না, তা আরবদের আবিষ্কার')। এছাড়া মূরেরা রৈখিক মাপ ও ওজনে মাপ দিবার পদ্ধতি জানত। ঘোড়ার বালামচি (horse hair) মূরদের রৈখিক মাপের (linear measurement) মান বা unit হিসেবে গণ্য করা হতো। দাড়ি পাল্লায় ওজনের জন্য যব-দানা ছিল সর্বনিম্ন ভারমান (weight)। চারটি যবদানা দিয়ে একটি মটর হতো। আরবিতে এর নাম কারাত। মূরেরা তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে স্বর্ণ মাপার পদ্ধতিতে, যাতে কারাতের ব্যবহার দেখা যায়। ড্রেপার যথার্থই বলেন, 'We still use the gram as our unit of weight and still speak of gold as so many carat fine.' ('আমরা স্বর্ণের ওজনের ক্ষেত্রে গ্রেণ বা কারাত ব্যবহার করি এবং স্বর্ণের পরিমাণের ক্ষেত্রে বলে থাকি অত কারাত।')

বিঃদ্রঃ আরো অনেক ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি প্রদান করে বিশ্বসভ্যতায় স্পেনীয় মুসলমানদের অবদানের অনেক বিষয় ও তথ্য দেওয়া যেত। এছাড়া মুসলিম স্পেন যে সকল মনীষা জন্ম দিয়েছে তাঁদের তালিকা ও সৃষ্টিকর্ম পেশ করা যেত। বইটির কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে, এ আশংকায় এ অধ্যায়ে আরো তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করা থেকে বিরত হওয়া গেল।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান, মুসলিম নির্যাতন, নিধন ও বিতাড়ন

আমেরিকান ঐতিহাসিক H. C. Lea এবং স্পেনীয় ঐতিহাসিক সহ বিখ্যাত ইতিহাসবিদদের লিখিত ইতিহাস থেকে যে তথ্যাবলী পাওয়া যায় তার আলোকে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসানের পর মুসলমানদের উপর যে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, জুলুমবাজী, নিধন, বিতাড়ন ও নিশ্চিহ্নকরণের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তার বিবরণ খুব সংক্ষেপে প্রদান করা হল :

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানী ইসাবেলা স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন। অল্প কিছুদিন পর রাজা ও রানী মুসলমানদেরকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে জোরজবরদস্তী আরম্ভ করেন। পরিস্থিতি অনুভব করে আত্মমর্যাদাশীল মুসলমানদের কিছু অংশ নিয়মিতভাবে স্পেন ত্যাগ করা আরম্ভ করেন।

এ সময় স্পেনে খ্রীস্ট ধর্মযাযকদের গুরু ছিলেন আর্ক বিশপ Hornado. তিনি রানী ইসাবেলার পাপশ্রবণকারী যাযকও ছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুসলমানদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মান্তকরণের গতি মন্থর ছিল, যা রাজা, রানী ও অন্যান্য যাযকরা পছন্দ করেননি। ফলে আর্ক বিশপ ফ্রান্সিসকো ১৪৯৯ সাল থেকে মুসলমানদের বলপূর্বক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই কুরআন, হাদিস সহ লক্ষাধিক আরবী অক্ষরে লিখিত গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেন। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়ন ও বল প্রয়োগ আরম্ভ করেন। একদিন জনৈক মুসলিম কিশোরীকে ধর্মান্তরিত করার জন্য টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—মেয়েটির চীৎকার শুনে এলাকার মুসলমানগণ প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে, সরকারের বাহিনী এসে তাদেরকে শায়েস্তা করে। ঘটনাস্থলে চারজনকে হত্যা করা হয়। বহুলোক আহত ও আরো বহুলোক গ্রেফতার হয়।

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহাসিক টালাভেরা বলেন—'বিশপ জিমেনেস ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার চেয়ে বৃহত্তর বিজয় অর্জন করেন। কারণ তারা জয় করেন গ্রানাডার মাটি। আর তিনি জয় করেন গ্রানাডার আত্মা।'

বহু এলাকার মুসলিম পরিবার অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম নিপীড়নের স্বীকার হয়ে ভিটেমাটি ত্যাগ করে দুর্ভেদ্য, শীতকালে বরফাচ্ছাদিত পার্বত্য সংকুল উঁচুনিচু পাহাড় ও ভীতিপ্রদ খাদের মধ্যে হিজরত করেন এবং সেখানে কৃষি কর্ম, ফল উৎপাদন ইত্যাদি কর্মে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। এলাকার নাম পূজাররাস। এটি উত্তরের পার্বত্য এলাকায় একটি স্বল্প পরিচিত এলাকা।

এই এলাকা ও বাসিন্দাদের খবর পেয়ে একদল যাযক সেখানে পৌছেন এবং লোকদের ধর্মান্তরিত করতে জোর জবরদস্তী আরম্ভ করেন। এ অঞ্চলের বাসিন্দাগণ তাদের কার্যকলাপ দেখে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং যাযকদেরকে হত্যা করে ফেলে। খবর পেয়ে রাজা ফার্ডিনান্ড এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে তাদের মোকাবেলা করেন। সংঘর্ষে বহুলোক নিহত হয়। উপায়ন্তর না দেখে কিছু সংখ্যক মুসলমান পালিয়ে যায়। সরকারী বাহিনী ইচ্ছামত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে থাকে।

আন্দারাকসের একটি বড় মসজিদে বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল। ঐ মসজিদটি আশ্রয় প্রার্থীসহ বারুদের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বেলফিকু নামক স্থানের সকল পুরুষ লোকদের হত্যা করা হয় এবং স্ত্রীলোকদের দাসী বানিয়ে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়। গুয়েজার ও নিজার অঞ্চলের সকল অধিবাসীদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করা হয়। এগার বছরের কম বয়সী ছেলে মেয়েদেরকে খ্রীস্টান যাযকদের হাতে তোলে দেওয়া হয়। আল পূজাররাস এলাকার সকল মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেরন, তিজোলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দশ হাজার মুসলমানদের বল প্রয়োগে খ্রীস্টান বানানো হয়। আলমেরিয়া ও গাউডিক্স এলাকায় সকল মুসলমানদের ইসলাম ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়।

১৫০২ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী রাজা ফার্ডিনান্ড একটি রাজআদেশ জারী করেন। আদেশে বলা হয় সকল মুসলমানদেরকে দুই মাসের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

স্পেনের মুসলিম নরনারী যারা তখনও দেশ ত্যাগ করেননি, তারা প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং রবিবারে গীর্জায় যাতায়াত শুরু করে। কিন্তু তারা নিজেদের ঘরে দরজা বন্ধ করে নামাজ, রোজা আদায় করত, এবং কোরআন পাঠ করত। এ খবর গুপ্তচরদের মাধ্যমে যাযকদের কাছে পৌঁছে যায়। এবার তারা ধর্মীয় আদালত (Holy Inquisition) গঠন করে মুসলমানদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। দণ্ডাদেশ প্রাপ্তদের মধ্যে যারা তাদের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধী, তাদের রক্ত যাতে মাটিতে না পড়ে এজন্য তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করা হয়।

জনৈক স্পেনীয় ইতিহাসবিদ 'আল-তামিরা তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন—'মুসলমানদের প্রতি ছিল তাদের গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ। খ্রীস্টান শাসকদের প্রতি যাযকদের সুগভীর প্রভাব ছিল। মুসলমানদের প্রতি ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা ঘৃণার আগুনে বাতাস দিয়ে তারা উসকে দিত এবং এখান থেকে তাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর গোঁড়ামীর বিধ্বংসী আগুনে পরিণত করা তাদের জন্য সহজ ছিল।'

যারা বহিরাগত নয় স্পেনের ভূমিসন্তান (Son of the soil) এদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন, তাদের 'মুদেজার' বলা হত। মুদেজার মুসলিম সম্প্রদায়কে বহিস্কার করতে যাযকমণ্ডলী শাসকবর্গকে অবিরত চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। মুদেজার মুসলমানগণ যে সকল খ্রীস্টান ডিউকের (জমিদারদের) ভূমি দাস ছিল, সে সকল ডিউক তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ-অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মোদেজারদের পক্ষে সুপারিশ করত, কিন্তু খুব কমই সুপারিশ গৃহীত হত।

১৫২২ সালের ৪ জুলাই ভ্যালেনসিয়াতে একজন ফ্রান্সিকান সন্ন্যাসী যিশু খ্রীস্টের আকৃতি সম্বলিত ক্রুশ আন্দোলিত করে স্লোগান দেয়—'খ্রীস্ট ধর্ম দীর্ঘজীবি হোক-সারাসিনদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ।'

আগারমানাডেস নামীয় ভ্রাম্যমান দস্যুগণ স্লোগান ধরে 'মুরদের মৃত্যু হোক—কুকুরদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত কর।' তারা দলে দলে শ্লোগান দিয়ে মুসলমানদের সর্বস্ব লূট করে তাদেরকে খ্রীস্টান বানাতো। ইতিমধ্যে বড় বড় সুসজ্জিত প্রায় সকল মসজিদকে গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয় এবং মসজিদগুলোর দরজায় যিশুখ্রীষ্ট ও মেরীর ছবি টাঙ্গানো হয়।

www.nagorikpathagar.org

১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ম চার্লস স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বদেশে ছিলেন ১ম চার্লস, কিন্তু পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রধান হিসাবে ৫ম চার্লস উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ কালে শপথ করেছিলেন, তিনি তার প্রজাকূলকে রক্ষা করবেন। তার বহু প্রজা মুসলমান ছিল। তাদের ব্যাপারে ৫ম চার্লসের শপথ রক্ষা হয়নি। অবশ্য মুসলিম প্রজাদের ব্যাপারে শপথ ভঙ্গ করার জন্য তিনি রোমের পোপ ক্লেমেন্টের কাছে লিখিত আবেদন করেন। পোপ তাকে মুসলমানদের ব্যাপারে শপথ ভঙ্গ করার অনুমতি প্রদান করেন। সাথে সাথে পোপ তাকে পরামর্শ দেন, মুসলমানদেরকে ক্যাথলিক খ্রীস্টান বানাতে সকল প্রকার কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এতদসত্ত্বেয় যারা খ্রীস্টান হবে না তাদেরকে নির্বাসন প্রদান করার কিংবা চিরস্থায়ী দাসদাসী বানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

রোমের পোপের নিকট থেকে শপথ ভঙ্গের অনুমতি লাভ করে ৫ম চার্লস ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর একটি রাজ-আদেশ জারী করেন। আদেশে স্পেনে বসবাসকারী সকল মুসলমান নরনারীকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। যারা ইসলাম ত্যাগ করবে না তাদেরকে দুই মাসের মধ্যে স্পেন ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়। যারা স্পেন ত্যাগ করতে উদ্যোগী হবে, তাদেরকে 'কুয়েনক' থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করার এবং ডালাডোলিড-মাদ্রিদ্ রাস্তা দিয়ে 'করুণা' বন্দরে জাহাজে উঠতে আদেশ প্রদান করা হয়। পাসপোর্ট সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল ও দুর্নীতিযুক্ত ছিল। এছাড়া জাহাজে টিকেট সংগ্রহ করার কাজটিকে ইচ্ছে করে জটিল করা হয়। যে রাস্তা (Route) দিয়ে সাগর পার হতে হবে, তা ছিল দুর্যোগময়, বিপদজনক ও দীর্ঘ। মজার ব্যাপার রাজ্যের খ্রীস্টান বাসিন্দাদের প্রতি একটি আদেশ জারী করা হয়—আদেশে বলা হয় তারা যেন কোন মুসলমানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় না করে।

উল্লেখ্য আল-পূজাররাসের মুসলমানদের বিদ্রোহ দমনের পর যে বিভীষিকাময় জুলুম আরম্ভ হয়, তার খানিকটা বিদ্রোহ দমনে অংশগ্রহণকারী এক সৈন্যের লিখিত বই থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে : 'সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা এমন ছিল যে, তা লিখতে কলম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে। আমি নিজে একজন মরিস্কো নারীর ক্ষত বিক্ষত লাশ সটান হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি—যার চারপাশে তার

www.nagorikpathagar.org

সন্তানদের ছয়টি মৃত দেহ পড়েছিল—আর তার একটি জীবিত দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের দুধের পরিবের্তে রক্তপান করছিল। লোভী সৈন্যরা নারীদের মৃতদেহ থেকে গহনাগুলো খুলে নিচ্ছিল।'

ঐতিহাসিক প্রেসকট মৃত্যুর তাণ্ডবলীলার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জঘন্য ঘটনাটিকে ফরাসী বিপ্লবের সাথে তুলনা করেন এবং মরিস্কোদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধানের ব্যর্থতার জন্য সরকারকে নিন্দা করেছেন।

স্পেনের মুসলমান এমনকি ইহুদিদের বিচার করার জন্য গোটা রাজ্যের সর্বত্র ধর্মীয় আদালত (Holy Inquisition) গঠন করা হয়। অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো বিচারালয়গুলো সারা স্পেনে ছড়িয়ে ছিল। এর কর্মকর্তাগণ যাজকদের মধ্য হতে নিয়োগ হতো। তারা উচ্চ মর্যাদার ধর্মপরায়ণ খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক সামরিক বাহিনী গঠন করে যারা যিশু খ্রিষ্টের কট্টর অনুসারী ছিলেন। এই বিচার সভার কার্যক্রম চলত অতি গোপনে। সন্দেহভাজন ধর্মদ্রোহীগণ বিচারসভার গুপ্তচরদের দ্বারা গ্রেফতার হত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতো। তারা বন্দী হওয়ার পর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেত এবং কেউ তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারত না। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিচারক কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকা থেকে তার উকিল নিযুক্ত করতে পারত। বিচারকার্য চলার সময়ে বন্দিকে নির্দোষ বিবেচনা করা হতো না কারণ তার বন্দি হওয়ার ঘটনাটিকে তার দোষী হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতো। বন্দিকে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করা হতো এবং তাকে পাশবিক নির্যাতন ভোগ করতে হতো। দোষী ব্যক্তিদেরকে তাদের অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে শাস্তি দেয়া হতো। লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের সংশোধনের জন্য অনুশোচনা করতে হতো অথবা 'সানবেনিটো' নামক হলুদ রংয়ের একটি বিশেষ পোশাক জনসাধারণের মধ্যে পরতে হতো। এই বিচারসভা জরিমানা আরোপ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং চিরদিনের জন্য অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে পারত। যদি বন্দি তার ধর্মমত বা বিশ্বাস পরিবর্তন করতে অস্বীকার করত তবে তাকে চিরতরে মুক্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

H.C. Lea বলেন, ' শূকরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান না করার জন্য অপরাধী সাব্যস্থ করা হত। শোনা যায় মেহেন্দী দ্বারা নখ রঞ্জিত করা, মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করতে অস্বীকৃতি, গৃহপালিত পশু-পাখি জবাই, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা পর্যন্ত ধর্মবিরোধী মারাত্মক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত।'

www.nagorikpathagar.org

গ্রানাডার আর্কবিশপ ডোন পেড্রো গুযেরো প্রশাসনের কাছে একটি স্মারকলিপি উপস্থাপিত করেন, যাতে মরিস্কোগণ আন্তরিকভাবে ধর্মদ্রোহী থেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ধর্মের সঙ্গে ঠাট্টা করছে একথা প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ ছিল। স্মারকলিপিটিতে অভিযোগ করা হয় যে, তাঁরা শুধু জরিমানা হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য গির্জায় যোগদান করে, খ্রিস্টান পর্বের দিন তারা বাড়িতে অবস্থান করে, রবিবারের পরিবর্তে তারা শুক্রবারে সাপ্তাহিক ছুটি উদযাপন করে। উক্ত স্মারকলিপিতে আরও বলা হয় যে, প্রায়শ তারা দৈনিক নিজেদের ধুয়ে পরিষ্কার করে এমন কি কনকনে ঠান্ডার দিনেও। তারা শুধুমাত্র লোক দেখানোর ছলে তাদের শিশুদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে এবং দীক্ষাদানের চিহ্নসমূহ ধুয়ে ফেলে। বাড়ি এসে তারা শিশুকে ইসলামি নাম দেয়, বালকদেরকে তারা গোপনে খাৎনা দেয়। তারা খ্রিস্টান হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য কয়েকটি প্রার্থনা মুখস্থ করে। বিয়ের সময় বর-কনে প্রতিবেশীদের নিকট থেকে পোশাক ধার করে গির্জায় আসে কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে ইসলামি রীতি অনুসারে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে।

পোপ মরিস্কোদেরকে খাঁটি খ্রিস্টানরূপে দীক্ষিত করার ক্ষেত্রে স্পেনীয় প্রশাসনকে শিথিলতার জন্য তিরস্কৃত করেন। ফিলিপ বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন সুপারিশ করে যে মরিস্কোদেরকে ঐ সব প্রভাব থেকে জোরপূর্বক মুক্ত করতে হবে যেগুলোর মূল তাদের ইতিহাস ও ইসলাম ধর্মে নিহিত রয়েছে। তাদেরকে আরবি ভাষায় কথা বলা থেকে বিরত করতে হবে এবং তাদের সমস্ত দলিল দস্তাবেজ স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। আরবি ভাষায় লিখিত সমস্ত বইপত্র স্থানীয় অফিসের প্রধান—ডেযার নিকট জমা দিতে হবে। মরিস্কোদেরকে তিন বছরের মধ্যে স্পেনীয় ভাষা শিখতে হবে। তাদের খ্রিস্টানদের জাতীয় পোশাক পরতে হবে এবং তাদের নারীরা পর্দা ছাড়া চলাফেরা করবে। তাদের বিবাহ খ্রিস্টান রীতি অনুসারে প্রকাশ্যে করতে হবে এবং বিয়ে উৎসব চলার সময় তাদের বাড়ির দরজা খোলা রাখতে হবে। তাদেরকে গোসল করা ও অজু করা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি স্নানাগার ধ্বংস করতে হবে। এসব সুপারিশ ফিলিপ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর রাজকীয় (Pragmalica) অনুশাসনমালা এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ইতিহাসের এমন নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নাই বললেই চলে।

www.nagorikpathagar.org

১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২ জানুয়ারি স্পেন সরকার প্রতি বছর গ্রানাডা বিজয়ের উৎসব পালন করত। ঐ তারিখে সরকারের আমলারা একটি শোভাযাত্রা সহকারে বিশাল ময়দান বাব আল-বোনাতে সমবেত হয় এবং সেখানে রাজকীয় অনুশাসনের দুর্ভাগ্যজনক শর্তগুলো সমবেত মরিস্কোদের সামনে পাঠ করা হত। অন্যান্য স্থানে অনুরূপ ঘোষণা প্রচার করা হয়। অতঃপর সমস্ত স্থানাগার ভেঙে ফেলা হয় এবং তিন থেকে এগার বছর বয়সী শিশুদেরকে স্পেনীয় ভাষায় খ্রিস্টান ধর্ম তত্ত্বে শিক্ষিত হওয়ার জন্য যাজকদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলে ভর্তি করানো হয়।

ডন যোহন ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল গ্রানাডায় আসেন। সমর উপদেষ্টাদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কার্যক্রম শুরু করার আগেই মরিস্কো অধ্যুষিত ঘনবসতিপূর্ণ আলবায়সিন এলাকা থেকে মরিস্কোদের তাড়িয়ে দিতে হবে। এতে ফিলিপস অনুমোদন দেন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ধারিত দিনে সকালে ১০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বয়স্ক মরিস্কোদেরকে প্যারিস গির্জায় সমবেত হতে নির্দেশ দেয়া হয়। অপরাধী অথবা দাসদের মতো মরিস্কোদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে জন্ম শহর থেকে বের করে দেয়া হয়। তাদের অনেকে শোকে ও ক্লান্তিতে প্রাণ হারায় অথবা তাদের সাথে থাকা সৈন্যগণ কর্তৃক নিহত, লুণ্ঠিত বা দাস হিসেবে বিক্রীত হয়।

চারশতের বেশি নারী ও শিশুদেরকে উন্মুক্ত একটি ময়দানে সমবেত করা হয় এবং যুদ্ধলব্ধ এবং সম্পদের মূল্য সম্পর্কে সচেতন সৈনিকেরা তাদের জীবন বাঁচাতে ইচ্ছা প্রকাশ করছিল। এ বিষয়টি ডন জোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সেনাদের মধ্যে নরমভাব দেখা মাত্রই কঠোর হৃদয় সেনাপতি তাদের শিথিলতার জন্য তিরস্কার করেন এবং নির্মমতার সঙ্গে ঐ সময়ে প্রচলিত নিয়মের কথা স্মরণ করান। এমনকি তিনি রক্তাক্ত কাজটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করার জন্য তাকে প্রহরাদানে রত কুঠারধারী সৈনিক ও অশ্বারোহীদেরকে পাঠান। এ সময়ে তিনি তার শিকারদের আর্তচীৎকার এবং করুণা প্রত্যাশীদের হৃদয়বিদারক ও মর্মভেদী প্রার্থনার প্রতি উদাসীন থেকে তার ঘোড়ার পৃষ্ঠে অনড় এক মার্বেলের মূর্তির মতো নীরব দর্শকের ভূমিকায় দণ্ডায়মান অবস্থায় নিধন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করেন।

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকান ঐতিহাসিক H.C. Lea ধর্মীয় বিচার সভার কার্য বিবরণী ও অন্যান্য নথি থেকে বিচার, শাস্তি এবং ধর্মত্যাগে অনিচ্ছুক মরিস্কো মুসলমানদের পুড়িয়ে মারার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন। তার সম্পাদিত পরিসংখ্যান সংক্রান্ত উপাত্ত উদ্ধৃত করা হবে অতি দীর্ঘ একটি কাজ। লেখকের বিবরণে বিচার সভার সামনে আসা অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলোর মধ্যে মরিস্কোদের দুর্দশার চিত্র উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যে সব সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবিকবোধ শুধু কথার কথা সেখানে কী ঘটে তা দেখাতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে গার্সি রডরিকুয়িস নামীয় একজন মুসলমানের বিচার হয় কারণ তিনি অজ্ঞাতসারে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে গ্রানাডার যুদ্ধে জনৈক সামরিক কর্মকর্তা একজন সৈনিক কর্তৃক রক্ষা পান আশীর্বাদ প্রাপ্ত মেরীকে না ডেকে। তাকে প্রায়শ্চিত্তমূলক পোশাক পরতে বাধ্য করা হয়। জনৈক ডিয়েগো হেররেযকে একশত চাবুক মারা হয় কারণ তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি অসম্মানজনক ভাষা প্রয়োগে বাধা দিয়েছিলেন। আলোনসো ডি সোরিয়া-এর উপর অত্যাচার করা হয় এবং জরিমানা আরোপ করা হয় কারণ তিনি একটি আলোচনার সময় বলেন যে, একজন যাজকের সামনে অপরাধ স্বীকার অর্থহীন কারণ পাপের জন্য প্রকৃত অপরাধ স্বীকার ও জবাবদিহিতা ঘটবে তার মৃত্যুর পরে। একটি খ্রিস্টান পরিবারে নিযুক্ত মরিস্কো মুসলিম তরুণী ইসাবেলাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয় কারণ তর্কাতর্কির সময়ে সে খ্রিস্টানদেরকে অভিশাপ দেয় এবং একথাও স্বীকার করে যে, সে একটি আলাদা আইন বিধি অনুসরণ করে। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে বার্টোলোমি সানকচেষকে ঘনঘন গোসল করা ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য তিন বছর দাঁড় টানা জাহাজে দাঁড় টানার শাস্তি দেয়া হয়। ধর্মীয় বিচারসভা বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করেনি।

৯০ বছরের বৃদ্ধা মুসলিম মহিলা ইসাবেলা যাসিমকে একটা গাধার পিঠে চড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো এবং ১০ ডুকাড জরিমানা করা হয়, তার অপরাধ, তার কাছে কুরআনের একটি কপি ছিল। প্রতিদিনের এসব অভিযোগ খ্রিস্টান ও মরিস্কোদের মধ্যকার ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেয় এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তাদের ঘৃণা গভীরতর করে। মরিস্কোদের প্রতি শিক্ষিত স্পেনীয়দের মনোভাব ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। যেমন একজনের মন্তব্য, মরিস্কোদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ তারা সবাই বিবাহিত হয় এবং তারা সেনাবাহিনীতেও যোগ দান করে না বা কৌমার্যব্রতও গ্রহণ করে না। তারা খরচ করে কম, সঞ্চয়

www.nagorikpathagar.org

করে বেশি, মৃদু জ্বরের মতো তারা স্পেনকে গ্রাস করছে। কিন্তু গ্রানাডার ক্যাথিড্রালের একজন পুরোহিত পেড্রোয়া যিনি আলপুজাররাসের যুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন, ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি দেখতে পান যে, মরিস্কোদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক অলস, তারা নীতিজ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী, ব্যবহারে তারা গরিবদের প্রতি খুবই দানশীল এবং শুধুমাত্র বিচারকদের প্রতিহিংসা ও কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতার কারণে তারা খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়।

১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে আলভার ডিউক ও অন্যান্যদের নিকট থেকে একটি প্রস্তাব আসে যে মরিস্কোদেরকে একটি জাহাজে তুলে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হোক। আর্চবিশপ রিবেরা প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত কর্মক্ষম মরিস্কোদেরকে ইন্ডিজে খনির কাজে পাঠানো হোক। সবচেয়ে কঠিন প্রস্তাবটি করেন Defensio Fidei এর লেখক Fray Blada যিনি ছিলেন তার সময়ের বিখ্যাত ধর্মবেত্তাদের একজন। তিনি প্রস্তাব করেন যে সমস্ত ধর্মদ্রোহীদের সতর্ক করার জন্য সব মরিস্কোকে এক দিনে হত্যা করা হোক।

H.C. Lea কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, 'যখন কোন মরিস্কোকে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হতো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হতো সেকি একজন খ্রিস্টান নাকি একজন মুর বা মুসলিম হিসেবে মরতে চায়। আগে তাদেরকে সাধারণ নাজাভের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলানো হতো এবং পরবর্তীতে তাদেরকে শহরের প্রাচীরের বাইরে রামবলা নামক একটি স্থানে নেয়া হত, যেখানে তাদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে পৌত্তলিকদের ঈশ্বরের বিধানানুসারে পোড়ানো হতো। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সচরাচরভাবে তারা উৎসাহের সঙ্গে খ্রিস্টান হওয়ার স্বীকৃতি দিত এবং অতঃপর ফাঁসি কাষ্ঠে মহানবীর নাম উচ্চারণ করতো। খ্রীস্টান জনসাধারণ এজন্য প্রস্তুত থাকতো এবং হাতে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। মুহাম্মদ (সা.) -এর নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলা ঝড়ের মতো তার দিকে পাথর ছুড়ে মারত।'

স্পেনে মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে আগমন করেন ৭১১ খ্রিস্টাব্দে। সাতশ আশি বছর রাজত্ব করার পর তাদের রাজত্বের অবসান হয় ১৪৯২ সালে। রাজত্ব হারানোর পর মুসলমানগণ নানাভাবে নিগৃহীত হয়। ইতিহাসে যাতে মুসলমানদের বিজয়, মুসলিম রাজত্ব, তাদের বিজয়গাঁথা ও কৃতিত্ব, তাদের অবদান, রাজত্ব হারানোর পর মুসলমানদের উপর নানান কিসিম জুলুম

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতনের কাহিনী লিখতে গিয়ে মুসলমান ও ইসলাম ধর্ম বারবার ব্যবহার না করতে হয়, এ জন্য সরকারী রোমান ক্যাথলিক চার্চ (official Roman Catholic church) 'মুসলমান' শব্দের পরিবর্তে কিছু Terminology (পরিভাষা) সৃষ্টি করে। তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত মুসলমানদের ব্যাপারে Moor মুর পরিভাষা ব্যবহার করে। স্পেনের ভূমি পুত্র (Son of the soil) যারা আরবীয় মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম কবুল করে তাদের নাম দেওয়া হয়-মুদেজার (Mudejar)। আবার যখন মুসলমানদের বলপূর্বক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় তখন তাদেরকে স্পেনের নাগরিক ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী না বলে তাদের নাম দেওয়া মরিস্কোস (Mooriscos). Moor শব্দটি Latin ভাষার 'Marus' শব্দ থেকে পরিভাষাটি সৃষ্টি করা হয় যার অর্থ 'কালো চেহারার আদমী।'

Mudejar শব্দটি আরবী ভাষার 'Mudajjil' শব্দ থেকে নির্গত হয় যার অর্থ প্রতারক, ঠগ, প্রবঞ্চক। উত্তর স্পেনের মুসলমানদের ইসলাম ত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার আগে তাদেরকে বাধ্যতামূলক একটি বেজ Badge ও বিশেষ ধরনের একটি পোশাক পরতে হত যার নাম 'Sanbenito'. কাপড়ের রং ছিল হলুদ।

যে সকল ব্যক্তিদের ধর্মীয় আদালতে (Inquisition) শাস্তি হবে তাদের সন্তানসন্ততী, নাতি, নাতনীদেরকে জজ, মেয়র, কন্সটেবল, ম্যাজিস্ট্রেট, জুরার স্টুয়ার্ড, উকিল, ডাক্তার, সেক্রেটারী, একাউন্টেন্ট, ইন্সিপেকটার, টেক্স কালেকটর ইত্যাদি চাকুরীতে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে আইন করা হয়।

The children and grandchildren of those condemned (by the (inquisition) may not hold or possess public offices, or posts, or honours, or be promoted to holy orders, or be judges, mayors, constables, magistrates, jurors, stewards, officials of weights and measures, merchants, notaries, public servent, lawyers, attorneys, secretaries, accountants, treasurers, physicians, surgeons, shopkeepers, brokers, chargers, weight inspectors, collectors, tax-farmers, or holders of any other similar public office. (–H. Kamen–The Spanish Inquisition)

www.nagorikpathagar.org

Spanish Inquisition at a later date, and all books in Arabic especially The Quran, were collected to be burnt. Cardinal Ximenes...was reported during his conversion campaign among the Granada Moors in 1500 to have burnt in the public square of Vivarrambla over 1,005,000 volumes including unique works of Moorish culture. (–H. Kamen–The Spanish Inquisition)

One of the sorest disabilities inflicted on the Moriscos was the deprivation of arms, for it was not only a humiliation, but it left them defenceless at a time when violence was constant and to an Old Christian the blood of the despised race was little more than that of a dog. (H.C.Lea–The Moriscos of Spain)

Even that last of the public baths, which the Muslims had built everywhere when they first came to Spain, were destroyed :

In 1567 a solemn ceremony took place and 'all the artificial baths' that were in Granada were destroyed. The people forgot the custom of washing themselves frequently, in Spain as in Europe, until well into the nineteenth century. (A. Castro–The Structure of Spanish History)

Access to Granada was sternly prohibited; any Morisco found within ten leagues of the Granada border was to suffer death, if a male over the age of 16; between that and ten and a half, and all females over nine and a half were to be enslaved, while younger children were to be given to Old Christians to be brought up until they reached the age of twenty. If found within ten leagues of Valencia, Aragon or Navarre the penalties were the same, except that death was commuted to service for life in the galleys. (H.C. Lea–The Moriscos of Spain)

Dozy R.P.A. তার খুবই নামকরা ঐতিহাসিক গ্রন্থ Spanish Islam এর একটি উদ্ধৃতি : "যদি কোন বন্দী (মুসলমান) মুক্তিপন দিতে অপারগ হতেন, তবে তার জিহ্বা কেটে দেওয়া, চোখ তোলে ফেলা এবং কুকুর দিয়ে তার সারা

www.nagorikpathagar.org

দেখতে পেলাম এটা একটি ইহুদীর লাশ–তখন আমরা বললাম, –হে আল্লাহর রাসুল (সা.) এটা তো একজন ইহুদীর লাশ। তিনি বল্লেন, মৃত্যু একটি ভয়ানক বিষয়। অতএব যখন তোমরা লাশ দেখবে, দাড়িয়ে যাবে। (আবু দাউদ–হাদিস নং-৩১৭৪)

(খ) মৃত লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা–জীবিত মানুষের শরীরের হাড্ডি ভাঙ্গার মত জঘন্য কাজ। (আবু দাউদ–হাদিস নং-৩২০৭)

২১। চরম বিলাসিতা ও শিরকী কার্যকলাপ :

একটি ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি অবতারনা করা যাক। ২য় খলিফা ওমর (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুলমাল থেকে মাসিক বেতন নিতেন। একদিন খলিফার বেগম তাঁকে কিছু মিষ্টি খেতে দিলেন। ওমর (রা.) বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন– 'মিষ্টি কোথা থেকে পেয়েছ?' জবাবে বেগম বললেন– 'আপনার মাসিক বেতনের কিছু অর্থ বাঁচিয়ে এ মিষ্টি কিনেছি।' ওমর (রা.) উপলব্ধি করলেন, তার মাসিক বেতন থেকে নিজ প্রয়োজনীয় খরচ করার পরও কিছু উদ্বৃত থাকে। এবার তিনি তাঁর মাসিক বেতন কমিয়ে দিলেন। স্পেনের উমাইয়া Dynastyর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ৩য় আবদুর রহমান। যেহেতু খলিফা ওমর (রা.) মাসিক বেতন নিতেন–খলিফা ৩য় আবদুর রহমানের যেহেতু কোন ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না, তাই তার মাসিক বেতন নেওয়াটাই স্বাভাবিক। ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে খলিফা আবদুর রহমান তার উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে মিষ্টি মুখ না করে তার বেগম যাহরাকে খুশি করার জন্য বসবাসের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেগম সাহেবার নামে 'আয যাহরা রাজপ্রাসাদ' নির্মাণ করান। এ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করতে ৪০ বছর সময় লাগে। ১০ হাজার শ্রমিক মিস্ত্রি ইঞ্জিনিয়ার তৎকালীন দুই লাখ দিরহাম মজুরীতে এ প্রাসাদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। তিন স্তর বিশিষ্ট এ রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ অংশে প্রাসাদ ও হারেম, মধ্যবর্তী অংশে বাগান খেলার মাঠ, ঝরনা এবং সর্বনিম্ন অংশে ১২ হাজার দাসদাসী রাজকর্মচারী ও দেহরক্ষীর বাসস্থান ছিল। এ রাজপ্রাসাদের নির্মাণ সামগ্রী বহুমূল্যবান কাঠ, পাথর, মণিমুক্তা ইত্যাদি কার্থেজ, বায়জানটাইন, উটিকা, টেরাগোনা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়।

রাজপ্রাসাদের গেইটে খলিফার বেগম যাহরার প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রাসাদের মধ্যস্তরে অপূর্ব সুন্দর ফোয়ারা ছিল। ১২টি ঝর্ণা থেকে পানি উৎক্ষিপ্ত হত। মনে হত সিংহ, কুমির, ঈগল, ড্রাগন, বাজপাখি, কবুতর, ময়ূর, মোরগ,

www.nagorikpathagar.org

শকুন ইত্যাদির মুখ থেকে পানি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। বহু মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তা দিয়ে এসব পশুপাখির মূর্তি বানানো হয়।

মানবতার বন্ধু, ইমামুল খায়ের, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'আমি প্রেরিত হয়েছি মূর্তি ধ্বংস করার জন্য।'

আর আমিরুল মু'মিনিন, আন নসর লি দ্বীনিল্লাহ ও খলিফা অর্থাৎ খলিফাতুল রাসুল মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিনিধি মুসলিম উম্মাহ্র অভিভাবক ও শাসক বেগমকে খুশি করার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাজপ্রাসাদ বানিয়ে, তাতে তার বেগমের ও ১২টি পশুপাখির মূর্তি বানিয়ে তিনি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কি প্রতিনিধিত্ব করলেন? তিনি উপরোক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে অজ্ঞ, তমসাচ্ছন্ন, মূর্তি পূজারী Pagan তৎকালীন ইউরোপবাসীকে ইসলামের কি দাওয়াত দিলেন?

অনুরূপ হাযিব আল মনসূর আযযাহ্‌রা প্রাসাদের সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 'আযযাহিরা' রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মধ্যস্থলে একটি নারীমূর্তি শোভিত কৃত্রিম জলধার ছিল। হাযিব আল মনসূর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না। ছিলেন ১২ বছর বয়স্ক খলিফা ২য় হিশামের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক।

গ্রানাডার আলহামরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ছিল ১২টি মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত সিংহ মূর্তির উপর অপূর্ব সুন্দর একটি ফোয়ারা। এছাড়া রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি কক্ষে ছিল ১০ জন শাসকের ধারাবাহিক চিত্রকর্ম। আর সবাই ছিলেন খলিফাতুর রাসুল–অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিনিধি। মুহাম্মদ (সা.) এর Life Style এবং তাদের Life Style, মুহাম্মাদ (সা.) এর কার্যকলাপ এবং তাদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় কি?

www.nagorikpathagar.org

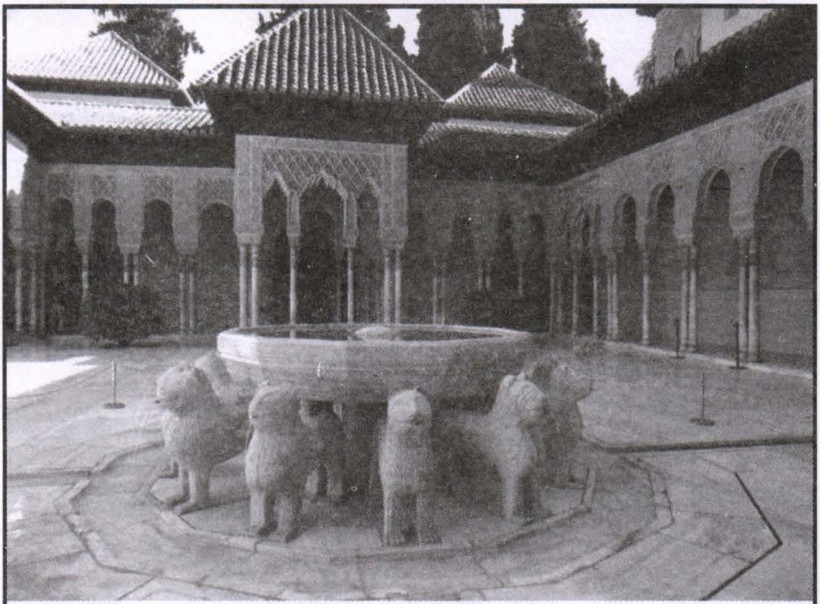

আল-হামরা প্রাসাদের প্রসিদ্ধ সিংহ প্রাঙ্গণ

বি.দ্র. : মুহাম্মদ (সা.) মূর্তি ধ্বংস করতে এসেছিলেন। আল-হামরা প্রাসাদের গেইটে ১২টি সিংহের মূর্তি। মূর্তির মুখ দিয়ে ঝর্নার পানি নির্গত হত।

'আয-যাহিরা রাজপ্রাসাদ' এর অভ্যন্তরে নারীমূর্তি

www.nagorikpathagar.org

২২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত :

উমাইয়াদের পতনের পর ক্ষণস্থায়ী বহু রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র শাসকগণ সামাজিক বিদ্বেষ ও উপজাতীয় কোন্দলের শিকারে পরিণত হন। ফলে তারা সঠিকভাবে রাজ্য শাসন করতে পারেন নি। সেভিলের মুতামিদ, টলেডোর মামুন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্পেনের আরব নেতাদের বিরুদ্ধে মালাগার ইয়াহিয়া বার্বার নেতাদের এক যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ইয়াহিয়া বার্বার ঐক্য ফ্রন্টের মাধ্যমে কার্ডোভা ও সেভিলের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলেন। এ ঐক্যফ্রন্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বার্বার সর্দারগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সেভিলে ইসমাইল কর্তৃক ইয়াহিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ইসমাইলও পরবর্তীকালে আলমেরিয়ার স্লাভনেতা জুহায়ের কর্তৃক নিহত হয়। গ্রানাডার বাদিস ও জুহায়েরের মধ্যে ছিল চরম শত্রুতা। জিরি শাসক বাদিস ছিলেন বার্বারদের একমাত্র নেতা যিনি আরবদের নেতা মুতামিদের মোকাবেলা করেন। বানু হাম্মুদ ঐক্যবদ্ধ ছিল না। মালাগা ও আলজেসিরাসে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজধানী গড়ে ওঠে। কিছু ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষান্ত হয় নি, তারা মুসলিম স্পেনের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টানদেরকে আহ্বান জানায়। গভর্নর উসমান বিন আবু নিসা অ্যাকুইটনের খ্রীস্টান অধিপতির সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে তাদের সহযোগিতা নিয়ে চারডাগণ (Cerdagne) এর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। টলেডোর বনু জুন্নুনদের শ্রেষ্ঠ শাসক মামুন কর্ডোভাকে আবদুল মালিক বিন জওহারের কবল হতে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে ক্যাস্টিল ও লিওনের খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি ষষ্ঠ আলফান্সোকে তার রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। মুসলিম স্পেনের শেষ পর্বে শ্রেষ্ঠ নসরী রাজবংশ স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠে। খ্রিস্টানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় পূর্ববর্তীদের ন্যায় এই রাজবংশেরও অবসান ঘটে। দেশের প্রশাসনিক কার্যকলাপে ন্যায্য অংশ হতে বঞ্চিত, আরব শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বৈরীভাবাপন্ন বার্বারগণ তাদের মূল আবাসভূমির সাথে বরাবর যোগাযোগ রক্ষা করত। উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দিলে স্পেনের আরবদের বিরুদ্ধেও তারা বিদ্রোহ করত। তারা এটি করত প্রশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। এতে মুসলিম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বার্বারগণ স্পেনের আরব শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাবার ইন্ধন যোগায়। আরব শাসন

www.nagorikpathagar.org

অবসানের পর তারা স্পেনকে নিজস্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। স্পেনের সামরিক শক্তি হ্রাস পাবার পর মুরাবিতুন ও মুয়াহিদীনগণ স্পেনে আগমন করে। তারা মরক্কো হতে স্পেনকে শাসন করত। ফলে তারা কার্যকরীভাবে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। নওমুসলিম ও আবরদেরকে খ্রিস্টানদের হাতে সমর্পণ করে বহু বার্বার তাদের আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। দেশ ত্যাগ করে নওমুসলিমদের কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। এবং আরবগণ দেশ ত্যাগের চিন্তা করত না। আরব ও বার্বারদের উপদলীয় কোন্দলের সুযোগ নিয়ে বৈরী খ্রীস্ট শক্তিগুলো স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

২৩। EL ULTIMO SUSPIRO DEL MORO

ঐক্যবদ্ধ স্পেন যখন ভেঙ্গে কুড়িটির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়–তখন এক রাজ্যের সাথে অন্য রাজ্যের যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। ঐ সময় দুর্বল রাজ্যগুলো পার্শ্ববর্তী খ্রীস্টান রাজা, সামন্ত রাজাদের সাহায্য প্রার্থনা করত। সহযোগিতার বদলে তাদেরকে কর দিতে হত। যেমন গ্রানাডার শাসক সাদ বিন আলী ৪র্থ হেনরীকে বার্ষিক ১২০০ দিনার কর দিতেন।

গ্রানাডার সর্বশেষ শাসক ছিলেন আবদুল্লাহ (১৪৮৭-১৪৯২ খ্রি.)। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ তাকে Bu Abdil বলেন। তিনি তার পিতার সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। পিতা তাকে কারাগারে আটক করলে তার মা তাকে কৌশলে মুক্ত করেন। মুক্ত হবার পর পিতা-পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। রাজ্যের জনগণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পিতা তার ভাই মালাগার শাসনকর্তা আয-যাগালের সহযোগিতা নেন। আর পুত্র আবদুল্লাহ্ ওরফে বুয়াবদিল রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানী ইসাবেলার সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য তেরশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীস্টান রাজাগণ দুটি বিষয়ে সজাগ হন:
১. স্পেনকে সম্পূর্ণভাবে খ্রীস্টধর্মের আওতায় নিয়ে আসা।
২. স্পেনকে পুনরায় একত্রিকরণ।

এ শতাব্দী থেকে স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ খ্রীস্টান অধিপতিদের সামরিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়–অথবা তাদেরকে কর দিতে বাধ্য হতে হয়। পনর শতাব্দীতে খ্রীস্টান জগতে নতুন শক্তিজোটের আবির্ভাব ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

আরাগণের রাজা ফার্ডিনান্ড, ক্যাসটাইলের রানী ইসাবেলার সঙ্গে ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। রাজা রানী স্পেনে মুসলিম আধিপত্য নির্মূলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। সাথে যুক্ত হয় যাযক শ্রেণী ও রোমের পোপ। Zealot আন্দোলনকারীগণ ও এ জোটে শরীক হন। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা ধর্মান্ধ ছিলেন। তারা মুসলমানদের উপর জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা ও রানী বুআবদিলকে স্পেনে মুসলিম আধিপত্য ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। আবদুল্লাহ ওরফে বুয়াবদিল রাজা ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে খ্রীস্টানদের সামরিক শক্তির সহযোগিতা নিয়ে পিতা ও চাচাকে পরাজিত করে গ্রানাডার সিংহাসনে নিশ্চিন্ত মনে আরোহন করেন। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার সাথে ১৫ দফা চুক্তি হয়। চুক্তির কোন দফাই না মেনেই ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ খ্রিস্টশক্তি ৪০ হাজার পদাতিক, ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ গ্রানাডা অবরোধ করে। বেশ কিছুদিন গ্রানাডা অবরুদ্ধ থাকে। অবশেষে তাদের খাদ্য ও রসদ ফুরিয়ে যায়। বাহির থেকে কোন কিছু আসার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই বিশ্বাসঘাতক ও হঠকারী বুয়াবদিল ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে খ্রীস্ট জোটের হাতে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারী গ্রানাডা হস্তান্তর করেন। এর ফলে স্পেনে মুসলিম শাসন, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ইতিহাস ৭৮০ বৎসর পর্যন্ত কায়েম ছিল, নিমিষে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গ্রানাডার দিকে চোখ ফিরিয়ে আবদুল্লাহ চোখের পানি ও দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করেন তা 'মুরদের দীর্ঘশ্বাস' EL ULTIMO SUSPIRO DEL MORO নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিশ্বাসঘাতক বুয়াবদিল গ্রানাডা ত্যাগ করলেন। খ্রীস্টানগণ মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে উঠল।

উপসংহার :

স্পেনে মুসলিম শাসনের আরম্ভ হয় ৭১১ খ্রিস্টাব্দে, আর সমাপ্ত হয় ১৪৯২ সালে। অর্থাৎ শাসনের মেয়াদ ছিল ৭৮০ বছর। দিল্লীতে মুসলিম শাসনের আরম্ভ হয় কুতুব উদ্দিন আইবেকের মাধ্যমে ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে, আর শেষ হয় ১৮৫৮ সালে মুঘল বংশের শেষ সম্রাট সিরাজ উদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌র পতনের মাধ্যমে। অর্থাৎ মুসলিম শাসনের মেয়াদ ছিল ৬৬৫ বছর। মুঘল শাসিত ভারতে ও ব্রিটিশ শাসিত ইন্ডিয়ায় বেশ কিছু দেশীয় রাজ্য ছিল। এর মধ্যে কিছু রাজ্যে মুসলমানদের বংশানুক্রমিক শাসন চালু ছিল। যেমন পূর্ববঙ্গে ফখর উদ্দিন শাহের মাধ্যমে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় :

www.nagorikpathagar.org

ক্রমিক নং	সূচনাকারী শাসকের নাম	স্থান	সাল
১	ফখর উদ্দিন শাহ	পূর্ববঙ্গ	১৩৩৬ খ্রি.
২	সামসউদ্দিন শাহ মির্জা	কাশ্মীর	১৩৪৬ খ্রি.
৩	আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ	দাক্ষিণাত্য	১৩৪৭ খ্রি.
৪	মালিক রাজা ফারুকী	খান্দেশ	১৩৭০ খ্রি.
৫	জাফর খান মুজাফ্‌ফর	গুজরাট	১৩৯১ খ্রি.
৬	মালিক সারওয়ার	জৌনপুর	১৩৯৪ খ্রি.
৭	দিলওয়ার খান হোসেন ঘোরী	মালবার	১৪০১ খ্রি.
৮	ফতেহ উল্লাহ	বেরার	১৪৮৪ খ্রি.
৯	ইউসুফ আদিল শাহ	বিজাপুর	১৪৮৯ খ্রি.
১০	আহমদ–১	আহমদনগর	১৪৯০ খ্রি.
১১	কাসেম–১	বিদর	১৪৯২ খ্রি.
১২	সুলতান কূলী	গুলকন্ডা	১৫১২ খ্রি.
১৩	দাউদ শাহ	আরকট	১৭০৩ খ্রি.
১৪	মুর্শিদ কূলী খান	বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা	১৭০৩ খ্রি.
১৫	সাদত খান	অযোধ্যা	১৭২৪ খ্রি.
১৬	মীর কমর উদ্দিন নিযামুলমূলক আসফজা	হায়দরাবাদ	১৭২৪ খ্রি.
১৭	হায়দর আলী	মহিশূর	১৭৬১ খ্রি.

সূত্র : The Cambridge Encyclopeadia of India

বি:দ্রঃ উল্লিখিত শাসকবংশের কেউ না কেউ ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান পর্যন্ত শাসকের মর্যাদা ভোগ করেছেন।

দিল্লী ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী। এর অতিরিক্ত উল্লেখিত রাজ্য ও মুসলিম রাজবংশ ভারতে শাসন করলেও আজ মুসলমানগণ হিন্দুস্তানে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু–প্রভাব প্রতিপত্তিহীন–বলতে গেলে সংখ্যাগুরুর দয়া দাক্ষিণ্যের উপর

www.nagorikpathagar.org

সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বর্তমানে ভারতে জনসংখ্যার মাত্র ১৪% শতাংশ মুসলমান। সরকারী চাকুরীতে গড়ে ৩% শতাংশের মত মুসলিম রয়েছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য নয়। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব একেবারে নাই। (সূত্র : দৈনিক নয়াদিগন্ত ১৮ আগস্ট ২০১৬। উপসম্পাদকীয়ের লেখক জনাব জসিম উদ্দিন।)

০ ০

হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ বর্তমানে স্বদেশে নিজেদেরকে নিরাপত্তাহীন ভাবছে। তারা এখন আশঙ্কাগ্রস্ত। তাদের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে। উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ মিলে ভারতের বিদায়ী উপ-রাষ্ট্রপ্রতি জনাব মোহাম্মদ হামিদ আনসারীর বিদায়ী ভাষণ থেকে (আগস্ট ২০১৭ খ্রি.)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে সমাসীন ভারতের Vice President স্বপদে দশবছর থাকার পর বিদায়ী ভাষণের একপর্যায়ে বলেন—'একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচয় এ বিষয়ে দিতে হয় যে, সে তার সংখ্যালঘুদের কেমন নিরাপত্তা দিতে পেরেছে।' বিদায়ী ভাষণ প্রদানের একদিন আগে তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেন—'মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বিদ্যমান।' তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি এ চিন্তার সাথে একমত যে, মুসলমানরা আশঙ্কাগ্রস্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে যেভাবে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তার ফলে তারা নিজেদেরে নিরাপত্তাহীন ভাবছে। তখন তিনি জবাব দেন—'এ অনুমান সঠিক। আমি দেশের বিভিন্ন স্তর থেকে একথাগুলো শুনছি। উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা আরো বেশি এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে শিকড় গজাচ্ছে।'

০ ০

ভারতে মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত অতীতের প্রতিটি বিষয় মুছে ফেলার, মুসলমানদের কীর্তিকলাপ নিশ্চিহ্ন করার এবং ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রয়াস চলছে। এমনকি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Indian Central Information Commission আরো একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়' এর কাছে Officially লিখিতভাবে জানতে চেয়েছে—'তাজমহল কি কবর না হিন্দু মন্দির?

০ ০

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে ভারতের বিপুল সংখ্যক মুসলিম পরিবার ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে—মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর সহ এশিয়ার নানাদেশে Migrate করে ফেলেছে। এ প্রক্রিয়া চালু আছে। আর দেশে চাকুরী জোগাড় করতে না পেরে মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলিম শ্রমিক চাকুরীরত আছে।

সবার স্মরণ থাকার কথা, প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যে দেশ শাসন করেছেন, সে দেশের জনগণের ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, পোশাক-আশাক, আমল আখলাক সব পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। যে মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠি তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করেনি–তারা তাদের কৃষ্টি কালচার, ভাষা, পোশাক-আশাক ও আচার-আচরণ মুসলমানদের মত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। ভারত উপমহাদেশের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লী কিংবা দেশীয় রাজ্যগুলোর মুসলিম শাসক ও তাদের অধীনস্থ নির্বাহী শাসক শ্রেণী প্রাথমিক যুগের মুসলিম শাসকদের মত রাসুল (সা.)-এর বিদায়হজ্বের বাণীগুলো অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নি। 'আমর বিল মারুফ ও নেহি আনিল মুনকার'– যে তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য ফরজ–এ ব্যাপারে তারা গাফিল ছিলেন। বাস্তবে তাদের মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়–রাজ্য সম্প্রসারণ ও গদী মজবুতকরণ, শান-শওকত ও ভোগবিলাস, হারেমে সুন্দরী নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, নাচগান ও আনুষঙ্গিক কাজকাম। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত সত্যের সাক্ষ্যদানকারী দায়িত্বশীল মুসলমানগণ শাসক সমাজের সহযোগিতা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়–এমনকি কোন কোন সময় তাদের রোষানলে পড়তে হয়। যার ফলশ্রুতিতে এত দীর্ঘদিন শাসন পরিচালনা করার পরও ভারতের মুসলমানদের আজ এ করুণ অবস্থা।

আজকের মুসলিম প্রজন্ম (Generation) উন্নত চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক যায়। কিন্তু তারা জানেনা এবং ব্যাংককে গিয়ে কোন চিহ্ন ও পায় না যে, থাইল্যান্ডের দক্ষিণাংশ জুড়ে 'পাত্তানী সালতানাত' নামে একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল–যার অধিবাসী প্রায় সবাই মুসলমান ছিল। এ সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয় ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইসমাইল শাহের মাধ্যমে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ সালতানাত টিকে ছিল। অতঃপর উপনিবেশবাদ ও খ্রীস্টান মিশনারীদের আগ্রাসনে আজ পাত্তানী সালতানাত অর্থাৎ থাইল্যান্ডে মুসলমানদের পাত্তাই নাই।

www.nagorikpathagar.org

দক্ষিণ এশিয়ার আরো একটি রাজ্য ফিলিপাইন। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মত এ রাজ্য মুসলিম শাসিত ছিল। আরবীয় ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসে এ রাজ্যের আদি অধিবাসীগণ মুসলমান হয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের সাথে আসেন উৎসাহী ধর্মপ্রচারক শরীফ করিম মাখদুম। তিনি ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ধর্মপ্রচারে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। T. W. Arnold এর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'The preaching of Islam' থেকে জানা যায় পরবর্তী প্রধান ধর্মপ্রচারক ছিলেন আরবের বাসিন্দা আবু বকর। তিনি ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে আসেন। তিনি Bwansa রাজ্যের রাজা Raja Baginda এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি রাজার এক মেয়েকে বিয়ে করেন এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। তিনি রাজার মন্ত্রণালয়ের প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জসহ রাজ্যের অধিকাংশ এলাকার আদি বাসিন্দাগণ মুসলমান হয়ে যায়। বর্তমানে ফিলিপাইনের রাজধানীর নাম 'ম্যানিলা' হল আরবী বাক্য 'মিন আমানিল্লাহ' এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্পেন ফিলিপাইনে উপনিবেশ স্থাপন করে। স্পেনের ক্যাথলিক খ্রীস্টান শাসকগণ উপনিবেশ স্থাপন করার পর মুসলিম বাসিন্দাদেরকে হয় বিতাড়ন করে, না হয় বল প্রয়োগে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিপাইন আমেরিকার দখলে চলে যায়। বর্তমানে মিন্দানাও এর ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ ব্যতীত সমস্ত ফিলিপাইন আজ মুসলিম শূন্য।

পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মার (বর্তমানে মায়ানমার) আরাকান রাজ্যে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে তাদের অসামান্য অবদান ছিল—আজ সেখানে মুসলিম শূন্য। রুহিঙ্গা মুসলমান নর-নারী আজ কি অমানবিক ভাবে জীবনযাপন করছে, সেখানকার যুব সম্প্রদায় কি নিষ্ঠুর পন্থায় নৃশংসভাবে নিহত হচ্ছে, আর অবশিষ্টরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তা মায়ানমার নেত্রী অং সান সু চির প্রতি দরদে গদগদ পশ্চিমা বিশ্ব ও বিশ্ব মোড়ল অন্যান্য দেশ বেদরদের সাথে তা অবলোকন করছে।

ইতিহাস বিষয়ক এ গ্রন্থটি পাঠের শেষ প্রান্তে এসে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, স্পেনে মুসলমানদের পতন ও পরিণতির চিত্র খুবই করুণ। ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের মুসলমানদের পরিণতি বেদনাদায়ক। ভারতের মুসলমানদের পরিণতি একই পথে ধাবমান। আলোচিত দেশগুলোর

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের কেন এ অধোগমন—পর্যালোচনা করলে প্রায় ঐসব কারণগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠবে যে কারণগুলো স্পেনের মুসলমানদের সুউচ্চ শিখর থেকে নিচে নামিয়ে নিশ্চিহ্ন করেছিল।

বাংলাদেশের চর্তুপাশের দেশগুলোর যখন এ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা, তখন শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশগুলোর ভবিষ্যত কি? —এ প্রশ্নের উদয় হয়। শংকা জাগে ভবিষ্যত নিয়ে!

অতএব

১নং রাব্বুল আলামীন, বিশ্বজাহানের শাসক ও পরিচালক মহান স্রষ্টা আল্লাহতা'য়ালার যাত, সিফাত ও তাঁর কালামের প্রাপ্য যথার্থ মর্যাদা প্রদান;

২নং মানুষের স্রষ্টা অদেখা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির সকল দিক ও বিভাগের জন্য আইনকানুন, হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান প্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম 'রেসালত'-অর্থাৎ নবী-রাসুলগণ—আর বর্তমান Context এ শেষ ও বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা:) এর সঠিক মুল্যায়ন ও অনুসরণ;

৩নং আখেরাতের জবাবদিহিতা;

৪নং খোলাফায়ে রাশিদিন ও সাহাবায়ে কেরামের নীতি ও আদর্শের অনুকরণে ইনসাফ ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র (Walfare State) বিনির্মাণ।

এই চার মূলনীতির (Fundamental principles) প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন না করে, বেপরওয়া মনোভাব দেখিয়ে কোন দেশ বা রাজ্যে নাম সর্বস্ব মুসলিম শাসন চালু হলে, কিংবা নামধারী মুসলমান কোন রাষ্ট্র পরিচালনা করলে, সে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত বংশধরদের হাল হকিকত—স্পেন, ম্যানিলা, পাত্তানী সালতানাত, আরাকান, বোখারা, সমরকন্দ, কাশগড় কিংবা ঝিংঝিয়াংগের মুসলমানদের মত হবে না তার কোন গ্যারান্টি (Guarantee) নাই।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

'প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা:) এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস'

১. ইবনু উমর (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন হে মুহাজিরগণ পাঁচটি কর্ম যদি তোমাদের মধ্যে দেখা দেয় তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য কঠিনতম বিপদ, আর আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন তোমাদের মধ্যে এগুলো দেখা না দেয়—১. যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন সব রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে প্রসারিত ছিল না। ২. যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওজনে কম বা ভেজাল দিতে থাকে তখন তারা দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও প্রশাসনের বা ক্ষমতাশীলদের অত্যাচারের শিকার হয়। ৩. যদি কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরা জাকাত আদায় না করে তাহলে তারা অনাবৃষ্টির শিকার হয়। যদি পশু-পাখি না থাকত তাহলে তারা বৃষ্টি থেকে একেবারেই বঞ্চিত হত। ৪. যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ আল্লাহ ও তার রাসূলের ওয়াদা বা আল্লাহর নামে প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ কোন বিজাতীয় শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করে দেন যারা তাদের কিছু সম্পদ নিয়ে যায়। ৫. আর যদি কোন সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ ও নেতাগণ আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কোরআন) অনুযায়ী বিচার শাসন না করে এবং আল্লাহর বিধানের সঠিক ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করে, তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেন, তারা তাদের বীরত্ব একে অপরকে দেখাতে থাকে। (ইবনে মাজাহ)

২. আমর ইবনে আওফ (রা:) থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন–'আমি এ আশংকা করি না যে, তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে। বরং আমি এ আশংকা করি যে, তোমাদেরকে পার্থিব ধনসম্ভার প্রচুর পরিমাণে প্রদান করা হবে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর তোমরা এর জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাবে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এর জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আর ইহা তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে, যেরূপ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। (সহীহ আল বুখারী–হাদিস নং ৬৪২৫)

www.nagorikpathagar.org

৩. ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন তোমাদের প্রতি শত্রুরা এমনভাবে ধাবিত হবে যেমনভাবে ক্ষুধার্তরা খাবারের প্রতি ধাবিত হয়, তখন একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, না বরং বেশী হবে তবে তোমরা পানিতে ভাসমান খড়কুটার মত হবে। আল্লাহতা'য়ালা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে ওহন ঢুকিয়ে দিবেন। তখন সাহাবী বললেন ওহন কি ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ওহন হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (আবু দাউদ)

৪. রাসুল (সা.) বলেন : মুসলমানগণ অবশেষে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে। তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, মুসলমানরাও তাই করবে। এমনকি তারা যদি কেউ আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে মুসলমানদের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের দ্বারা এ অপরাধ সংঘটিত হবে। (তিরমিজি)

৫. রাসুল (সা.) বলেন : 'অতি সত্ত্বর তোমাদের উপর এমন লোক শাসক হবে, যাদের হাতে তোমাদের জীবিকার চাবিকাঠি থাকবে। তারা তোমাদের সাথে কথা বলবে–তখন মিথ্যা বলবে এবং কাজ করলে মন্দ কাজ করবে। তাদের মন্দ কাজের প্রশংসা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ঘোষণা না করলে তারা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না। যতক্ষণ তারা বরদাশত করে তাদের সামনে সত্য তোলে ধর। তারা যদি সীমা অতিক্রম করে এবং কাউকে কতল করা হয়, তাহলে সে হবে শহীদ। (কানযুল উম্মাল)

৬. খাব্বাব ইবনুল আরত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সাঃ) এর নিকট (আমাদের উপর নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম এমন অবস্থায় যে, তিনি তখন তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না? তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোড়া হতো, অতঃপর গর্তে নিক্ষেপ করা হতো, অতঃপর করাত নিয়ে এসে মাথার উপর

www.nagorikpathagar.org

স্থাপন করা হতো, এবং তাকে দিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এত কিছু পরও তাকে দ্বীন থেকে সরানো যেত না। কারো শরীর লোহার চিরুনী দিয়ে আচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! অবশ্যই এই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে এমনকি তখন যে কোন আরোহী সানআ থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ (নিরাপদে) পাড়ি দিবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া আর কারো (চোর, ডাকাত) ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছো। (বুখারী)

৭. 'তোমাদের দ্বীনের আরম্ভ নবুয়ত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে–যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত পরিচালিত হবে যতদিন আল্লাহ চান। অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

তারপর শুরু হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন, তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে; তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর জুলুমতন্ত্র শুরু হবে এবং তাও আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন, ততদিন থাকবে, অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নেবেন।

অতঃপর আবার নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত (খিলাফত আ'লা মিনহাজিন নবুয়ত) প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও দুনিয়াবাসী সবাই খুশি থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বর্ষণ করবে এবং পৃথিবী তার পেট থেকে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদ্‌গীরণ করে দেবে।

[এ হাদিসটি মুসনাদে আহমদ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এছাড়া ইমাম শাতবী (র.) তাঁর 'আল মাওয়াফিকাত' কিতাবে, মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রঃ) তার 'মানসাবে ইমামত' গ্রন্থে এবং মুহতারাম নাসিরউদ্দিন আলবানী তাঁর ছহীহ হাদিস সিরিজ প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন।]

৮. আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেছেন, আমি এবং তাঁর (ঈসা (আ.)) মাঝখানে কোন নবী নাই। আর তিনি নাযিল হবেন। অতএব যখন তোমরা তাঁকে দেখবে, তখন তাঁকে চিনে নিও। তিনি হবেন

www.nagorikpathagar.org

মধ্যম আকৃতির লোক। লাল ও সাদা মিশ্রিত রং হবে তাঁর। দুটি হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করে থাকবেন। তাঁর মাথার চুল এমন হবে যেন পানি টপকিয়ে পড়ছে। অথচ তাঁর শরীর ভেজা হবে না। তিনি ইসলামের জন্য লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ছিন্ন ভিন্ন করবেন। শূকর ধ্বংস করবেন; জিযিয়া রহিত করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ব্যতীত অন্য সব মতবাদপন্থী মিল্লাত নির্মূল করবেন। তিনি দাজ্জালকে নিহত করবেন। তিনি ৪০ বছর দুনিয়ায় অবস্থান করবেন। (আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা মতে তিনি ৪৫ বছর দুনিয়ায় অবস্থান করবেন—সূত্র : কিতাবুল ওফা, ইবনে জাওযী।) অতঃপর তার ইন্তেকাল হবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বে। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

ইবনে মাযাহ হাদিসগ্রন্থে আবু উমামা বাহেলী (রা.) এর এক হাদিসের বর্ণণায় নিম্নোক্ত কথাগুলো উল্লেখ আছে :

ঠিক যখন মুসলমানদের ইমাম ফযরের নামায পড়বার জন্য সামনে অগ্রসর হবেন, ঈসা বিন মারিয়াম (আ.) এমন সময় সেখানে নেমে আসবেন। ইমাম পিছন হটে যাবেন যাতে করে ঈসা (আ.) সামনে অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু ঈসা (আ.) তাঁর দু বাহুর মাঝখানে হাত রেখে বলবেন–'না আপনি পড়ান, কারণ আপনার জন্যেই এ নামায দাঁড়িয়ে গেছে। অতএব তিনিই (পূর্বের ইমাম) নামায পড়াবেন। তারপর ঈসা (আ.) বলবেন–দরজা খুলুন। দরজা খোলা হবে এবং দেখতে পাওয়া যাবে সত্তর হাজার সশস্ত্র ইহুদির সাথে দাজ্জাল দাঁড়িয়ে আছে। যেই মাত্র ঈসা (আ.) এর উপর তার (দাজ্জালের) নজর পড়বে সে গলতে শুরু করবে, যেমন লবণ পানিতে গলে। সে তখন পালাতে থাকবে। ঈসা (আ.) বলবেন–আমার হাতে তোর এমন মার রয়েছে যে, বাঁচতে পারবি না।' অতঃপর তিনি তাকে লুদের (ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাঈলের একটি বিমানবন্দর) পূর্ব দরজার উপর ধরে ফেলবেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদেরকে পরাজিত করিয়ে দিবেন.......এবং দুনিয়া মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হবে যেমন পাত্র পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। তখন গোটা দুনিয়ায় কালেমা এক হবে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব আনুগত্য করা হবে না। (ইবনে মাযাহ্)

শিক্ষা :

এটা মনে করার কোন কারণ নাই যে, ঈসা (আ.)-কে দেখামাত্র তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত অস্বীকারকারীগণ অর্থাৎ কাফিরবৃন্দ কুফর ত্যাগ করে বিশ্বাসী হয়ে যাবে এবং ঈসা (আ.) এর হাতে আনুগত্যের বাইয়াত নিবে।

www.nagorikpathagar.org

এটাও ভাবা ঠিক হবে না যে, যারা non practising মুসলমান, তারা ঈসা (আ.) এর চেহারা মোবারক দেখেই আমলদার মুসলমানে পরিণত হয়ে যাবে। এটাও ধারণা করা ঠিক হবে না যে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নিয়মকানুনের সাথে তাদের সুবিধামত কিছু যোগ করে আর কিছু বিয়োগ করে বেদাতপন্থী, তারা ঈসা (আঃ) এর আওয়াজ শুনামাত্র বেদাত পরিত্যাগ করবে; যারা মাযারপন্থী তারা মাযার ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।

এটাও ধারণা করা ঠিক হবে না যে, যারা ধর্মের পক্ষে নয়–অন্যকথায় ধর্মনিরপেক্ষ, তারা ঈসা (আ.) এর উপস্থিতি টের পেয়ে ধর্মের খাদিম হয়ে যাবে; যারা আতাঁতকারী মুসলমান তারা ঈসা (আ.) এর ছায়াতলে এসে মিরজাফরী ছেড়ে দিবে এবং যাদের সাথে আতাঁত করেছিল তাদের সকল গোমর ফাঁস করে দিবে; যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পছন্দের মানুষের প্রশংসায় মুখে খৈ ফুটাত, তারা মানুষের প্রশংসা বাদ দিয়ে, আল্লাহর গুণকীর্তনে মশগুল হয়ে যাবে। যারা কুরআনের আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল করত, তারা ঈসা (আ.) এর সঙ্গী সাথী হাওয়ারী হয়ে যাবে; যারা নানান ছলছাতুরী ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ঠেক্কা দেওয়ার মত চরিত্র গঠন করেছে, তারা মোনাফিকী ত্যাগ করে ঈসা (আ.) এর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে যাবে।
আসল ব্যাপার হল– ঈসা (আ.)-এর আগমনের পূর্ব থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায়, পৃথিবীর নানা প্রান্তে হকপন্থী মুজাহিদগণ ইনকিলাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখবেন, ঈসা (আ.) এসে আমিরুল মু'মিনিন হিসাবে নির্ভুল নেতৃত্ব দান করবেন।

স্মরণ রাখা দরকার ঈসা (আ.) এর চেয়ে বড় নবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি শেষনবী, বিশ্বনবী, শ্রেষ্ঠ নবী, নবীদের সর্দার। মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হবার সময় তিনি মসজিদুল হারাম (কাবা শরীফ) থেকে মসজিদুল আকসায় (বায়তুল মুকাদ্দাসে) যান। মুহাম্মদ (সা.) এর ইমামতিতে সেখানে সকল নবীগণ নামায আদায় করেন। সেই মুহাম্মদ (সা.) জীবনের ৫৩টি বছর মক্কায় বসবাস করেছিলেন। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। নবী হিসাবে দীর্ঘ ১৩টি বৎসর মক্কায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। মক্কার বেশির ভাগ মানুষের প্রত্যাখ্যান ও সক্রিয় বিরোধীতার কারণে তিনি জীবনের ৫৩তম বছরে

www.nagorikpathagar.org

জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। এটা মনে করার কোন কারন নাই যে, তিনি মক্কায় অতীষ্ট হয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে মদীনায় চলে আসেন। মুহাম্মদ (সা.) পূর্ব থেকে মদীনায় পরিবেশ সৃষ্টি করার বুদ্ধিভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি কিভাবে মদীনায় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন খুবই সংক্ষেপে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে :

১. মুহাম্মদ (সা.)-এর দাদা আবদুল মোত্তালিবের নানার বাড়ি মদিনায়। মদিনার সুয়ায়েদ বিন সামেত ছিলেন আবদুল মোত্তালিবের মায়ের বংশের লোক। তিনি হজ্ব কিংবা উমরা করার জন্য মক্কা আসেন। তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাসুল (সা.) তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং দ্বীনের দাওয়াত দেন।

২. মদীনার আউস গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মক্কার কুরাইশ সর্দার ওতবা বিন রবিয়ার নিকট আসেন একটি চুক্তি করার উদ্দেশ্যে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন আবদুল আশহাল। তাদের প্রতিপক্ষ খাজরাজ গোত্রের মোকাবেলায় কুরাইশ গোত্রের সাথে মৈত্রীচুক্তি করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

আউস গোত্রের প্রতিনিধিদল নিরাশ হয়ে যান, কারণ কুরাইশ সর্দার তাদের সাথে চুক্তি করতে সম্মত হননি। মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় কোথায় কি হচ্ছে সব খবর রাখতেন। তিনি আশাহত এ দলের সাথে সাক্ষাত করেন, তাদের সাথে দীর্ঘ আলাপ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন।

৩. নবুয়ত প্রাপ্তির একাদশ বছরে মদীনার খাজরাজ গোত্রের কিছু লোক হজ্ব করতে মক্কায় আসেন। রাসুল (সা.) তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কুরআনের বাছাই করা কিছু অংশ তেলাওয়াত করে শুনান। মদীনার এ লোকজন তাদের প্রতিবেশী ইহুদী পণ্ডিতদের নিকট থেকে জানতে পেরেছিল–নবী আসার সময় হয়ে গেছে, খুব শীঘ্র একজন নবী আগমন করবেন। তারা ইহুদীদের আগে নবীর আনুগত্য ও তাঁর আনীত দ্বীন কবুল করার মানসিকতা নিয়ে রাসুল (রা.) এর দাওয়াত কবুল করেন।

৪. নবুয়তের দ্বাদশ বছরে আউস ও খাজরাজ উভয় গোত্রের ১২ জন ব্যক্তি হজ্ব করতে মক্কায় আসেন। তারা রাসুল (সা.) এর সাথে গোপনে 'আকাবা' নামক স্থানে সাক্ষাত করেন। তারা রাসুল (সা.) এর কথা শুনেন, তাঁর দাওয়াত কবুল করেন এবং তাঁর আনুগত্য (বাইয়াত) করার শপথ নেন।

www.nagorikpathagar.org

৫. মদীনায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় বিষয় প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে রাসুল (সা.) বিশেষ দূত হিসাবে মুসয়াব ইবনে উমাইর (রা.)-কে মদীনায় স্থায়ীভাবে পাঠিয়ে দেন।

৬. পরের বৎসর মদিনা থেকে ৭২ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা হজ্ব করতে মক্কায় আসেন। তারা রাসুল (সা.) এর সাথে আকাবায় গোপন বৈঠক করেন। সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। তারা রাসুল (সা.)-কে মদীনায় চলে আসতে আহ্বান জানান। তিনি মদীনায় চলে আসলে কুরাইশ গোত্রসহ আরবের অন্যান্য গোত্রের পক্ষ থেকে যত বাধা বিপত্তি, দ্বন্দ্ব সংঘাত আসুক, তারা তার মোকাবেলা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৭. মদীনা থেকে আগত ব্যক্তিদের সাথে বাইয়াত সম্পন্ন হবার পর এবার রাসুল (সা.) মদীনায় যাতে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে–এজন্য তাদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব নিযুক্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সবার সাথে পরামর্শ করে তিনি খাজরাজ গোত্র থেকে ৯ জন এবং আওস গোত্র থেকে ৩ জন নকীব মনোনীত করেন। এই ১২ জন যেহেতু অধিক দায়িত্বশীল, তাই তাদের কাছে থেকে পুনরায় আরো একটি অঙ্গীকার নেন। বিদায়কালীন সময়ে রাসুল (সা.) তাদেরকে বলেন–'আপনারা স্বজাতীদের সকল বিষয়ের জন্য দায়িত্বশীল ও জিম্মাদার। হাওয়ারীগণ (১২ জন) ঈসা (আ.) এর পক্ষ থেকে যেমন দায়িত্বশীল ও জিম্মাদার ছিলেন, আপনারা ঠিক তেমনি আমার পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ও জিম্মাদার।'

৮. রাসুল (সা.) মদীনায় আশার আলো দেখতে পান। তিনি মক্কায় যারা ইসলাম কবুল করেছেন, আর যারা দুই দফায় হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাদেরকে নিরবে মদীনায় চলে যেতে বলেন।

৯. তিনি মদীনার দ্বীন কবুলকারী আনসারগণকে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় মোহাজির ভাইবোনদেরকে আশ্রয় দানের পরামর্শ দেন। আনসারগণ তাদের গৃহের অর্ধেক, অনেকে সম্পত্তির অর্ধেক মোহাজির ভাইবোনদেরকে দান করে তাদেরকে পুর্নবাসিত করেন।

www.nagorikpathagar.org

১০. এভাবেই মদীনায় পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকল। তখন আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে হিজরত করার হুকুম আসে। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বন্ধু আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ পন্থায় মদীনায় হিজরত করেন।

এখানে এসেই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি তাদের মেহমান হিসাবে কুবা পল্লীতে আশ্রয় নেন। পল্লীবাসীদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে স্থান নির্ধারণ করে একটি মসজিদ নির্মাণ করান। লোকজন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মসজিদে আসতে থাকে। তিনি তাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি ইয়াসরীবের (পরে মদীনা) সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

অতঃপর শহরের কেন্দ্রস্থলে এসে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এখানে দৈনিক পাঁচবার নিয়মিত জামাত হতে থাকে। নামাজ শেষে তিনি নিয়মিত বক্তব্য দিতে থাকেন। এ সময় ওহীর মাধ্যমে কুরআন মজীদের যে যে অংশগুলো নাযিল হয় তা তিনি সবাইকে অবহিত করেন। মদীনাবাসী বিনা দ্বিধায় তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব মেনে নিতে পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়। এবার তিনি প্রতিবেশী ইহুদী গোত্রসমূহের লোকজনদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করেন। এ লিখিত চুক্তিই ৪৭ ধারা বিশিষ্ট মদীনা সনদ। মদীনা সনদ পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান-Written Constitution. এ ধারাবাহিকতায় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনার নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

যেহেতু আগে থেকেই মদীনায় পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে-তারপর মুহাম্মদ (সা.) মদীনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হকপন্থী মুজাহিদগণ ইনকিলাবের পরিবেশ তৈরি করবেন-তখন ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে এসে আমিরুল মু'মিনিন হিসাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতৃত্ব দান করবেন। তিনি যাদুবলে কিংবা অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে অথবা ফিরিশতাদের দ্বারা দুনিয়া শাসন করবেন না। অতএব ঈসা (আ.) এর আগমনের প্রতিক্ষায় হাত পা গুটিয়ে মুসলমানদের বসে থাকার, আর ঈসা (আ.) এর আসার প্রহর গুনার কোন অবকাশ নেই।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

মুদ্রণ	:	পাণ্ডুলিপি প্রকাশন ১১২ আল-ফালাহ টাওয়ার, ধোপাদিঘির পূর্বপার, সিলেট।
মুঠোফোন	:	০১৭১২-৮৬৮৩২৯
প্রকাশকাল	:	অক্টোবর ২০১৬, শুভেচ্ছা মূল্য : ৮০ টাকা
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮
প্রচ্ছদ	:	বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল
E-mail	:	foysol_sylhet@yahoo.com
ISBN	:	978-984-8922-76-7

www.nagorikpathagar.org